শ্রীহরিঃ।

ত্রিংশ ভাগ, ১ম হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩১৫ হইতে ভাদ্র ১৩১৬ সাল।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের

মাসিক মুখপত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

——0——

৺কাশীধাম।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে শ্রীমহাদেব শর্ম্ম-কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত।

ইং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯০৯।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়ম।

১। ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মুখপত্র। ইহাতে মহামণ্ডলের কার্য্যালয়াদি সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

২। ইহাতে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য নিম্নে মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিলেই তজ্জন্য মহামণ্ডল দায়ী হইবেন।

৩। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সভ্য এবং ধর্ম্মমণ্ডল, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও শাখাসভা সকলকে ধর্ম্ম-প্রচারক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাল প্রবন্ধ লওয়া হয়।

৫। ধর্ম্ম-প্রচারক সংক্রান্ত কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা ঠিকানাদির পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ধর্ম্মপ্রচারক, কাশীধাম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলোপোষিত পত্রিকা।

ধর্ম্মপ্রচারকো জীয়াৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালক ॥

কল্যেগতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৯শ ভাগ।	চৈত্র।	সন ১৩১৫ সাল।
৭ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৯ খৃঃ।

তদা ভবেদুন্নতিরত্রভারতে।

(সমস্যা পূর্ত্তয়ঃ।)

(ধর্ম্মপ্রচারকের অষ্টাবিংশ ভাগ ১ম ও ২য় সংখ্যায় "কথং ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে নামক একটী সমস্যা পূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল। এই সমস্যা পূর্ত্তিটি সেই সমস্যা পূর্ত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত।)

যদা বিশুদ্ধা মতিরত্রজায়তে,
যদা পবিত্রা প্রকৃতির্বিলোক্যতে।
যদা সতাং পূর্ব্ববিধিঃ সমাদৃতঃ।
তদা ভবেদুন্নতিরত্রভাবতে ॥ ১ ॥

যদাহি বিপ্রাঃ সমধীতবেদকা;
প্রসন্নচিত্তাঃ পরিবাদ বর্জ্জিতাঃ।
ব্রতস্য সত্যস্য চ সেবকাঃ ক্ষিতৌ,
তদা ভবেদুন্নতিবত্র ভারতে ॥ ২ ॥

মনোন্নতিঃ স্যান্মহতী পরস্য ন,
বরং বিপন্না হ্যপরে ভবস্তুহো।
মতির্যদা যাস্যতি সা লয়ংপুনঃ
তদা ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৩॥

বৃথা নবানাং মহতীহ ধারণা,
প্রকাশিতং সর্ব্বমিদং দ্বিজাতিভিঃ।
যদেতি বুদ্ধি বিলয়ং সমেষ্যতি।
তদা ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৪॥

দদাতি সাম্যং স্বয়মেব ভোজনং,
দদাতি সাম্যং শয়নং স্বতঃ ক্ষিতৌ।
সহাসনস্বেতি মতির্যদাস্তগা
তদাভবেদুন্নতিরত্রভারতে॥ ৫॥

বয়ংহি সর্ব্বেদ্বিজকর্ম্মকারিণঃ।
ততো ভবামো দ্বিজলভ্য ভোগিনঃ।
দ্বিজেতরাধীরখিলাদ্যদাস্তগা,
তদা ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৬॥

জহাতি বিপ্রঃ স্বয়মেব বিপ্রতাং,
বিলোক্য নিত্যং বহুদোষবর্দ্ধিতাং।
বিশুদ্ধতাং যাতি মতির্যদাহ্যসৌ,
তদা ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৭॥

দ্বিজেতরশ্চাশ্রয়তীষ্টবুদ্ধিতঃ,
সমীক্ষ্য চৈতাং গুণরাজিরঞ্জিতাং।
দ্বিজাতিতাং বুদ্ধিরিয়ং যদাস্তগা
তদা ভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥ ৮॥

জীবন-শিক্ষা।

(প্রথম উপদেশ)

আয়ু কি? - শাস্ত্রকারগণ জীবিত কালকে আয়ু নামে অভিহিত করিয়াছেন, যদিও কালের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কিন্তু জীবনের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, সে জন্যই জীবনের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে তৎ সম্বন্ধ কালেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে বলিতে হইবে। তাই আয়ুর হ্রাস ও আয়ুর বৃদ্ধি লোকে ব্যবহৃত হইতেছে।

এ স্থলে সত্যাদি যুগের "ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি" (রামায়ণ. আ, ১০।১০) ইত্যাদ্যুক্ত ষাট্ হাজার কিংবা লক্ষ বর্ষ আয়ু বিচার্য্য নহে, পরন্তু "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" পুরুষ শত বৎসর আয়ু বিশিষ্ট, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত আয়ুই আলোচ্য, এই শ্রুতির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অধিক শতায়ু বিশিষ্ট পুরুষ, অর্থাৎ বিংশতি অধিক শতায়ু, অথবা অষ্টোত্তর শতায়ু।

বঙ্গদেশে প্রাচীনা যোষিদ্গণের ব্যবহার দেখা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রতে ৬০টা ষষ্টীর শীষ, ৬০টা বাঁশের শীষ দ্বারা একটা আঁটি বাঁধিয়া তদ্ দ্বারা পুত্রাদির মস্তকে তাঁহারা "ষাট্ ষাট্" বলিয়া জলাভিষেক করেন। এবং শিশুসন্তানেরা তালুতে স্তন্য দুগ্ধ বা জল উঠিয়া বিষম লাগিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যক্ষদেবী মা ঐ সন্তানের মাথায় "ষাট্ ষাট্" বলিয়া মুহু মুহু করাবর্ত্তন করে, এই আশীর্ব্বাদ উক্তি "ষাট্ ষাট্" এর অর্থ ১২০ বৎসর আয়ু লাভ কর।

জ্যোতির্ব্বিদ্ মহর্ষি পরাশর মানব গণের বিংশোত্তরীয় আয়ু নিরূপণ পূর্ব্বক নবগ্রহের দশা ভোগ করিয়াছেন, এবং গর্গাচার্য্য প্রভৃতিরা ১২০ বৎসরের অপচার অত্যাচারের জন্য গড়পড়তা ১২ বৎসর বাদ দিয়া ১০৮ বৎসর আয়ু ধরিয়া দশা নির্ণয় করিয়াছেন।

যাহা হউক প্রস্তাবিত বিষয় উক্ত দ্বিবিধ আয়ু (১২০ বা ১০৮) ধরিয়াই আলোচনা কর্ত্তব্য, কেন না, বর্ত্তমান সময়েও দুই এক জন ১১৫। ও ১১৮ বৎসরের লোক দেখা বা শুনা যায়।

স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্ত্বে ধৃত-বৈদ্যক সারাবলীর বচন—

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং,
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং।
এবং বিধানামিদমায়ুরত্র,
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধ মুনি প্রবাদঃ॥"

অর্থ—যাহারা শরীরের হিতকর বস্তু আহার করেন, যাহারা সচ্চরিত্র, এবং নিজ নিজ কুলোচিত বৃত্তি অবলম্বী, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে ১২০ বা ১০৮ বৎসর আয়ু নিরূপিত হইল ইহাই বৃদ্ধ মুনিগণের প্রবাদ।

তোষণীমতে আয়ুর্নিরূপণ।

পথ্যাশিনঃ স্বধর্ম্মানঃ, সৎকুলাঢ্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্বিজ দেবার্চ্চন রতাস্তেষামায়ুরুদীরিতং ॥ ১ ॥
যে পাপ লুব্ধ কৃপণা দেব ব্রাহ্মণ নিন্দকাঃ।
বন্ধুগুর্ব্বঙ্গনাসক্তাস্তেষাং মৃত্যুরকালজঃ ॥ ২ ॥

যাহারা স্বধর্ম্মে অনুরক্ত, হিতকর বস্তু আহার করে, তাহাদেরই ১০৮ বা ১২০ বৎসর আয়ু জানিবে। ১। আর যাহারা পাপী দুরাচার তাহাদেরই অকালে মৃত্যু জানিবে। ২।

শাস্ত্রানুসারে মানব দেহে চতুর্ব্বিধ কারণে রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া জানা যায়। (১) গ্রহ বৈগুণ্য দোষ জন্য। (২) পূর্ব্বজন্মের পাপের জন্য। (৩) কুপথ্যাদি অপচার নিবন্ধন বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্য জন্য। (৪) জন্মান্তরের পাপ, ও কুপথ্যাদি অপচার নিবন্ধন বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এই উভয় জনিত রোগ হইয়া থাকে।

(১) গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে চতুর্দ্দিগেই ধন নাশ রোগ ও অন্যান্য বিপৎ আরম্ভ হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে—

"দ্রব্যে গোষ্ঠেষু ভৃত্যেষু সুহৃৎসু তনয়েষু চ।
ভার্য্যায়াঞ্চ গ্রহে দুষ্টে ভয়ং পুণ্যবতাং নৃণাং ॥
আত্মন্যথাল্প পুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতিপাপিনাং।
নৈকত্রাপি হ্যপাপানাং নরাণাং জায়তে ভয়ং ॥"

অর্থ—জন্মপত্রীগণনায় সূর্য্যাদি গ্রহগণ যে পুণ্যশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধ হইয়াছে জানা যায়, তাহার রোগাদি মন্দ ফল, ধন গবাদি পশু ভৃত্যবর্গ আত্মীয় কুটুম্ব পুত্র ও ভার্য্যাতে ফলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অল্প পুণ্য বিশিষ্ট, তাহার ঐ মন্দফল নিজেরই উপরে পড়ে। আর যে ব্যক্তি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, তাহার দুষ্ট গ্রহের ফল পূর্ব্বোক্ত সকলেতেই দৃষ্ট হইবে, কিন্তু নিজে নিষ্পাপ হইলে কিছুতেই, গ্রহের মন্দফল আপনার উপরে ফলে না।

ইহার তৎপর্য্য এই—যাহার দীর্ঘায়ুর কারণ বিশেষ পুণ্য থাকে, সেই পুণ্যের বলে গ্রহদোষে নিজের অমঙ্গলটা প্রতিহত হইয়া পুণ্য রহিত বন্ধু বর্গ ও স্ত্রী পুত্রের উপরে সংক্রামিত হয়,—উহারাই গ্রহের মন্দফল ভোগ করে। অতএব উহার শান্তি অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাই—(বহ্বৃচ গৃহ্য পরিশিষ্টে) বলেন।—

"যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকং।
এবং দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণং॥"

অর্থ—যেমন অঙ্গের লৌহ কবচ শস্ত্র প্রহার হইতে রক্ষা করে, সেই প্রকার গ্রহ দোষ জন্য পীড়া প্রভৃতি বিপৎ শান্তি স্বস্ত্যয়নেই নিবারণ করে। এই প্রকারে গ্রহ বৈগুণ্য দোষের প্রতীকার করিতে হয়।

(২) পূর্ব্ব জন্মের পাপ জন্য রোগ নিবৃত্তির উপায় মহর্ষি শাতাতপ বলেন—

দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাচ্ছমং।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দ্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ॥" (১।৪)

অর্থ—জন্মান্তরের পাপজনিত মানবগণের রোগ, ইষ্টমন্ত্র জপ দেবার্চ্চন হোম ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্রমে প্রশমিত হয়।

পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মজ রোগের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

যথা শাস্ত্রঞ্চ নির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ॥"

অর্থ— যে রোগ শাস্ত্রানুসারে স্থিরতর নিশ্চিত হইয়াছে, এবং রোগানুসারে সমুচিত রূপে চিকিৎসাও করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি রোগ নিবৃত্তি হইতেছে না, সেই রোগকে "কর্ম্মজ" অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মজনিত বলে।

উক্তরূপ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা বৈদ্যক তীষটাচার্য্য করিয়াছেন—

"দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজ দেবতা গো-
গুর্ব্বর্চ্চন প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
ইত্যুক্ত পুণ্য নিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ
প্রাক্ পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রয়ান্তি॥"

অর্থ—যদি প্রাগ্ জন্মের পাপ জনিত রোগ উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তবে তাহা প্রায়শ্চিত্ত প্রাণিবর্গে দয়া ব্রাহ্মণ দেবতা গো গুরু পূজা প্রণাম এবং উগ্রতপস্যা প্রাণায়ামাদি পুণ্য সমূহ দ্বারা প্রশমিত হয়।

(৩) কুপথ্যাদি অপচার নিবন্ধন বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্যজনিত রোগের লক্ষণ মহর্ষি শাতাতপ বলেন—

"যথা নিদানং দোশোত্থঃ, কর্ম্মজো হেতুভির্ব্বিনা।
মহারম্ভোঽল্পকে হেতাবত্তিমো দোষ কর্ম্মজঃ॥"

অর্থ—বৈদশাস্ত্রে বাত পিত্ত ও কফের নাম "দোষ।" যে কোনও প্রকার অপচার—অহিতকর অন্ন পানাদি কারণে রোগ জন্মে, ইহাকে—দোষজ রোগ কহে; এই দোষজ রোগকে পাপজও বলে, কেন না নিজের বুদ্ধি দোষে অহিতাচরণ—যেমন কেহ জানিয়া শুনিয়া অসহ্য রৌদ্র ভোগ করিল, বা এক শত ডুব দিল, এই অপরাধ—পাপে জ্বর হইল, এই জ্বরকে দোষজ বা পাপজ বলে। আর বিনা কারণে, কোথাও কিছু অপচার বা অত্যাচার করা হইল না, কিন্তু অচিকিৎস্য ব্যাধি হইল, এই ব্যাধিকে "কর্ম্মজ" (অর্থাৎ প্রাগ্‌জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফলে জন্মিয়াছে) কহে। এবং সামান্য একটুকু কারণে উৎপন্ন সাংঘাতিক রোগকে "দোষ-কর্ম্মজ" কহে। এই দোষ কর্ম্মজ রোগটা কতকটা বাত পিত্ত শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং জন্মান্তরের দুষ্কর্ম্মের ফল এতদুভয় জন্য জানিবে। উক্ত দোষজ রোগের কারণ তিন প্রকার—

"স্বহেতু দুষ্টৈরনিলাদিদোষৈ রুপপ্লুতৈঃ স্বযু পরিষণলম্ভিঃ।
ভবন্তি যে প্রাণভৃতাং বিকারাস্তেদোষজা ভেষজ শুদ্ধিসাধ্যাঃ॥"

(মলমাস তত্ত্ব)

অর্থ—আপন আপন অনিয়ম অপচার কারণের দোষে দৈহিক বায়ু পিত্ত কফ দূষিত ও পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া যেই মানবের রোগ জন্মায়, সেই "দোষজ" রোগ ঔষধ সেবনেই নিবৃত্ত হয়। অপিচ—

"পাপজঃ প্রশমং যাতি ভৈষজ্য সেবনাদিনা॥" (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

অর্থ—পাপজ অর্থাৎ দোষজ রোগ ঔষধ সেবনেই প্রশমিত হয়।

(৪)—দোষ-কর্ম্মজ রোগ, ইহার লক্ষণ "যথানিদানং" এই বচনেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার এই রূপ—

"দানাদিভিঃ কর্ম্মভি রৌষধীভিঃ কর্ম্মক্ষয়ে দোষ পরিক্ষয়ে চ।
সিধ্যন্তি যে যত্নবতাং কথঞ্চিত্তে কর্ম্মদোষপ্রভবা গদাস্তু॥"

অর্থ—প্রায়শ্চিত্ত শান্তি স্বস্ত্যয়ন জপ তপস্যা দ্বারা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইলে, এবং ঔষধ সেবনে বায়ু পিত্ত ও কফের বৈষম্য বিনষ্ট হইলে, "কর্ম্ম দোষজ" অর্থাৎ উভয়জ রোগের চিকিৎসা হয়, কিন্তু ইহা বিশেষ যত্ন করিলে কোনও প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে, উক্ত প্রকার রোগকে কর্ম্মদোষজ কহে।

এতদ্ব্যতীত মহামারী রোগে বা যুদ্ধাদিতে আয়ু থাকিতেও মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে. ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একটা আশঙ্কা পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আশঙ্কাটা এই—

"মানব অদৃষ্টের অধীন, তন্নিবন্ধন তাহাদের মৃত্যুটাও অদৃষ্টানুসারে নিয়মিত সময়েই হওয়া উচিত, যুদ্ধাদিতে এক সময়ে সহস্র সহস্র প্রাণীর অকালে মৃত্যু কেন হয়? এজন্য উক্ত ঋষি বলেন—

"বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণ সংক্ষয়ঃ॥" (প্রায়ঃ ১৬৫)

অর্থ—যেমন দীপবৃক্ষে বর্ত্তি তৈলপূর্ণ শত শত প্রদীপ এক সময়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া শোভিত হয়, তৎপরে যদি প্রবল বেগে হঠাৎ সমীরণ প্রবাহিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রদীপ নির্ব্বান হইয়া যায়, সেইরূপ, এক সময়ে রথি, সারথি, পদাতি, বাজি, কুঞ্জর বর্গেরও যুদ্ধরূপ কারণে অকালে মৃত্যু অবশ্যই হওয়া অসম্ভব নহে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মলমাস তত্ত্বে বলিয়াছেন—

"যথা ত্ববিকল বর্ত্ত্যাদি সত্ত্বে প্রচণ্ড বাতাদিনা দীপনাশ স্তথা সত্যপ্যায়ুষি অশুভ কর্ম্মবশা ন্নৌকা(*) দুর্গবর্ত্ম যুদ্ধা পথ্যাশিত্বাদিনা প্রাণ নাশঃ॥"

অর্থ—যেমন অবিকল বর্ত্ত্যাধার বর্ত্তি এবং তৈল থাকিতেও প্রচণ্ড বাতাঘাতে দীপ নষ্ট হয়, সে প্রকার আয়ু সত্ত্বেও কোনও অশুভ কর্ম্ম যোগে নৌকামগ্ন দুর্গম পথ যুদ্ধ কুপথ্য-বিষাদি ভক্ষণে অকালে মৃত্যু ঘটে। উক্তরূপ অকাল মৃত্যু সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে, মহামারী নৌমগ্ন ও যুদ্ধে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দুই একটী বাঁচিয়াও যায়, তাহার কারণ অনির্ব্বচনীয় অনমুমেয় কিছু একটা হইবে, তাহা শাস্ত্র যুক্তি বা বুদ্ধি গম্য নহে।

বর্ত্তমান সমাজে আয়ু সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যভিচার (†) দৃষ্ট হইতেছে, ১ কারণ ব্যভিচার, ২ কার্য্য ব্যভিচার। কারণ সত্ত্বে কার্য্য না থাকাকে কারণ ব্যভিচার কহে, আর কারণ অসত্ত্বে কার্য্য থাকাকে কার্য্য ব্যভিচার কহে।

যেমন ব্যভিচার দুই প্রকার, তেমনি বর্ত্তমান সমাজে হিন্দুও দুই প্রকার দেখাযায়, (১) ইংরেজী ধরণের হিন্দু, এবং (২) প্রাচীন ধরণের হিন্দু। ইংরেজী রীতির হিন্দুগণ প্রায়ই সরোগ এবং অল্পায়ু। আর প্রাচীন রীতির হিন্দুগণ প্রায় নীরোগ দীর্ঘায়ু।

ইংরেজী ধরণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বল পুষ্টিকর, ঘৃত, মাংস, দুগ্ধ, লুচি প্রভৃতি বস্তু পরিমিত সময় পরিমিত মানে আহার করেন, পরিষ্কার উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান

(*) রঘুনন্দনের "অশুভ কর্ম্ম বশাৎ" কথাটা যেন সঙ্গত বোধ হইল না, এক সময়ে সকলেরই কি মৃত্যুজনক অশুভ কর্ম্ম ঘটিয়া থাকে?

(†) "উক্ত ভঙ্গো ব্যভিচারঃ"। ন্যায় শাস্ত্র, কথিত নিয়মের অন্যথাকে ব্যভিচার কহে। কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, এই থাকিল নিয়ম, কিন্তু যদি কোথাও কারণ থাকিলেও কার্য্য না হয়, তবেই ব্যভিচার হইল।

করেন, উত্তম যান বাহনে গমনা গমন করেন, টানা পাখার বায়ু সেবন করেন, গড়ের মাঠে পাদচরণ করেন, দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকায় বাস করেন, মনঃপ্রীতিকর গীতবাদ্য নাট্যাদি শ্রবণ দর্শনে কালাতিবাহিত করেন, এ সমস্ত আয়ু ও স্বাস্থ্যের প্রকৃত কারণ সত্বেও আয়ু ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে না, ডাক্তারের নিত্য পূজা করেন, তথাপি ৫০৫৫ বৎসরের মধ্যেই লীলা সাঙ্গ, এইত কারণ ব্যভিচার। আবার প্রাচীন ধরণেরভদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণেরা উহার বিপরীত আচরণ করেন—ইহারা প্রায়ই দরিদ্র, ভিক্ষোপজীবী, আপন গৃহে বলপুষ্টি-কর ঘৃত, দুগ্ধ, মাংসাদি নিত্য ভোগ করিতে অসমর্থ, না আছে সময়ের নিয়ম, না আছে খাদ্য দ্রব্যের নিয়ম, কোন দিন কাঁচকলা ভাতে, বা শাকান্ন, কোন দিন সকালে, কোন দিন বা কার্য্যানুরোধে বৈকালে, আহার করেন, কিন্তু ৭০।৮০ বৎসর বয়সেও নিমন্ত্রণ ভোজন করিতে বসিয়া, শাক হইতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে আকণ্ঠপূর্ণ ভোজন করিতে পারেন, এক দিস্তা দেড় দিস্তা লুচি, দশ বারো গণ্ডা রসগোল্লা হাঁসিতে হাঁসিতে উদরসাৎ করিয়া ফেলেন। উপর্য্যুক্ত আয়ু ও স্বাস্থ্যের কারণ কিছুই নাই, অথচ কার্য্যভূত আয়ু এবং স্বাস্থ্য ইহাদের বিলক্ষণ আছে, ইহারা অনেকেই সুস্থ, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু, ইহ জন্মে বৈদ্য বা ডাক্তারের নিত্য পূজায় পরাঙ্মুখ, এইত প্রাচীন রীতিতে হিন্দু ভদ্রের কার্য্য ব্যভিচার দেখান হইল।

অতএব এ স্থলে একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিবার বিষয় হইতেছে যে, কোন্ প্রতিবন্ধকে আয়ু ও স্বাস্থ্যের কারণ থাকিতেও নব্য শিক্ষিত গণের শতায়ু ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতেছে না? আর এমন কি গুরুতর কারণের বলে প্রাচীন রীতির হিন্দুগণের প্রতিবন্ধক থাকিতেও দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে?

অতএব ১২০ বৎসর আয়ু সম্বন্ধে একটুকু বুঝিবার আছে—তাহা এই—মানবের আয়ুটা কি নিয়ত? না অনিয়ত? এবং মৃত্যুটা কাল মৃত্যু? না অকালমৃত্যু? এ সম্বন্ধে অনেকানেক শাস্ত্রেই, অনেকানেক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত আছে, বিশেষতঃ শরীরতত্ত্ব বিষয়ে "চরকের" বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে, সে সকল বিচার এ স্থলে অনাবশ্যক। এ স্থলে সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তিততত্ত্ব এই মাত্র বক্তব্য যে, আয়ুর একটা বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই, আয়ু কারণ বশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক থাকিলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যেমন পাশা-পাশি দুইটী গাছই জলাভাবে মরিতে ছিল, কিন্তু যেটাতে কেহ জল দিল, সেটি বাঁচিল, যেটা জল পাইল না, সেটি মরিল। যেমন গৃহ শোভার জন্য যে চিত্রিত ঘটটা তুলিয়া রাখা হয়, সেইটা শতবৎসর তথায় রহিল, আর যেটা সর্ব্বদা ব্যবহার করা গেল, সেইটা ঘা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তোলা চিত্রিত ঘটটাও ক্রমে ক্রমে লোনা ধরিয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়িবেই, ঐ ভাঙ্গিবার কারণ একমাত্র কালই বুঝিতে হইবে, এই রূপ কাল কর্তৃক ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ মানবাদিও একদিন মরিবে, ইহারই নাম কালমৃত্যু, এই কালমৃত্যুই ১২০ বা ১০৮ বৎসরে জানিবে, এই কালমৃত্যু অপরিহার্য্য, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাঁহারও এরূপ কালমৃত্যু আছে, শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ" অর্থাৎ দেব পরিমাণে ব্রহ্মার একশত বৎসর আয়ু, এরূপ শিব বিষ্ণুরও জানিবে, ইঁহারও কালমৃত্যুর অধীন।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা জানিতেন যে, কোনরূপ অত্যাচার অনাচার না ঘটিলেও কলিযুগের মানবশরীর ১০৮ বা ১২০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে পারে না, ইহারই নাম ইদানীং কালমৃত্যু। এই কালমৃত্যুকে হটান যায় না, (১) অকাল মৃত্যুকেই হটান যাইতে পারে, অকাল মৃত্যু অর্থাৎ একশত বৎসরের এদিকে ২৩।৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সে যাহারা মৃত্যু মুখে পতনোন্মুখ, তাহাদিগের মৃত্যু দূর করিবার জন্যই যতকিছু গুহ্যেক্তোচিত প্রাণায়াম, জপ, তপস্যা, হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, মণি মন্ত্র ও মহৌষধাদি সেবনের উপদেশ শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন।

যথা বৈদ্য শাস্ত্রে—

"ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরনিবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো নিবার্য্যতে॥
একোত্তরং মৃত্যুশতং অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞঃস্যাৎ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপ হোম প্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি॥" (সুশ্রুত)

অর্থ—এই পৃথিবীতে কেহই অমর হইয়া জন্মে না, এ হেতু মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু মৃত্যুদায়ক রোগ নিবৃত্তি করা যায়।

এক শ এক প্রকারের মৃত্যু, ইহা অথর্ব্ববেদি সম্প্রদায়ের মত, তন্মধ্যে একটী মাত্র কাল মৃত্যু, তা ছাড়া অপর একশতটাই অকাল মৃত্যু।

যে সমস্ত মৃত্যু আগন্তুক, অর্থাৎ ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সে মৃত্যু, তাহা ঔষধ জপ হোম ও প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা প্রশমিত হয়, কিন্তু কাল মৃত্যু নিবৃত্ত হয় না।

চরক বলেন—

"তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ।" (বিমান,৩)

অর্থ—অতএব পূর্ব্বোক্ত বিনয়, সদাচার, জপ, তপস্যা, সন্ধ্যাবন্দন, পবিত্র আহার প্রভৃতি হিতকর আচরণই দীর্ঘায়ুর মূল কারন, ইহার বিপরীত আচরণই অকাল মৃত্যুর কারণ।

এই যে নূতন একটা "পেলেগ" ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে কোন কোনও বৎসরে কোন কোন দেশ উৎসন্ন হইতেছে, তাহারও কারন মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

একই সময়ে নানা জাতীয় লোকের এক জাতীয় ব্যাধি ও তাহাতে তাহাদের ভীষণ ভাবে মৃত্যুর কারণ এই যে—

(১) ইহা অযোগীর পক্ষে।

বায়ু, জল, মৃত্তিকা ও সেই সেই দেশের কাল দূষিত হইয়াই ওরূপ দেশ সংহারক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে বায়ু দূষিত হইলে এইরূপ স্বভাব ধারণ করে, যথা—বায়ুতে অস্বাভাবিক ঋতুর গুণ, যেমন—শীতকালে সমীরণ উষ্ণ, গ্রীষ্মকালে শীতল, অতি চঞ্চল, অর্থাৎ এই বেগে বহিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাত, অত্যন্ত পরুষ যেন শরীরে আঘাত লাগে, অতি শীতল, অসহনীয় উষ্ণ, অতি রুক্ষ—অর্থাৎ যাহার স্পর্শে দেহ যেন শুকাইয়া যায়, অত্যভিষ্যন্দি—অর্থাৎ যে বায়ুস্পর্শে ঘর্ম্ম নিবৃত্তি হয় না, প্রবল বেগে প্রবাহিত, ঘূর্ণিত বায়ু, দুর্গন্ধময় বাষ্প ধূলি ও ধূমাদি যুক্ত হয়। (*)

দূষিত জল এইরূপ হয়—অতি দুর্গন্ধ, বিবর্ণ, বিস্বাদ, বিকৃতস্পর্শ, অত্যন্ত ময়লা যুক্ত, এবং মৎস্য, পক্ষী, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ যে জল ছাড়িয়া যায়, যে জলপানে তৃপ্তি বোধ হয় না, ও যে জলের শৈত্য মাধুর্য্যগুণ থাকে না, তাহাই দূষিত জল। এরূপ জল সেবনে দুরারোগ্য রোগ জন্মে। (†)

দেশ দূষিত হইলে এইরূপ স্বভাবাপন্ন হয়, যথা—মৃত্তিকার স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শ বদলাইয়া যায়, এবং ভিতরে বাহিরে ময়লা আবর্জ্জনা জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়। সর্প, মশক, পঙ্গপাল ও মূষিকের উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, শকুনি, পেচক, শৃগালাদি জন্তুতে দেশ ব্যাপ্ত হয়। উদ্যান সকল, নানাবিধ তৃণ ও উলুখড়ে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এমন কি যে দেশে কখনো যে সকল তৃণ, লতা, বৃক্ষ ও পশু পক্ষী দেখা যায় নাই, দেশ দূষিত হইলে সে সকল নূতন নূতন তৃণ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। শস্য সমস্ত শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, পবন ধূমযুক্ত হয়, মধ্যাহ্ন কালেও যেন সমস্ত দেশে সকল দিগে বায়ুর সহিত ধূমাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, যেন কোথাও গ্রাম, নগর দগ্ধ হইতেছে, এরূপ বোধ হয়। পক্ষিগণ ভীষণ চিৎকার করিতে থাকে, কুক্কুরকুল ঊর্দ্ধমুখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে, বিবিধ মৃগ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, দেশবাসী লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম্ম, সত্যকথা, লজ্জা সদাচার ও সদ্গুণ পরিত্যাগ করে, বিনা কারণে পুষ্করিণীর জল কম্পিত ও উচ্ছলিত হয়, মুহুর্মুহু ভীষণ শব্দে বজ্রপাত, উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হয়, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ রুক্ষ তাম্র বর্ণ ধারণ করে, আকাশ শুভ্র মেঘে আবৃত হয়, বিনা কারণে মানবগণ সদা সশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়। যেন কোথাও কে ক্রোদন করিতেছে, যেন অন্ধকারে চারিদিগ্ ঝাপিয়া রহিয়াছে, যেন ভূত

(*) "তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ—যথা ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতি-পরুষমতিশীতোষ্ণমতিরুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনম-সাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।" (চরক, নিদান)

(†) উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমপক্ষীণ-জলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ।" (চরক, নিদান)

প্রেতগণ বেড়াইতেছে, এবং বিকট শব্দ শুনা যায় ইহা দূষিত দেশের লক্ষণ, ইহাতে দেশের অমঙ্গল জানিবে। (*)

কাল দূষিত হইলে ঋতুর বিপরীত লক্ষণ, অথবা যে ঋতুর যে লক্ষণ নহে, তাহার অতিরিক্ত লক্ষণ, অথবা তাহা হইতে অল্প লক্ষণ যুক্ত হইয়া থাকে, যেমন শীতের সময় শীত না হওয়া, বর্ষার সময় বর্ষা না হওয়া ইত্যাদি, এই রূপ হইলে দেশের অমঙ্গল হয়। (†)

যখন দেশ উৎসন্নে যাইবার হয়, তখন প্রথমে বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ু স্পর্শে জল দূষিত হয়, ঐ জলের সংশ্রবে দেশ দূষিত হয়, দেশের সংস্পর্শে কাল পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া থাকে। (‡)

এখন এই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কি কারণেই বা এই বায়ু জল ও দেশ দূষিত হয়? বরং বায়ু, জল, দেশ ও কালকে যদি দূষিত উপপন্ন করান যায়, তবে সেই দূষিত বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, দূষিত জল পান করিয়া, দূষিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন ফলফুলশস্যাদি ভোজন করিয়া ও দূষিত কালের সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধে মানবগণের রসরক্তাদি দূষিত হইয়া মারাত্মক দেশ ব্যাপী ব্যাধি জন্মিতে পারে। কিন্তু বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইবার মূল কারণ কি?।

এতদুত্তরে চরক বলেন—

(*) দেশঃ পুনঃ প্রকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শক্লেদবহুলং উপসৃষ্টং ব্যালমশকমক্ষিকা-মূষকোলূকশ্মাশানিকশকুনজম্বুকাদিভিঃ। তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলং অপূর্ব্ব-বদাপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং প্রধ্মাত-পতত্রিগণং উৎক্রুষ্টশ্বগণং উদ্‌ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগ-পক্ষিসঙ্ঘং। উৎসৃষ্টস্বধর্ম্মসত্যলজ্জাপরগুণজনপদং। শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রতপ্তোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পমতিভয়ারাবরূপং। রুক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্ক-চন্দ্রতারকং। অভিক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব। সত্রাসরুদিতমিব। সতমস্কমিব। গুহ্যকা-চরিতমিব। আক্রন্দিত শব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।" (চরক, নিদান স্থান)

(†) "কালং খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাৎ বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ"। (চরক, ৩ অধ্যায়ে)

‡ "বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥"

(চরক, বিমান, ৩ অধ্যায়ে)

বায়ুাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্যমূলমধর্ম্মঃ।" (চরক, বিমান, ৩)

অর্থ—বায়ু, জল, দেশ ও কাল দূষিত হইবার মূল কারণ, দেশবাসিজন গণের অধর্ম্ম।

উক্ত শরীরতত্ত্ববিৎ চরকের বচনে বুঝিতে হইবে যে—যখন একটা মহা-দেশই, দূষিত বায়ু জল মৃত্তিকা ও কালের সংসর্গে ধ্বংস মুখে ধাবিত হইতেছে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিগত রোগ ও অল্পায়ুর কারণও অধর্ম্মই, ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

এখন পূর্ব্বোক্ত কারণ-ব্যভিচার, ও কার্য্য-ব্যভিচার দোষের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যখন নব্য শিক্ষিতের ঘৃতাদি সেবন রূপ কারণ সত্ত্বে ও আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু রূপ কার্য্য হইতেছে না, তখন অবশ্যই ইহার মধ্যে কোনও গুরুতর একটা প্রতিবন্ধক, বাধা আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, তা না হইলে কারণ থাকিতে কার্য্য হইবে না কেন?

এবং প্রাচীন শিক্ষিত দিগের মধ্যে ঘৃতাদি সেবন রূপ কারণ না থাকিতেও যখন আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু রূপ কার্য্য হইতেছে, দেখা যায়, তখন বলিতে হইবে যে অবশ্যই ইহাদের ভিতরে এমন একটা প্রবল প্রচ্ছন্ন কারণ আছে যে মোটা মুটা ঘৃতাদি সেবন কারণ না থাকিলেও, অভ্যন্তরে এমন কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণ আছে যে তাহাতেই কার্য্যোৎপন্ন হইতেছে, তাহা না হইলে বিনা কারণে কার্য্য হওয়া এ কথাটা "আকাশ কুসুমবৎ" হইয়া পড়ে। এই জাতীয় বি-সদৃশ ঘটনা স্থলে শাস্ত্রকারেরা "অন্বয়" ও 'ব্যতিরেক''-দ্বারা তথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

"অন্বয়' কি? না, যে থাকিলে যে কার্য্য হয়, ইহার নাম "অন্বয়" (*) যথা.. প্রদীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, এই অন্বয় প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে যে প্রকাশ কার্য্যের প্রতি প্রদীপই কারণ। এবং যে না থাকিলে যাহা না হয়, তাহা তাহার "ব্যতীরেক" যথা প্রদীপ না থাকিলে প্রকাশ হয় না, অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রকাশ কার্য্যের প্রতি প্রদীপই কারণ। এই অন্বয় ও ব্যতি-রেক দ্বিবিধ ভাব দ্বারা অব্যভিচরিত রূপে কারণ ও কার্য্য নিশ্চয় হইয়া থাকে।

অতএব প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা কার্য্য উপপন্ন করিতে হইবে, তাহা এই রূপ—

(*) "তৎ সত্ত্বে তৎ সত্ত্বং অন্বয়ঃ। তদসত্ত্বে তদসত্ত্বং ব্যতিরেকঃ।" (ন্যায়শাস্ত্র)

নব্য শিক্ষিতগণের আয়ুষ্কারণ ঘৃতাদি সেবন থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মোচিত সদাচার ইত্যাদি নাই, আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুও নাই। আর প্রাচীন শিক্ষিতগণের আয়ুষ্কারণ ঘৃতাদি সেবন না থাকিলেও হিন্দু ধর্ম্মোচিত সদাচার ইত্যাদি আছে, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবনও আছে। অতএব অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা নিশ্চয় হইল যে, আরোগ্য ও দীর্ঘ জীবনের প্রতি নিজ নিজ সদাচার ইত্যাদিই একমাত্র মূল কারণ। (সদাচার যে আয়ুষ্কর তাহা পরে বিবৃত হইবে)

নব্য শিক্ষিতগণ মনুষ্য মাত্রের আচরণীয় সামান্য ধর্ম্ম-(*) অহিংসা সত্য অস্তেয় দান শান্তি অপৈশুন্য ইত্যাদি রহিত নহে, পরন্তু বিশেষ বিশেষ জাতি ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও দেশ ধর্ম্মাদির ভাব অনেকটা তাহাদের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

অধুনা ধর্ম্ম বিপ্লবের সময়েতেও দুই প্রকার ধর্ম্মভাব সমাজে দৃষ্ট হয়, তন্নি-বন্ধন ধার্ম্মিকও দুই প্রকার। হিন্দুরীতি ও ইংরেজী রীতির দ্বারা, সেই সেই ধর্ম্মমূলক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যও সৎকুলোৎপন্ন হিন্দুগণের নিত্য সহচর হইয়া পড়িয়াছে।

শুনিতে পাই—এখন ইংরেজী ধরণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা প্রাতে ৭।৮ টার সময় জাগিয়া লালাক্লিন্ন পর্য্যুসিত মুখে "চা" "বিস্কুট" খাইবে, চুরুট্ টানিতে টানিতে সংবাদ পত্র লইয়া পায়খানায় বসিয়া তাহা পড়িবে, ইহাই তাহাদের ভদ্রতার লক্ষণ। কিন্তু দেখিতে পাই প্রায়ই তাহারা রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ৫০।৫৫ বৎসরের মধ্যেই জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া যান। (এই সকল কার্য্য যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ তাহা পরে বিবৃত হইবে)

কিন্তু ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন বিধানার্থ ঋষিদের আদেশ উহার বিপরীত। যথা—

সুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভার্থ অতি প্রত্যুষে জাগিয়া শয্যায় পদ্মাসনে উপ-বিষ্ট হইয়া গুরুর উপদেশানুসারে মস্তকে অতি বিস্তৃত শুক্লবর্ণ জলার্দ্র সহস্রদল পদ্মাদি চিন্তা করিবে, (†) ইহাতে নিদ্রাবস্থায় বিচলিত অব্যবস্থ ঘূর্ণিত মন স্থির

(*) "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য আচার, ১২২)

(†) "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীর চিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥" (স্মৃতি)

হয়, বুদ্ধি কর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করে, ইন্দ্রিয়বর্গ সবল ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়. এবং শিরোগত যাবতীয় রোগ ও কেশ রোগ বিদূরীত হয়, অধিক কি বলিব? গাঢ় ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে সূক্ষ্মরূপে পদ্মের সদ্‌গন্ধ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে।

শয্যায় বসিয়া ওরূপ চিন্তা পূর্ব্বক প্রাতঃ শয্যাকৃত্য শেষ করিয়া পায়খানায় যাইবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে "অগ্নিসার" নামক গৃহস্থের উপযোগী "ধৌতি" ক্রিয়া করিবে। তাহাতে উদরাময় থাকে না, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। (*)

বেদের আদেশ এই যে—

প্রত্যূষঃ কালের সমীরণ মধুময়, জল মধুপ্লুত, পৃথিবীর ধুলি মধুসিক্ত, পুষ্প-বৃক্ষাদি মধুযুক্ত হয় (†) সুতরাং মধু যেমন ত্রিদোষঘ্ন বল পুষ্টি আয়ুর্বর্দ্ধক, উষা কালের বায়ু জল মাটি ও বৃক্ষাদিও তেমনি ত্রিদোষ নষ্ট করে, বল পুষ্টি আয়ু বৃদ্ধি করে। সেই হেতু প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচাদি প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপনান্তে পুষ্প-চয়নচ্ছলে বৃক্ষাদি হইতে মধুময় তেজ সংগ্রহ করা যায়, এবং ফল পুষ্প ও পত্রাদি ঈশ্বরার্থ চয়ন করিতেছি, স্বার্থ নহে—এইরূপ বুদ্ধিতে ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিতে পারা যায়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তর্কে বুঝান নিষ্প্রয়োজন। (‡)

অতএব বুঝিতে হইবে যে, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যের মূল কারণ নিজ নিজ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমূলক সদাচার, এতদ্বিপরীত অধর্ম্ম ও অসদাচারই অল্পায়ু ও অস্বাস্থ্যের কারণ, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় কর্ত্তব্য নহে।

ইতি জীবন শিক্ষার আয়ু ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রথমোপদেশ।

(*) "নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসার এসা ধৌতির্যোগিনাং প্রাণদায়িনী।
উদরাময়কং হত্বা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ॥" (গ্রহযামল)

(†) "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ,
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ম্মধুনক্তমুতোষসঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ, ১ অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৮শ বর্গ)

(‡) "অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহংহেন্দ্রিয়ং।
অভ্যাস যোগেন ততো বৈরাগ্যেনাপি গৃহ্যতাং॥" (গীতা)

দ্বিতীয়োপদেশ।

ধর্ম্ম, সদাচার ও সচ্চরিত্রতা।

ধর্ম্ম কি? এসম্বন্ধে দার্শনিক কণাদ ঋষি বলেন—

"যতোঽভ্যুদয়-নিশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"

অর্থ—যাহা হইতে আত্মোন্নতি ও পরম মঙ্গল (মুক্তি) সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম।

কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, তাই মনু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥" (২।১২)

অর্থ—বেদ স্মৃতিশাস্ত্র সজ্জনের আচার এবং আত্মার প্রিয়—অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান করিতে মনে কোনও রূপ দ্বিধা থাকে না, তাহাই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণ, অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কয়েকটাই প্রমাণ।

এই ধর্ম্মের মূল কি? তাহা স্পষ্ট করণোদ্দেশে মনু বলিলেন—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতি শীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" (২।৬)

অর্থ—সমগ্র বেদ, বেদবিৎ ঋষিগণের রচিত স্মৃতি, ও তাহাদেব রাগ দ্বেষাদি দোষ শূন্য চরিত্র, সজ্জনের আচার এবং আত্মপ্রসাদ, এই সকলই ধর্ম্মের মূল প্রমাণ।

তাহাই বা কি কি? ইহা ভাবিয়া বলিলেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" (৬।৯২)

অর্থ—ধৃতি, ধৈর্য্য, প্রসন্নতা, অর্থাৎ ধনাদি ক্ষয়ে বা প্রিজন বিয়োগে চিত্তের অবিকৃতি। ক্ষমা—নিগ্রহের শক্তি থাকিতেও পরের অপরাধ সহ্য করা, অর্থাৎ কেহ অপকার করিলে তাহার প্রতি অপকার না করা। দম—ঔদ্ধত্য না থাকা,—ধনাদি জনিত প্রগল্‌ভতা ত্যাগ অর্থাৎ বিকারের হেতু সত্ত্বেও চিত্তের অবিকার। অস্তেয়—অন্যায় ভাবে পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা। শৌচ—আহারাদি শুদ্ধি। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—অসদভিপ্রায়ে পরস্ত্রী দর্শনাদি হইতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

বারণ। ধী—শাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞান। বিদ্যা—আত্মা কাহাকে বলে, অনাত্মা কাহাকে বলে ইহার জ্ঞান। সত্য—বাক্য ও মনের যথার্থতা অর্থাৎ অবিকল মনের অনুরূপ বাক্য বলা। অক্রোধ—ক্রোধের কারণ থাকিতেও ক্রোধ না করা, এই দশটাই সাধারণ ধর্ম্মের লক্ষণ'—

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও ইহাই বলিয়াছেন যথা—(আচারাধ্যায় ১২২)

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং॥"

অর্থ—অহিংসা—প্রাণিপীড়ন না করা (বৈধ হিংসা দোষের নহে)। দয়া—পরদুঃখ মোচনেচ্ছা। দান—ধনাদির ত্যাগ। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বের শ্লোকার্থে বলা হইয়াছে। এই যে ধর্ম্ম উক্ত হইল, তাহা সাধারণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যুবা বৃদ্ধ সকলেরই এই সকল সামান্য ধর্ম্ম। যাহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তাহা চণ্ডালের নয়, যাহা বৃদ্ধের তাহা শিশুর নয় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম পরে ব্যক্ত হইবে। ধর্ম্ম কি' তাহা ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও পরে প্রকাশ পাইবে।

এখন বুঝা গেল অধর্ম্মই, এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র দেহ পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মই তাহা দিগকে প্রকৃতিস্থ বা পবিত্র রাখেন, ইহাও অনায়াসেই বুঝা গেল। ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেক রূপ প্রমাণ দ্বারা বলা হইল সুতরাং ইহা অপ্রমাণ্য নহে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মও অধর্ম্মের যে পরস্পর এতাদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ "ধর্ম্ম" এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচারে দেখা যায়—(বস্তু মাত্রং ধ্রিয়তে যেন, ধরতি বা যঃ স ধর্ম্মঃ) ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ। মন্ প্রত্যয়ের অর্থ করণ বা কর্ত্তা। অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধৃত হইতেছে বা যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। ঠিক্ ইহার বিপরীত অধর্ম্ম, অর্থাৎ অধঃ পতিত হয় যদ্দ্বারা বা যে ধরিয়া রাখিতে পারে না তাহাই অধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে ধর্ম্মই জগৎ পবিত্র রাখে, অধর্ম্মই দূষিত করে, যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন, তিনি যে ক্ষুদ্র দেহটি ধারণ বা প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন তাহাতে বিচিত্রতা বা সন্দেহ কিছুই হইতে পারে না। আবার অধর্ম্মই যে তাহাকে দূষিত করে তাহাতেও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তি উত্তম প্রজা লাভ করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ দূরীভূত হয়। ধর্ম্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ জানিবে। ১

অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলেন:—

জ্ঞান, ধন, শরীরের সামর্থ্য, আরোগ্য, সৎকুলে জন্ম, এবং মুক্তি এই সকল ধর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে। ২

যে ব্যক্তি একান্ত ধন বৃদ্ধির ইচ্ছা করিবেন, তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মই আচরণ করিবেন। ধর্ম্ম ভিন্ন ঐশ্বর্য্য কিছুতেই হইতে পারে না। ৩

মনুষ্য ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে, স্বর্গ লাভ করেন। ৪

জীবন অনিত্য বিধায় শৈশবেই ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। ফল পাকিলে যেমন সর্ব্বদা পতনের ভয় হইয়া থাকে, সেরূপ বয়ঃ হইলে জীবের মৃত্যুর ভয় অনিবার্য্য। ৫

কামনা সিদ্ধি, কিম্বা কার্য্যান্তরের অনুরোধে, অথবা বিপৎপাতেও ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; মনুষ্যের ধর্ম্মই ইহলোকে কিংবা পরলোকে একমাত্র আশ্রয়। ৬

একটি দিনও যদি ধর্ম্মকার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে যিনি সজ্জন, তিনি দস্যু কর্ত্তৃক ধনাদি অপহৃত হইলে যেরূপ কাঁদিতে থাকে, সেরূপ ক্রন্দন করিবেন। ৭

ত্রিবর্গানুষ্ঠান ব্যতীত যাহারা দিনাতিপাত করিয়া থাকে, তাহারা লৌহকারের ভস্ত্রার ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সত্ত্বেও যেন মৃত মধ্যেই পরিগণিত। ৮

১। ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠাঃ প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণৌ ব্রতখণ্ডে ১ম অধ্যায়ে ॥ ১

২। বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম নিরোগিতা।
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২

৩। অর্থসিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
নহি ধর্ম্মাদৃতৈশ্বর্য্যং স্বর্গলোকাদিবামৃতং ॥ ৩

৪। ধর্ম্মং চিন্তয়মানোহি যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
ততঃ স্বর্গমবাপ্নোতি ধর্ম্মস্যৈতৎ ফলং বিদুঃ ॥ ৪

৫। বাল এব চরেদ্ধর্ম্ম মনিত্যং জীবিতং যতঃ।
ফলানামিব পক্বানাং শশ্বৎ পতনতো ভয়ং ॥ ৫

৬। ন কামান্নচ সংরম্ভা ন্নোদ্বেগা দ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
ধর্ম্ম এব পরে লোকে ইহ চৈবাশ্রয়ঃ সতাং ॥ ৬

৭। একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে দিবসে ধর্ম্ম বর্জ্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতস্যেব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশং ॥ ৭

৮। যস্য ত্রিবর্গ-শূন্যস্য দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ৮

ইতি চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণৌ ভারতং।

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতেই কাম, এবং ধর্ম্ম হইতেই পরব্রহ্ম লাভ হয়, অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ৯

উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে ধর্ম্মে অস্খলিত থাকিতে হইবে। নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে শত শত চেষ্টাতেও অভিলষিত ফল লাভ হইবে না। ১০

যেমন ভেকগণ নিপানে, (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) পক্ষিগণ রসালফলে স্বতই পতিত হয়, সেরূপ ধার্ম্মিক জনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্তসম্পৎ স্বতই উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১

ধর্ম্ম হইতে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও ধর্ম্মই আচরণ করিবে। ১২

ধর্ম্ম নাশ করিলে সেই নষ্ট ধর্ম্মই মনুষ্যকে বিনাশ করে, এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, রক্ষিত ধর্ম্মই রক্ষা করে। অতএব ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না। ধর্ম্ম নষ্ট না করিলে, ধর্ম্মও কাহাকেও নষ্ট করে না। ১৩

১৪। ধর্ম্মানুষ্ঠানে উন্নতি ও অধর্ম্মানুষ্ঠানে অধোগতি লাভ হয়। (পূর্ব্বে ভারতের উন্নতি, এবং ইদানীং অধোগতির কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জানিবে)

৯। ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোঽভিজায়তে।
ধর্ম্ম এব পরং ব্রহ্ম তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥ ৯

ইতি চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

১০। কামার্থৌ লিপ্সমানস্তু ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
নহি ধর্ম্মাদৃতে কিঞ্চিদ্দুষ্প্রাপ মিতি মে মতিঃ॥ ১০

১১। নিপানমিব মণ্ডূকা রসপূর্ণমিবাণ্ডজাঃ।
শুভকর্ম্মাণ মায়ান্তি বিবশাঃ সর্ব্বসম্পদঃ॥ ১১

ইতি তত্রৈব বেদব্যাসের মত।

১২। ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ যস্মাদুভয়মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য ধর্ম্মমেব সমাচরেৎ॥ ১২

ইতি তত্রৈব স্কন্দপুরাণ।

১৩। ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥ ১৩

ইতি মনু।

১৪। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
... ... "॥ ১৪

ইতি সাংখ্যকারিকা ৪৪ শ্লোক।

১৫। এবং অথর্ব্ববেদে বলেন:—

ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে ধন, পুত্র ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৫

১৬। এবং যজুর্ব্বেদ বলেন:—

যিনি ধর্ম্মে অনুরক্ত, তিনি প্রজা সমূহের রাজা হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"স্বল্প মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা)

অর্থ—এই আর্য্যধর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার শক্তিতে অতিমাত্র ভয় হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

বেদবিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধপ্রভৃতিরাও ধর্ম্মের অপূর্ব্বশক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মশক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মতঃ—

১৭। আমি ধর্ম্ম শ্রবণ করিব, আমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত, ধর্ম্ম হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, ধর্ম্মই সম্পৎ ও সুখের মূল কারণ ॥ ১৭ ॥

খ্রীষ্ট মতঃ—

ধর্ম্মই ঈশ্বর লাভের উপায়। (বাইবেল ৫ অধ্যায় ২০ শ্লোক)

ধার্ম্মিক লোক জগতে সূর্য্যের সমান প্রকাশ পায়। (বাইবেল ১৩ অধ্যায় ৪৩ শ্লোক)

মহম্মদীয় মতঃ—

এই ত্রিজগতের পালক এক জনই আছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাতা নাই, অন্তরাত্মাতে ঈদৃশ যে চিরস্থায়ী দৃঢ় বিশ্বাস-ক্ষণ কালের জন্যও সন্দেহে বিচলিত না হওয়াই ধর্ম্ম বা "ইমান" বা "দীন" অথবা "ইসলাম" নামে অভিহিত। (কোরাণ ২৬ সে পারা, অহ্কাফ্ সুরা, ২ রুকু, ১ আয়ত)

এবং নিঃসন্দেহাত্মা ধার্ম্মিক ঈশ্বরের নাম শুনিবা মাত্রই চকিত ভাবে বিস্ময়ের সহিত তাঁহার বিভূতি চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকেন। জ্ঞান চক্ষুতে

১৫। "ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং।
ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্মৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি॥"

ইতি অথর্ব্ব বেদে ১৮।৩।১।

১৬। "জজ্যাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধর্ম্মোঽস্মি বিশি রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

ইতি শুক্ল যজুর্ব্বেদে ২০।৯।

১৭। ধম্ম মেব শুনিস্সামি ধম্মে মে রমতি মনো। নাহি ধম্ম দপরম্পি ধম্ম মূলস্মি সম্পদাস্তি॥ (ইতি সরস বাহিনী পুস্তকে বধূ আদি॥ ১৭)

সর্ব্বত্রই তাঁকে দেখিতে পান। তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। এক মাত্র ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপাসনা করেন, এ হেতু জগতে ভীত হন্ না। কোন ও প্রাণী তাহার ভয় উৎপাদন করিতে পারে না। সকল জীবই তাহাকে বন্ধুবৎ দেখে। তিনি অল্প কিম্বা বহু যাহা পান তাহাই বিতরণ করেন। কিছুই সঞ্চয় করেন না। এবংবিধ পুরুষই ধার্ম্মিক বা "মোমেন" "অলি" অথবা "প্রিয়" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (কোরান ৯ সেপারা, আন ফালসুরা, ১ রুকু ৩ আয়ত)।

ধর্ম্মদ্রোহির প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন না। (সুরা হজ্ব, রুকু ৫ আয়ত ৫)।

এবং সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বর সেই ধার্ম্মিকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। (সুরা হজ্ব, রুকু ৬। আয়ত ১০) (৪১)।

এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম দ্রোহী, তাহাকে আমি (ঈশ্বর) শাসন করি, এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকি। (সুরা হাম, সজ্বদা রুকু ৪ আয়ত ৭)॥ (*)

এখন দেখা গেল নাস্তিক ব্যতীত সকলেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐকমত্য আছে, অর্থাৎ সকলেই ধর্ম্ম মানেন এবং অধর্ম্মকে ভয় করিয়া থাকেন॥

এইত গেল ধর্ম্ম শক্তির কথা। এখন অধর্ম্মের ও যে দুঃখদায়িনী শক্তি আছে, তাহা ধর্ম্ম শক্তি ব্যাখ্যা দ্বারা ও প্রকারান্তরে ব্যক্ত হইয়াছে।

অধর্ম্ম শক্তি বিষয়ে ও অনেকানেক প্রমাণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখানে কেবল দুই একটী প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

(ক) অধার্ম্মিক গণের আশু উন্নতি ও খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদিতে সুবিধা দেখিয়া, এবং স্বধর্ম্মে আপাততঃ অসুবিধা দেখিয়া অধর্ম্মাচরণে মনো নিবেশ করিবে না। মহাভারত আদি। ৮০।২—।

এসম্বন্ধে মনু বলেনঃ—(৪ ১৭১—১৭৪)

(খ) অধর্ম্মাচরণে মনুষ্য প্রথমতঃ বর্দ্ধিত হয়। তারপর লোকে খ্যাতি

(*) ধর্ম্মশক্তি বিষয়ে শ্রুতি পুরাণাদির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ বৃদ্ধি ভয়ে আর অধিক দেওয়া হইল না।

(ক) ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং। মহাভারত, আদি। ৮০।২।

(খ) অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। তৎপর শত্রু পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু অবশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥

(ক) শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ কর্ম্মই রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য ও নরকের কারণ॥

পূর্ব্বে মাত্র দেশ কাল ও জাতি নির্ব্বিশেষে সাধারণ ধর্ম্ম অহিংসাদি বিষয়ই বলা হইয়াছে, কিন্তু তদ্ব্যতীত দেশধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম ব্যক্তিধর্ম্ম ও যোষিদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অনেক প্রকার আর্য্য ঋষিগণ শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, বিস্তৃতভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। কিন্তু তাহাও দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যের হেতু বিধায় অবশ্য পালনীয়, ইহা সদাচার প্রকরণে উক্ত হইবে।

মহর্ষি মনু দেশ কাল ও জাতি নির্ব্বিশেষে ধৃতি ক্ষমা ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম্ম দশ বিধ বলিয়াছেন, আবার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বলিবার অভিপ্রায়ে সদাচার ও ধর্ম্মকে সকলের শীর্ষ স্থানীয় বলিলেন—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥" (১।১০৮)

অর্থ—সদাচার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে, অতএব সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই সদাচার অনুষ্ঠানে যত্নবান হইবে। (*)

"এব মাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিং।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরং॥" (১।১১০)

অর্থ—যাহারা উক্তরূপ আচারে পরিনিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারাই সম্পূর্ণ রূপে অহিংসাদি ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহা দেখিয়া পূর্ব্বতন মুনিগণ সদাচারকেই সকল তপস্যার মূল বলিয়া যত্নে গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার ভ্রষ্ট হইলে কোনও ধর্ম্মেরই ফল লাভ হয় না, ইহাই

• যদি নাত্মনি পুত্রেষু নোচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥ (৪।১৭৩,—১৭৪)

(ক) অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিত কর্ম্মজঃ।
তাপাপবিচ্ছেদঃ॥

(*) "আচার মেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্ম্ম লক্ষণং॥" মহাভা, শান্তি, আপৎ, ১১১।১৩।

সত্যবাক্য ঋষিগণ বলেন—

"আচারা ল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারা দ্ধন মক্ষয্যমাচরো হন্ত্যলক্ষণং ॥
দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগীচ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ু রেব চ ॥
সর্ব্বলক্ষণ হীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ ভবেৎ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥"

(মনু ৪।১৫৫—। বিষ্ণু ৭১।৯০—। বশিষ্ঠ ৬।১ - ।।)

অর্থ—সদাচারবান্ মানব দীর্ঘজীবী হয়, মনোমত সন্তান লাভ করে, এবং সহজাত কোনও দুষ্টলক্ষণ থাকিলেও সদাচারের বলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আচার ভ্রষ্ট পুরুষ জন সমাজে নিন্দিত, সর্ব্বদা দুঃখভাগী, রোগে জর্জ্জরিত ও অল্পায়ু হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্লক্ষণ থাকিলেও যে মানব সদা সদাচারপূত হয়, শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, এবং গুণি ব্যক্তির দোষাবিষ্কার না করে, সে শত বৎসর সুখে জীবিত থাকিতে পারে।

স্বধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, মন্বাদি স্মৃতিকারেরা অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে কোথাও পাপের ভয়, কোথাও বা রোগের ভয়, কোথাও বা মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন করাইয়াছেন মাত্র, ফলতঃ তাহা কিছুই নহে, অতএব ধর্ম্মে ও সদাচারে আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ইহা বিশ্বাস্য নহে, এইরূপ বিবেচনা করা উচিত হয় না, কেন না বরং ধর্ম্ম শাস্ত্রকার মনু প্রভৃতিরা ধর্ম্মানুরোধে ওরূপ শাসন বাক্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলাযায় বটে।

কিন্তু শারীর তত্ত্ববিৎ চরকাদি ঋষির উপরে ওরূপ আশঙ্কা করা ত কিছুতেই হইতে পারে না, কেন না তাঁহারা মুখ্যরূপে বস্তুশক্তি বিচার করিবার জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, স্বর্গ নরক বা পাপ পুণ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই, শাস্ত্রে দেখা যায় তাঁহারা হিন্দুর অস্পৃশ্য গোমাংস মল মূত্র প্রভৃতিরও গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন, ও চিকিৎসার্থ ভক্ষণের ব্যবস্থা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই (*) অতএব যখন চরকাদি মহর্ষিগণও ধর্ম্ম ও সদাচারে আয়ুর্বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য

(*) "ইত্যাচারঃ সমাসেন সম্প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্য মৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥" (বাগভট, সূত্র, ২।৪৮)

রক্ষা হয়, একথা এক বাক্যে বলিয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইল "দুরাচার পুরুষ ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয়" (ক) আয়ুর্ব্বেদেও ব্যাধির কারণ অধর্ম্ম এবং এই তিনটাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যথা—১ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, ২ প্রজ্ঞাপরাধ, ৩ পরিণাম। (খ) ১ অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ যথা—যে সকল শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ অনভ্যস্ত, হঠাৎ তাহার অত্যন্ত উপভোগ, অনুপভোগ অথবা মিথ্যাযোগ, ইহার নাম অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, ইহা ব্যাধির কারণ।

যেমন—কানের উপরে যদি রেলওয়ের বাঁশী চব্বিশ ঘণ্টা নিরন্তর বাজে, অথবা যদি সপ্তাহ নিরর্থক কানে তুলার ছিপি দিয়া বন্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে বধিরতা রোগ জন্মে। ইহা শব্দের অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ।

স্পর্শের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ যথা—

অনভ্যস্ত শীতোষ্ণাদির অত্যন্ত সহন, বা একেবারে অসহন, বা মিথ্যাসহন, যেমন বঙ্গ দেশে ষড় ঋতুর স্বাভাবিক শীত বা গ্রীষ্ম বঙ্গবাসীর চিরাভ্যস্ত, কিন্তু বিনা রোগের অনুরোধে সুধু শক করিয়া, যে সকল লোক দারজিলিং বা নাইনিতাল বা বিলাতে যান, সেই শীত সেবন তাঁহাদের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, রোগ ও অল্পায়ুর কারণ হয়।

রূপের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ যথা—

প্রচণ্ড সূর্য্যাদিরূপ অতি মাত্র দর্শন, অথবা একবারেই দীর্ঘকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোনই রূপের অদর্শন বা, অতি সূক্ষ্ম অক্ষরাদি বিশেষ যোর দিয়া পাঠ করা রূপের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ।

রসের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ যথা—

লবনাদি রসের অত্যন্ত আস্বাদন, একেবারে অনাস্বাদন, বা নিরর্থক আস্বাদন করা রসের অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ রোগ ও অল্পায়ুর কারণ হয়, যেমন—ব্রাহ্মণের পলাণ্ডু, ইংরেজী ঔষধ বা অন্যান্য অখাদ্য ভক্ষণ, যে ব্রাহ্মণ কখনও চতুর্দ্দশ পুরুষেও পলাণ্ডু খায় নাই,

---

(ক) সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাত্তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥ (বাগভট, সূত্র, ২ অঃ, ২০)

(খ) "তত্রিবিধমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেত্যতস্ত্রিবিধং বিকল্পাঃ ব্যাধয়ঃ।" (চরক নিদান স্থান)

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ। দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহঃ॥" (চরক, সূত্র,)

সে যদি তাহা ব্যবহার করে, তবে সেই বিশুদ্ধ জন্মা ব্রাহ্মণ বিবিধ রোগে আক্রান্ত ও অল্পায়ু হইবে। এবং ইংরজী ঔষধও বিশুদ্ধ হিন্দুর পক্ষে অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ কি না? ইহাও বিবেচ্য।

গন্ধের অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ—যথা—

সদ্‌গন্ধ বা অসদ্‌গন্ধের অতিশয় গ্রহণ, একান্ত অগ্রহণ বা মিথ্যা গ্রহণ, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, আজিঘ্রতা রোগের কারণ হয়।

২ প্রজ্ঞাপরাধ যথা—

"ধী-ধৃতি-স্মৃতি-বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনং॥
উদীরণং গতিমতাং উদীর্ণানাঞ্চ নিগ্রহঃ।
সেবনং সাহসানাঞ্চ নারীণাঞ্চাতি সেবনং॥
কর্ম্মকালাতিপাতাশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাং।
বিনয়াচার লোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণং॥
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং।
পরমৌন্মাদিকানাঞ্চ (*) প্রত্যয়ানাং নিষেবনং॥
অকাল দেশ সঞ্চারো মৈত্রী যৎ ক্লিষ্ট কর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্‌বৃত্তস্য চ বর্জ্জনং॥
ঈর্ষা মান মদ ক্রোধ লোভ মোহ মদ ভ্রমাঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহ কর্ম্ম চ॥
যচ্চান্য দীদৃশং কর্ম্ম রজো মোহসমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণং॥"

(চরক, শারীর, ১ অধ্যায়)

অর্থ—নিজের বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও স্মৃতিভ্রংশ দোষে যে সকল অনুচিত কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ কহে। এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, তাহার শরীরস্থ বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া, বিবিধ রোগ জন্মায়। স্বভাবতঃ বেগ না জন্মিলেও

(*) "বিরুদ্ধ দুষ্টাশুচি ভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরু দ্বিজানাং॥"

(চরক, চিকিৎসা, ১৪ অ)

অর্থ—বিরুদ্ধ ভোজন (দুগ্ধ ও মৎস্য একত্র ভোজন) দুষ্ট বস্তু (পঁচা, গলা, দুর্গন্ধাদি) ভোজন, অশুচি-অপবিত্র বস্তু (ম্লেচ্ছাদি স্পৃষ্ট বা গো, কুক্কুট মাংসাদি) ভোজন, দেবতা, গুরুজন ও ব্রাহ্মণের অপমান করা, প্রায়ই উন্মাদ রোগের কারণ।

মিছামিছি বেগ দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা, এবং শজ্জাবশতঃ মলমূত্রের বেগ রোধ করা, দুঃসাহসের কার্য্য করা, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, যথা সময়ে স্নান, সন্ধ্যা, পূজা ও আহারাদি না করা, এবং বিনা প্রয়োজনে পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্ম করা।

সমুচিত বিনয় ও নিজ নিজ সদাচার পরিত্যাগ, সম্মানার্হ জনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, জানিয়া শুনিয়া অহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, উন্মাদ রোগের কারণ—বিরুদ্ধ ভোজনাদি করা, অসময়ে অথবা অগম্য ম্লেচ্ছদেশে গমন করা, ভদ্রলোকের কার্য্যচ্ছেদনাদি ক্লেশ জনক কর্ম্ম করা, এবং (চরকের) ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়োক্ত সচ্চরিত্রতা পরিত্যাগ, ঈর্ষা, অহঙ্কার, মত্ততা, ক্রোধ, লোভ, অজ্ঞানতা, ভ্রম, এবং ঈর্ষামিশ্রিত পরের অনিষ্টাচরণ অথবা নিজের দৈহিক অনিয়মাচরণ, এবং রজোগুণ ও তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া যে সকল কর্ম্ম করা হয়, পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলেন। উক্ত প্রজ্ঞাপরাধ ব্যাধির কারণ জানিবে। ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় সচ্চরিত্রতা যথা—(*)

"দেব গোব্রাহ্মণ সিদ্ধাচার্য্যান্ অর্চ্চয়েৎ। অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদঃ। বশ্যাত্মধর্ম্মাত্মা। নানৃতং ব্রূয়াৎ। নান্যস্বমভিলষেৎ। ন পাপৈঃ পাপীস্যাৎ। না ধার্ম্মিকৈঃ সহাসীত। ন পাপবৃত্তান্ ভৃত্যান্ ভজেত। নঃ নার্য্যমাশ্রয়েৎ। না স্নাত্বাঽশ্নীত। ন পর্য্যুষিতং। ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত। ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহারশেবী স্যাৎ। ন সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ।" (†)

স্ব স্ব বৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে॥"

(চরক, শারীর ৮ম অধ্যায়)

অর্থ—যাহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ ও জ্ঞানী দিগকে সম্মান করিবে। অতিথি সৎকার ও পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিবে। জিতেন্দ্রিয় ও স্বধর্ম্মাচরণ করিবে। মিথ্যা কথা কহিবে না। পরদারস্পৃহা করিবে না। পাপীর সংসর্গে পাপার্জ্জন করিবে না। অধার্ম্মিকের সহিত একত্র বসিবে না। দুশ্চরিত্র ভৃত্য রাখিবে না। অনার্য্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। স্নান না করিয়া আহার করিবে না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অতিরিক্ত জোর দিয়া দর্শনাদি ক্রিয়া করিবে না। ইত্যাদি—(‡)

(*) ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায় অতি বিস্তৃত, তাহা হইতে অতি সংক্ষেপে অল্পমাত্র উদ্ধৃত হইল।

(†) "ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতি লালয়েৎ।
ত্রিবর্গশূন্যং নারম্ভং ভজেত্তঞ্চা বিরোধয়ন্॥" (বাগ্‌ভট, সূত্র ২।৩০)

(‡) "নেক্ষেত প্রততং সূক্ষ্মং" (বাগ্‌ভট, সূত্র, ২।৩৮)

যে মানব নিজ নিজ সচ্চরিত্রের সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করে, সে শত বৎসর যাবৎ কোনও রোগে আক্রান্ত হইবে না।

ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়ে কথিত উপদেশ না মানিয়া চলাও প্রজ্ঞাপরাধ, এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, তাহার, শরীর সর্ব্বদাই রুগ্ন থাকে, এবং সে অল্পায়ু হয়। উক্ত দোষজ রোগের চিকিৎসা—(২৫১৩ পৃঃ "স্ব হেতু দৃষ্টে হইতে)

বাগ্ভটাচার্য্যও বলেন —

"নিত্যং হিতাহার বিহার সেবী,
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা শমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান,
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥"

(সূত্র. ৪।৩৭ অধ্যায়)

অর্থ—যে ব্যক্তি নিত্যই হিতকর আহার, হিতকর বিহার এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত না হয়, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, এবং সজ্জনের সেবাকারী হয়, তাহার কোনই রোগ হয় না।

সুশ্রুত সংহিতায়ও সদাচার, আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ, তাহার পরিত্যাগ রোগ ও অল্পায়ুর কারণ বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় পরিণাম যথা—কাল স্বয়ং শীতাদি রূপে পরিণত হইয়া মানবাদিকেও শীতার্ত্ত রূপে পরিণত করে, অতএব কালকে পরিণাম কহে। যেমন শীতের সময় শীত না হইয়া গ্রীষ্ম হওয়া, এবং শীতাদির অতিশয়ে যোগ, অযোগ, এবং মিথ্যা যোগ ও পরিণাম। (*) এই পরিণামও রোগ-কারণ জানিবে।

এখন স্বধর্ম্ম সদাচার ও সচ্চরিত্রতার আয়ুর্জননী ও রোগ নাশিনী শক্তি আয়ুর্ব্বেদ দ্বারাও নির্ণীত হইল।

ইতি জীবন শিক্ষায় ধর্ম্ম সদাচার ও সচ্চরিত্রতা শক্তি বিষয়ে দ্বিতীয়োপদেশ সমাপ্ত।

কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান।

স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। পবন সংযোগে সমুদ্রে উর্ম্মিমালা বিস্তারের ন্যায় অবিদ্যা বিজৃম্ভিত এই সংসার বাস্তবিক ব্রহ্ম হইলেও রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে ভাসমান হইয়াছে।

(১) * স্বয়মক্ষুব্ধবিমলো যথা স্পন্দো মহাম্বুধিঃ।
সংসারকারণং জীবস্তথায়ং পরমাত্মনি॥
তস্য সর্ব্বং চিতং নাম রজোবাবর্ত্তকে যথা।
কল্লোলোর্ম্মিতরঙ্গৌঘৈরঙ্কে জলনিধিবাত্মনি॥

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপক, ব্রহ্মে অনাদি ভ্রমাত্মিকা মায়া সমাবেশ জীবকেন্দ্র স্থাপনের কারণ। বিদ্যারূপিণী মহামায়া সর্ব্বদা তাঁহার অধীন, কিন্তু জীব অবিদ্যাধীন। এই হেতু জীবদশায় অবিদ্যাধীনতাহেতু ব্রহ্ম ও জীবে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অল্পজ্ঞ। সৃষ্টির কারণ স্বরূপ অহঙ্কার বশে জীব স্বার্থপর কেন্দ্রীভূত, দেশকালপরিচ্ছিন্ন; অহঙ্কারনির্মুক্ত চৈতন্যরূপ ঈশ্বর বিভু, দেশকালাপরিচ্ছিন্ন। অবিদ্যাহঙ্কারবন্ধনে জীব স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। সেই স্বরূপভ্রান্ত [illegible] হইয়াছে। এই স্বরূপজ্ঞান করানই সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই অমৃতই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। বেদ এই সাম গানই চিরদিন গাহিতেছে। বেদান্তকেশরী গগনভেদী এই গম্ভীর গর্জ্জনেই দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিতেছে।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদীপ গীতা এই জন্যই বলিয়াছে,

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ২

উপনিষৎ এই জন্যই সাহস দিতেছেন:—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ৩

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্যতদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্যবিদ্ধি॥

---

(১) * স্বভাবতঃ শান্ত মহা সমুদ্র স্পন্দনের ন্যায় জগৎ সৃষ্টির কারণ জীবও পরমাত্মাতেই মায়া প্রকল্পিত। জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র যেমন সমুদ্রই পবন সংযোগে ঊর্ম্মি মালা সঙ্কুল হইয়া থাকে।

(২) বিবেক শক্তি বিশিষ্ট হইয়া নিজের দ্বারাই নিজের উদ্ধার করিতে হয়। কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু (সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করার হেতু), আবার আত্মাই রিপু (সংসার দুঃখে ডুবাইবার হেতু)।

(৩) উত্থিত হও, মোহ নিদ্রা ত্যাগ কর, শ্রেষ্ঠ জনের সকাশে পরমতত্ত্ব অবগত হও, সুধগণ এই পথকে ক্ষুরধার তুল্য কঠিন বলিয়াছেন।

সর্ব্বশাস্ত্র লক্ষীভূত ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ মুক্তি দ্বারোদ্ঘাটক বেদ এতদুদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে ধর্ম্মমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ধর্ম্মলক্ষণ যথা :—

সত্ত্বরৃদ্ধিকরো যোহত্র পুরুষার্থোহস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলে তমেবাহুর্ধর্ম্মং কেচিন্মহর্ষয়ঃ॥
যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়ঃ॥
উন্নতিং নিখিলাজ্জীবা ধর্ম্মেণৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেহন্তেপরং পদং॥ ১

ধর্ম্ম, অনন্ত শক্তিধারিণী প্রকৃতিমাতার অনন্ত বৈভবের ধারক ও নিয়ামক হওয়ায় নিখিল শক্তির আধার। অনাদি, অনন্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব ঈশ্বরের সত্তামূলক হওয়ায় ধর্ম্ম তদ্রূপ। যথা কর্ম্মমীমাংসায় :—

(২) নিয়ন্তৃত্বাত্তাদ্রূপ্যং ধর্ম্মস্য।

গীতোপনিষদুক্ত সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ধর্ম্মের সহিত ভগবানের তাদ্রূপ্য সম্বন্ধ থাকায় ধর্ম্মাঙ্গ সমূহের মধ্যে প্রধানতঃ যজ্ঞ শব্দই উক্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মলক্ষ্যসিদ্ধি যজ্ঞদ্বারাই বিশেষরূপ হইয়া থাকে। সত্ত্ববৃদ্ধিকর পুরুষার্থশক্তিরূপ ধর্ম্ম তৎপ্রধানাঙ্গভূত যজ্ঞ এবং তদুপাঙ্গাদির দ্বারা অজ্ঞানান্ধজীবকে ক্রমোন্নত করিয়া পরিশেষে গুণাতীত ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠাপিত করে। সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদা তিনভাবে পূর্ণ। তাঁহার অধ্যাত্মভাব সৃষ্টির অতীত, প্রকৃতিসহ সম্বন্ধবিহীন, বুদ্ধির অতীত পরব্রহ্ম। তাঁহার অধিদৈব ভাব মায়োপহিত চৈতন্য, সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর, যাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপ পরিণাম সতত সংসাধিত হইতেছে। তাঁহার অধিভূত ভাব কার্য্যব্রহ্ম বিরাট্। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ যথা :—

যত্তদ্‌ব্রহ্ম মনোবাচামগোচরমিতীরিতম্।
তৎ সর্ব্বকারণং বিদ্ধি সর্ব্বাধ্যাত্মিকমিত্যপি॥

(১) যে পুরুষার্থ দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, মহর্ষিগণ উহাকে ধর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা অখিল বিশ্ব ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। জীবসমূহ ধর্ম্মের দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করত অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) ঈশ্বর জগতের নিয়ামক এবং ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। এই হেতু ধর্ম্ম তৎস্বরূপ

অনাদ্যন্তমজং দিব্যমজরং ধ্রুবমব্যয়ম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সংপ্রবর্ত্ততে॥
স্বেচ্ছামায়াখ্যয়া যত্তজ্জগজ্জন্মাদি কারণম্।
ঈশ্বরাখ্যস্তু তত্তত্ত্বমধিদৈবমিতি স্মৃতম্॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সদ্‌গুরুর্নিত্যোহন্তর্য্যামী কৃপানিধিঃ।
সর্ব্ব সদ্‌গুণসারাত্মা দোষশূন্যঃ পরঃ পুমান্॥
যৎ কার্য্য ব্রহ্ম বিশ্বস্য বিধানং প্রাকৃতাত্মকম্।
বিরাড়াখ্যং স্থূলতত্ত্বমধিভূতং তদুচ্যতে॥

কারণে এইরূপ তিনভাব হওয়ায় কার্য্যেও তিনভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এই নিমিত্তই প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে ত্রিভাব সদা বিদ্যমান। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সর্ব্বত্র ত্রিভাবভূষিতা হওয়ায় মনুষ্যেও ত্রিভাববর্ত্তমান। অতএব যদি আত্মোদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের পক্ষে ত্রিবিধশুদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথা পূর্ণত্ব সুদূরপরাহত। এই ত্রিবিধ শুদ্ধি সম্পাদনার্থই অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স প্রদ ধর্ম্মের প্রধানাঙ্গস্বরূপ যজ্ঞ, কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান নামক তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মদ্বারা অধিভূতশুদ্ধি, উপাসনা দ্বারা অধিদৈবশুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা অধ্যাত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং মনুষ্য পূর্ণত্বলাভ করিয়া জীবন্মুক্তি দ্বারা পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়। এই তিন শুদ্ধি মধ্যে যে অংশে অল্পতা থাকিয়া যায়, পূর্ণত্ব লাভ বিষয়েও ততটুকু অল্পতা থাকে। অর্থাৎ এই ত্রিবিধ শুদ্ধির মধ্যে কোন একটী শুদ্ধির অসম্পূর্ণতা থাকিলে পূর্ণব্রাহ্মণ পূর্ণমানব হওয়া যাইবে না। অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ভাবযুক্ত ব্রহ্ম সদৈব পূর্ণ। প্রকৃতিও তৎ সত্তায় পূর্ণা।

(২) পূর্ণাৎ পূর্ণং বিসরতি পূর্ণে পূর্ণং বিরাজতে।
পূর্ণমেবোদিতং পূর্ণে পূর্ণমেব ব্যবস্থিতম্॥

অতএব প্রকৃত্যাত্মভূত মানব যদি পূর্ণব্রহ্মের স্বারূপ্য লাভাকাঙ্ক্ষা করে, তবে ত্রিভাবে

(১) অবাঙ্ মনসোগোচর, সর্ব্বকারণ, আদ্যন্তরহিত, অজ, অব্যয়, বুদ্ধির অতীত ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্ম ভাব। যে ভাবে ইচ্ছাশক্তি স্বরূপিণী মায়া দ্বারা জগৎ বিস্তার কার্য্য হয়, উহা অধিদৈব বা ঈশ্বর ভাব। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের গুরু, নিত্য, অন্তর্য্যামী, কৃপানিধি, সর্ব্বগুণৈশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং দোষশূন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সর্ব্ববিধায়ক প্রাকৃতিক স্থূল কার্য্যব্রহ্মই তাঁহার অধিভূত ভাব যাহা বিরাট্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণেই বিরাজমান হইয়া থাকে। পূর্ণে পূর্ণেরই উদয় এবং অবস্থান।

অবশ্য শুদ্ধ হওয়া চাই। মনুষ্যে ত্রিভাবের মধ্যে অধিভূত ভাব শরীর, অধিদৈব মন, এবং অধ্যাত্ম বুদ্ধি। এ তিনের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে যে, সাধারণ অবস্থায় একের শুদ্ধি ব্যতীত প্রায়ই অন্যের শুদ্ধি দুর্লভ হইয়া উঠে। অর্থাৎ অধিভূত শুদ্ধি না থাকিলে অধিদৈবাদি শুদ্ধি এবং অধিদৈব শুদ্ধি না থাকিলে অধ্যাত্ম শুদ্ধি লাভ বিষয়ে অসুবিধা হইয়া থাকে। মানব প্রকৃতি প্রাক্তনকর্ম অনুসারে গঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি গুণের আধার বলিয়া মানব কর্ম্মমধ্যেও যে গুণসমূহের প্রাধান্য থাকে সেই অনুসারেই প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি কর্ম্ম সত্ত্ব প্রধান হয় তবে প্রকৃতিও সাত্ত্বিক, সত্ত্বরজঃ প্রধান হইলে প্রকৃতিও সাত্ত্বিকরাজসিক, রজস্তমঃ প্রধান হইলে রাজসিকতামসিক এবং তমঃ প্রধান হইলে প্রকৃতিও তামসিক হইয়া থাকে। এই স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরের বিস্তার মাত্র। পূর্ব্ব কর্ম্মসমূহের মধ্যে যে কর্ম্ম সংস্কারসমূহ প্রবল হইয়া প্রারব্ধরূপে সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করে, তদনুরূপই স্থূলশরীর হইয়া থাকে। অতএব এই স্থূলশরীরের সহিত প্রকৃতির যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মের মধ্যে গুণপ্রাধান্য থাকায় এবং তৎসংস্কারানুসারে স্থূলশরীর প্রস্তুত হওয়ায় যে শরীরের সহিত যে প্রকৃতির সম্বন্ধ তদনুরূপ কর্ম্ম সেই শরীর দ্বারাই সম্পন্ন হইবে এবং তদ্বিপরীতে কাঠিন্য অনুভূত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এই হেতু যাহার আধিভৌতিক অবস্থা যত উন্নত, সেই তত উচ্চ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কর্ম্মে অধিকারী হইবে অন্যথা উন্নতি দুর্লভ ইহা নিশ্চিত। এই কারণে যদি অধিদৈব এবং অধ্যাত্মশুদ্ধি সুগম করিতে হয় তবে অধিভূতশুদ্ধি প্রথমাবশ্যকীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ অন্যথা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায় অবনতি হওয়াই সর্ব্বথা সম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রে নিকৃষ্টজাতির পক্ষে ব্রাহ্মণোচিত অথবা অন্য উচ্চ বর্ণোচিত কর্ম্মের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই তাহার মূলরহস্য এই। তবে যে কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার কারণও সাধারণ নিয়মগম্য নহে। ব্যতিক্রম বিষয়ে তিন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ জন্মগত নিয়মবিরুদ্ধতা অর্থাৎ রজোবীর্য্যের বিভিন্নতা অনুসারে এইরূপ অলৌকিকত্ব পরিদৃষ্ট হইতে পারে। যদি শূদ্রের রজে এবং ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কোন সন্তান উৎপন্ন হয় তবে সে আধিভৌতিক পূর্ণশুদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও অধ্যাত্মাদি বিষয়ে উন্নত হইতে পারে ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ আরূঢ়পতিত জীবের মধ্যে এইরূপ ভাব প্রায়ই দেখা যায়। পূর্ব্বজন্মে উন্নত কর্ম্মশীল কোন মানব যদি ঘটনাবশে এরূপ কোন প্রবল কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে যে, তাহার জন্য সেই মনুষ্যের নীচযোনি প্রাপ্তি হয়, তবে সে মনুষ্য সেই যোনিজ অন্য মনুষ্যাপেক্ষা উন্নতমনা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহার প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে সদসৎ উভয়ই বর্ত্তমান থাকায় অসৎ ভোগরূপ নীচ যোনি প্রাপ্ত্যনন্তর সৎ প্রারব্ধের বেগে সে উন্নতই হইবে। এরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে, এমন কি পশুযোনির মধ্যেও বর্ণিত আছে। ভরত রাজা তপস্বী এবং সাধু হইয়াও কোন প্রবল কর্ম্মবশে হরিণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে হরিণ সাধারণ হরিণের মত ছিল না। তন্মধ্যে অনেক অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তৃতীয়তঃ অলৌকিক যোগ

শক্তিই এ বিষয়ে কারণ স্বরূপ হইতে পারে। জন্মগত আধিভৌতিক অসম্পূর্ণতা থাকিলেও যোগ এবং তপঃশক্তি দ্বারা দৃষ্ট সংস্কারকে অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট কর্ম্মসংস্কারকে দৃষ্টরূপে পরিণত করিয়া অসাধারণ পুরুষার্থী অধ্যাত্ম ও অধিদৈববিষয়ে উন্নত হইতে পারে। এইরূপ পুরুষার্থ বলেই বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু এসকল বিষয় সাধারণ বিধির মধ্যে গণ্য নহে। সাধারণতঃ ত্রিবিধশুদ্ধি পারম্পরিকসম্বন্ধযুক্তা এবং একের অভাবে অন্যলাভ বিষয়ে অসুবিধা এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির অসম্ভাবই স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের সহিত মন ও বুদ্ধির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা প্রতি মূহূর্ত্তে লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে চলিতে চলিতে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর চঞ্চল হইলে উচ্চ চিন্তা করা যায় না। এইরূপ মানসিক চাঞ্চল্যরাহিত্যাভাবে বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিচারশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে। মন স্থির এবং উন্নত না হইলে উচ্চ বিচার করা যায় না। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্ণত্বলাভ হেতু ত্রিবিধশুদ্ধি সর্ব্বথা সম্পাদনীয়া এবং এই জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান নামক ত্রিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানেরই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ মনে করেন না যে এই যজ্ঞাঙ্গের কোন একটী দ্বারা উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। কর্ম্মমীমাংসা বলে "শক্তিমস্ত্যগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ"। অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গও যেমন সমস্ত সংসার দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় সেই রূপ ধর্ম্মের কোন একটী অঙ্গ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এই হেতু কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনের মধ্যে একটীর পূর্ণতাতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এ তিনে বিরোধ নাই। কারণ লক্ষ্য তিনেরই এক। কেবল পন্থা ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। প্রবাহিনী ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে পারে কিন্তু সমুদ্রে গিয়া সকলেই স্বস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া একই অনন্তে আত্মহারা হইয়া যায়। সেইরূপ সচ্চিদানন্দসাগরের দিকে কর্ম্মমীমাংসা, ভক্তিমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা সকলেরই লক্ষ্য। সকলেই সেই এক বস্তুর জন্য পথ প্রদর্শক হইয়া থাকে।

(১) পরং জ্ঞানং পরং সাঙ্খ্যং পরং কর্ম্মবিরাগতা।
পরাভক্তিঃ সমাধিশ্চ যোগপর্য্যায়বাচকাঃ॥

(১) জ্ঞান, কর্ম্মত্যাগ, পরাভক্তি, যোগ এ সমস্তই পর্য্যায় বাচক। জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ পৃথক একথা বালকেই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা বলেন না। ইহাদের মধ্যে কোন

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥
যৎসাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপিগম্যতে :
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

ভেদভাব অজ্ঞানবিজৃম্ভিত এবং অধিকার বিভিন্নতা দ্যোতক। কর্ম্মমীমাংসা সেই ব্রহ্মের সত্তার উপলব্ধির জন্য মার্গ প্রদর্শন করিতেছেন। ভক্তিমীমাংসা সেই ব্রহ্মের আনন্দভাব লইয়া ব্যাকুলা। ব্রহ্মমীমাংসা সেই ব্রহ্মেরই গভীর চিদ্‌ভাবে মগ্না। লক্ষ্য তিনেরই এক। প্রতিপাদ্য সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম। সেখানে দ্বৈত কোথায়? এইরূপে কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান প্রত্যেকের দ্বারাই মানব মুক্তি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

একটির সাধে উভয়েরই ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগ দ্বারা যাহা স্থান কর্ম্মযোগ দ্বারাও পাওয়া গিয়া থাকে। যিনি জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্মযোগ অভিন্ন দেখেন তিনিই ঠিক দেখিয়া থাকেন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলোখিত পত্রিকা।
ধর্ম্মপ্রচারকোজীয়াৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালক॥

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৯শ ভাগ।	বৈশাখ।	সন ১৩১৫ সাল।
৮ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৯ খৃঃ।

শ্রীরুদ্রাষ্টকম্।

হে রুদ্র শঙ্কর মৃণে ত্রিপুরঘ্ন দেব!
মুক্তিস্বরূপ করুণাকর ভস্মলেপ॥
শ্রীনীললোহিত বিভো মৃড় ত্র্যম্বকেশ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং॥ ১॥

শ্রী নীলকণ্ঠ রুচিরানন ভূতনাথ!
স্থাণো গিরীশ রিপুসূদন ভাবগম্য॥
দেবেশ মন্মথ রিপো ভব শূলপাণে!
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং॥ ২॥

বেদান্তবেদ্য পুরসূদন আশুতোষ।
গঙ্গাধরাব্যয় নিরীহ তুরীয়ধাম॥
ওঙ্কারমূল প্রমথাধিপ রুদ্রমূর্ত্তে।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং॥ ৩॥

হে দীননাথ অভয়প্রদ যোগগম্য ।
শান্তস্বরূপ ভগবন্নহিভূষণোগ্র ॥
ঈশান শর্ব্ব বৃষভধ্বজ মুণ্ডমালিন্ ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৪ ॥
দক্ষ প্রজেশ মখনাশন বীরভদ্র ।
কৈলাশবাস হর নির্গুণ নির্ব্বিকল্প ॥
গোতীত রাঘব সখেড্য সতীশ ভর্গ ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৫ ॥
শম্ভো ষড়াননপিতো গজবক্ত্রতাত ।
কল্পান্তকৃন্নিজজনপ্রিয় বিশ্বদৃষ্টে ॥
শ্রীমজ্জটাধর মুনীশফনিন্দ্রসেব্য ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৬ ॥
হে বামদেব গরভক্ষক চন্দ্রমৌলে ।
গৌরীপতে ভুজগ কুণ্ডল ধূর্জ্জটেঽজ ॥
যোগিন্যধীশ শিতিকণ্ঠ কপালধারিন্ ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৭ ॥
হে কার্ত্তবীর্য্যপুররক্ষক রামনেত্র ।
ভক্তেপ্সিতপ্রদ গুরোঽখিল বিশ্বনাথ ॥
ভস্মাসুরান্ধকরিপো গজচর্ম্মধারিন্ ।
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৮ ॥
আনন্দদং শিবজনপ্রিয়সংস্তুতিঘ্নং ।
রুদ্রাষ্টকং পঠতি যস্তু মহেশচেতাঃ ॥
দোষান্ বিহায় ভবজান্ সহি রুদ্রতুল্যো ।
ভূত্বা পরম্ পদ মুপৈতি শিবেন সাকং ॥
নগেন্দ্রঙ্কধরাব্দে চ কৃতবান্ ফাল্গুনেঽসিতে ।
শিবরাত্র্যাং হর প্রীত্যৈ সুখানন্দোঽর্ক বাসরে ॥

নিগমাগম স্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্মৃতি শাস্ত্র।

ত্রিগুণ ভেদানুসারে মনুষ্যবুদ্ধি তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথাঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক (১)। যদ্যপি স্মৃতি শাস্ত্রে তিন প্রকার মনুষ্যের নিমিত্তই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তথাপি প্রধানতঃ রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যের সাহায্যের জন্যই স্মৃতি শাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধির নাম প্রজ্ঞা অথবা ঋতম্ভরা (২) এবং রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির প্রায় বুদ্ধি শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। ত্রিবিধ বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মানুশাসনও তিন প্রকার হইয়া থাকে যথাঃ—যোগানুশাসন, শব্দানুশাসন এবং রাজানুশাসন। সংসারে তমঃ প্রধান মনুষ্যের নিমিত্ত রাজানুশাসন, রজঃ প্রধানের নিমিত্ত শব্দানুশাসন এবং পূর্ণ প্রজ্ঞ সত্ত্ব প্রধান মানবের নিমিত্ত যোগানুশাসন বিহিত হইয়য়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রে রাজানুশাসন এবং শব্দানুশাসন উভয়েরই সমাবেশ আছে। শ্রুতির অর্থাৎ বেদের দ্রষ্টা মহর্ষিগণের স্মৃতির সাহায্যে যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে তাহার নাম স্মৃতি শাস্ত্র। শ্রুতিরূপ বেদমন্ত্র সমূহে মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণ আদৌই ন্যূনাধিক্য করেন নাই। অর্থাৎ আদি সৃষ্টির সময় উঁহাদের সমাধিযুক্ত অন্তঃকরণে যখন যেরূপ সত্য জ্ঞানময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, পূজ্যাস্পদ মহর্ষিগণ যথাযথ ঐ প্রকার বৈদিক শব্দ দ্বারাই ঐ সমস্ত সত্য স্বরূপের প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত স্বকীয় বিচারের কোন আবশ্যকতা মনে করেন নাই। পর[illegible] কালানুরূপ ধর্ম্ম মর্য্যাদা স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ অনুশাসন বাক্যের আবশ্যক[illegible] হওয়াতে পূজ্যা চরণ মহর্ষিগণ স্বীয় পূর্ণ বিজ্ঞানময় বেদজ্ঞানযুক্ত স্মৃতির আশ্রয়ে বর্ণধর্ম্ম, [illegible] আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম এবং অন্যান্য লোকহিতকারী সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল অনুশাসন গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উঁহারাই স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্মৃতি শাস্ত্র সমূহে পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে এবং কোন স্মৃতি শাস্ত্রীয়

(১) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ইতি গীতোপনিষৎ॥

(২) ঋতম্ভরেতি তত্র প্রজ্ঞা ইতি যোগদর্শনে।

গ্রন্থের অনুশাসনই বেদ বিরুদ্ধ নহে। তবে ভেদ এই যে বেদে লাঘব গৌরব বিচার সম্বন্ধ অধিক হওয়ায় পরবর্ত্তী কালের হীন প্রতিভ প্রজাগণ উক্ত গম্ভীর বৈদিক বিজ্ঞান দ্বারা আত্মকল্যাণ সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িল এবং তজ্জন্যই বেদের শব্দানুশাসন ভাষ্য এবং ত্রিবিধ অধিকারের মধ্যে দ্বিতীয় অধিকারের প্রকাশার্থও বিস্তৃত শব্দানুশাসন দ্বারা জীবের কল্যাণ বিধানের নিমিত্ত পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ এই স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন।

বেদে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়েরই সম্বন্ধ থাকায় উহাতে যোগানুশাসন ও শব্দানুশাসন দুইই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বৈদিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলি উক্ত দ্বিবিধ অনুশাসন দ্বারোদ্ঘাটনার্থ প্রবেশাধিকার স্বরূপ দ্বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রের এরূপ মহিমার কারণ এই যে, অনুশাসন বিচারে স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা যেরূপ জগতের রক্ষা সম্পাদিত হইতে পারে, এরূপ অন্য কোন অনুশাসন শাস্ত্র দ্বারা হইতে পারে না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কল্পে যে প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রীতি অনুসারে বেদের সংখ্যা হইয়া থাকে, অনুশাসন শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান স্মৃতি শাস্ত্রেরও ঐরূপ নিয়মিত সংখ্যা হয়। স্মৃতি সমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথাঃ—মহাস্মৃতি, স্মৃতি এবং উপস্মৃতি। মহাস্মৃতি যথা মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য। বর্ত্তমান কল্পে স্মৃতির সংখ্যা যথাঃ—"মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরা। যমাপস্তম্ব সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী। পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ।" এ অষ্টাদশ প্রধান স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত। তদ্ভিন্ন গোভিল, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, প্রজাপতি, বৃদ্ধশাতাতপ, পৈঠীনসী, আশ্বলায়ন, পিতামহ, বৌধায়ন, ভরদ্বাজ, ছাগলেয়, জাবালি, চ্যবন, মরীচি, কশ্যপ ইত্যাদি উপস্মৃতিও আছে। সমস্ত স্মৃতিতে ধর্ম্মলক্ষ্য অভিন্ন হইলেও কোন কোন স্মৃতিকার কোন বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক এবং কেহ কেহ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সকল স্মৃতির অনুশাসন একই প্রকার না হওয়ার কারণ এই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র হেতু বৈদিক সিদ্ধান্ত সমূহের স্মৃতি যে যে আর্ষ অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ সমস্ত আচার্য্য মহর্ষি দ্বারা ঐ ভাবেরই স্মৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এ কারণ সকল স্মৃতি গ্রন্থেরই অধ্যয়ন করা যুক্তি যুক্ত।

স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন স্থানে কিছু কিছু মতভেদও প্রতীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ে প্রায় শঙ্কা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। পরন্তু পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ আপন আপন সংহিতা গ্রন্থে এরূপ মতভেদের কারণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। যেখানে পদার্থের গুরুতা এবং বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা থাকে, সেখানে মত বিরোধ হওয়া সম্ভব, কিন্তু যেখানে পদার্থের সূক্ষ্মতা এবং বিজ্ঞানের প্রবলতা হয়, সেখানে আচার্য্যগণের মতে কখনও বিরোধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, কন্যার পাণিগ্রহণ কাল বিষয়ে কোন মহর্ষির মত বিরোধ নাই অর্থাৎ কন্যার রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে বিবাহ দিবার বিধি সমস্ত আচার্য্যই দিয়া থাকেন। পরন্তু যখন কন্যার বয়ঃক্রমের বিচার হইবে, তখন

অবশ্যই মত বিরোধ হওয়া সম্ভব। কারণ পূর্ব্ব বিচারে বিজ্ঞানের দৃঢ়তা এবং দ্বিতীয় বিচারে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা আছে। এ বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত যথা সামুদ্রিক লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের ভবিষ্যৎ গণনা করিবার সময়, ভবিষ্যৎ বক্তাগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে পরন্তু শুদ্ধ গণিতের সহায়তায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফল দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্ণয় কালে মতভেদ হওয়া প্রায় সম্ভব নহে। এই হেতু পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের মতে যদি কোথাও বিরোধ প্রতীত হয়, তাহা হইলে বিচলিত না হইয়া দেশকাল পাত্র বিচারানুসারে অনুশাসনের মুখ্য রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যত্ন করা জিজ্ঞাসুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোন কোন স্থানে এরূপ মতও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রধান স্মৃতি দুই, স্মৃতি আঠার এবং উপস্মৃতিও আঠার। প্রধান দুই স্মৃতি, মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য। অষ্টাদশ স্মৃতির নাম উপরে লিখিত হইয়াছে এবং কতকগুলি উপস্মৃতির নামও দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ শ্রীমহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলেন এবং কেহ কেহ ইহার অনেক অংশকে স্মৃতিও বলিয়া থাকেন। পরন্তু প্রাচীন সময়ে উপরোক্ত তিন প্রকার স্মৃতি সূত্রাকারে প্রচলিত ছিল, ইহার বহু প্রমাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্প শাস্ত্রের ন্যায় স্মৃতি শাস্ত্রও সূত্রবদ্ধ ছিল। স্মৃতি শাস্ত্র প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও কতিপয় স্মৃতি সূত্রাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে, মূল স্মৃতিকারগণ স্মৃতি শাস্ত্র সূত্রবদ্ধই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরন্তু পরবর্ত্তী সময়ে উঁহাদের শিষ্য-সমূহ অল্পবুদ্ধি মানবগণের উপকারার্থ স্মৃতি সমূহকে শ্লোকবদ্ধ করিয়াছেন। স্মৃতির বহুবিধ এবং এক এক বিষয়ের উপর অনেক স্মৃতির সম্মতি আছে; এ কারণ বর্ত্তমান দেশকালোপযোগী বিষয়ের যথাক্রম সন্নিবেশ যুক্ত স্মৃতি গ্রন্থ সমূহ আধুনিক জগতে বিশেষ উপকারী হইবে। আজকাল স্মৃতি শাস্ত্রের অধিক প্রচার না হওয়াতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, সদাচার, কর্ম্ম, উপাসনা আদির সুব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন কার্য্য যত অধিক প্রচলিত হইবে, ততই আর্য্য জাতির পুনরভ্যুত্থান হইতে পারিবে। স্মৃতি জ্ঞানের অভাব হেতুই আজ এক দেশের ব্রাহ্মণের আচার অন্য দেশীয় ব্রাহ্মণের আচারের সহিত মিলে না এবং সে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণ সব একই ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহারা এখন পরস্পরকে পৃথক মনে করত দেশ এবং জাতির অকল্যাণ করিতেছেন। স্মৃতি শাস্ত্রের লোপ হেতুই আজ এ দশা ঘটিয়াছে যে, সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ জানেন না এবং চার বর্ণ হইতে অনন্ত জাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যতদূর সম্ভব অধুনা স্মৃতি গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান হওয়া চাই এবং ঐ সমুদয় গ্রন্থ হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করা চাই। বিদ্যালয় সমূহে নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপন হওয়া উচিত এবং এইরূপে সর্ব্বজীব হিতকারী এই শাস্ত্রের যত অধিক প্রচার হইবে, ততই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভ্যুদয় প্রাপ্তি হইতে পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিগমাগম স্বরূপ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুরাণ।

ইতিহাস এবং পুরাণ এক জাতীয় গ্রন্থ। কেবল যে গ্রন্থে প্রাচীন আখ্যায়িকা অধিক সেই সকল গ্রন্থের নাম ইতিহাস, যেমন রামায়ণ; এবং যে সকল গ্রন্থে সৃষ্টি ক্রিয়া বিবরণ অধিক সেই সকল গ্রন্থের নাম পুরাণ যেমন শিব, পদ্মাদি। "ইতিহাসং পুরাণং" বাক্যের দ্বারা পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকলের উদ্দেশ্য কথাচ্ছলে বেদার্থ প্রকাশ করা। অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরাণ শাস্ত্র ভারতবাসীর অতি প্রিয়। বর্ত্তমান সময়েও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা পুরাণের প্রচার অধিক। এবম্বিধ ধর্ম্ম গ্রন্থের আদর কেবল ভারতবর্ষেই আছে এরূপ নহে। বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যেই এই প্রকার গ্রন্থের প্রচার আছে। এবং সাধারণ লোকের মধ্যে এবম্বিধ গ্রন্থ সমূহেরই সম্মান অধিক। ইহার কারণ এই যে সরল ইতিহাস পূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে সর্ব্ব সাধারণের যেরূপ অধিক রুচি হয়, সেইরূপ রুচি ধর্ম্মের গম্ভীর রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ বিচারের জন্য হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, খৃষ্ট ধর্ম্মে যিশুখৃষ্টের সময় এবম্বিধ পুরাণ গ্রন্থ পরিদৃষ্ট না হইলেও তাঁহার দেহ ত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যবর্গ এরূপ অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবং আজ পর্য্যন্তও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে উহাদের বেশ প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে কোরাণই প্রধান গ্রন্থ হইলেও, মহম্মদের পশ্চাৎ তাঁহার ভক্তবর্গের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সকল মুসলমানদিগের মধ্যে অতি আদরের সহিত প্রচলিত হইয়াছে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য মাত্র, যে হেতু উহাদিগের অধিকাংশ গ্রন্থই হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রের অনুকরণেই প্রণীত, এবং ঐ সকল সম্প্রদায় মধ্যে অপরাপর গ্রন্থাপেক্ষা উহাদেরই আদর অধিক।

বিদ্যাভিমানী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে পুরাণ আধুনিক গ্রন্থ, এবং বহু প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক কালে এরূপ গ্রন্থের প্রচার ছিল না। এই সকল সংশয় নিরকণার্থ প্রমাণ উপনিষদাদি গ্রন্থ সমূহে অনেক পাওয়া যায়। যথা শতপথ ব্রাহ্মণে—"ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্বাঙ্গিরসোইতিহাসঃ পুরাণংবিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি চ।" এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের আর এক স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমিযজুর্ব্বেদং সামবেদমথ-

র্ণস্ চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমম্।" পুনরায় মনুসংহিতাতেও উক্ত আছে যে—আখ্যানানীতিহাসাশ্চপুরাণানি খিলানিচ। স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি"। এই সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে সনাতন কাল হইতেই এই সকল পুরাণের প্রচার আছে এবং বেদও স্মৃতিকারগণ মিলিয়া ইহাদের সম্মান করিতে আদেশ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রকারগণ পুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে এরূপ বলিয়াছেন যে "সর্গশ্চপ্রতিসর্গশ্চবংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশানাংবংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ অর্থাৎ মহাভূতের সৃষ্টি, সমগ্র চরাচর সৃষ্টি, বংশাবলী মন্বন্তর বর্ণন, এবং প্রধান প্রধান বংশজাত ব্যক্তিদিগের ক্রম বিবরণ, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ। পুনরায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মহাপুরাণ লক্ষণ সম্বন্ধে এরূপ আছে যে" সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্। কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥ বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং। উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক পৃথক্॥" অর্থাৎ মূল সৃষ্টি, বিশেষ বিস্তৃত সৃষ্টি, জগৎ স্থিতি, জগৎ পালন, কর্ম্ম বাসনা, মনুসমূহের প্রকাশ ক্রম, প্রলয়, মোক্ষ, হরিকীর্ত্তন, দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ বর্ণন, এই দশবিধ মহাপুরাণ লক্ষণ। এই লক্ষণ সমূহ দেখিলে স্পষ্টই সিদ্ধ হইবে যে কোন্ কোন্ আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ পুরাণ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন চিরঞ্জীবী পুরাণশাস্ত্র চিরকালেই সনাতন ধর্ম্মকে পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং এই বর্ত্তমান আপত্তির সময়েও সকল প্রকার অধিকারীকে পিতৃবৎ পালন করিতেছে।

পুরাণ গ্রন্থ সমূহে আখ্যায়িকা পূর্ণ পাঠ এবং বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে পুরাণ প্রামানিক এবং ধর্ম্মগ্রন্থ নহে এবং ইহা কেবল কাব্যের রীতি অনুসারে বিরচিত হইয়াছে কারণ যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে এরূপ অসংলগ্ন পাঠ কেন পরিদৃষ্ট হয়? পুরাণের যথার্থ আশয় সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবই মনুষ্যের এই রূপ সন্দেহ উৎপত্তির কারণ। যে হেতু ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণ স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে পুরাণে সমাধি, পরকীয় এবং লৌকিক এই ত্রিবিধ ভাষা সন্নিবেশিত হইয়াছে।* যদিও

* সমাধি ভাষা প্রথমা লৌকিকীতি তথাপরা।
তৃতীয়াপরকীয়েতি শাস্ত্র ভাষাত্রিধা স্মৃতা॥
গুপ্তমেতদ্রহস্যং বৈ ভাষাতত্ত্বং মহর্ষয়ঃ।
সম্যগ্ জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তধ্বং শাস্ত্র পাঠেষু সংযতাঃ॥

পুরাণ শাস্ত্রের পুষ্টির জন্য বলা হইয়াছে যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে পুরাণ সদৃশ গাথা পূর্ণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচার স্বভাব সিদ্ধ এবং উহার জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উদাহরণ ও দেখান হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে সনাতন ধর্ম্মোক্ত পুরাণ গ্রন্থ কোন সাধারণ গাথা গ্রন্থ মাত্র ইহা বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম গ্রন্থ। বেদের অতি গভীর বিষয় সকল পুরাণের কোন কোন স্থানে স্থানে সমাধি ভাষায় দ্বারা যথাবৎ বর্ণন করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে লোককে বুঝাইবার জন্য লোক রীতির অনুসার লৌকিক ভাবের সাহায্যে লৌকিক ভাষায় দ্বারা প্রকট করা হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম রহস্য দৃঢ় করিবার জন্য গাথারূপে পরকীয় ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদেতেও এই প্রকারের বর্ণন প্রণালী আছে। এই তিন প্রকারের ভাব বিন্যাস স্বভাব সিদ্ধ। সকল অধিকারী এক অথবা সকল সময় একই প্রকারের ভাব রুচিপ্রদ হয় না বলিয়াই পুরাণ সমূহের এইরূপ ভাষা বৈচিত্র্যের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। সমাধি, লৌকিক, এবং পরকীয় এই ত্রিবিধ ভাষায় প্রকৃত রহস্য যথাবৎ বোধ হইবার পূর্ব্বে পৌরাণিক পঠন, পাঠন অথবা উপদেশে পূর্ণফলোদয় এবং পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি অসম্ভব। পুরাণ শাস্ত্রে সর্ব্বজীবহিতকারী ভাবসমূহ রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ বর্ণন দ্বারা সমাধিগম্য বিষয়ের যাহাতে কোন প্রকার হানি না হয়, তাহার জন্য পুরাণ প্রণেতা মহর্ষিগণ শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন।†

সমাধি ভাষা জীবানাং যোগ বুদ্ধি প্রদায়িকা।
নয়তেনিতরামেতান্ পরমামৃতমব্যয়ম্॥
সুরম্যা লৌকিকী ভাষা লোকবুদ্ধি প্রসাদিকা।
পরমানন্দভোগান্ সা প্রদত্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
পরকীয়া তথা ভাষা শাস্ত্রোক্তা পাপনাশিনী।
জীবান্ সা পুণ্য লোকানাং কুরুতে অধিকারিণঃ॥

† রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয় তাখিল গুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া॥ ১॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষ ত্রয়ং মৎকৃতম্॥ ২॥

মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ।* এবং উপপুরাণ সমূহেরও সংখ্যা অষ্টাদশ।† ইহাদের মধ্যে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নাম সম্বন্ধে অনেক সাম্প্রদায়িক মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ভাগবত পুরাণ; শিব এবং দেবী উপাসকগণ দেবী ভাগবতকে মহা পুরাণ এবং বিষ্ণু উপাসকগণ ইহার বিরুদ্ধে বিষ্ণু ভাগবতকেই মহা পুরাণ বলিয়া থাকেন। উপরোক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ সংখ্যক পুরাণ ব্যতীত আরও অনেক পুরাণের নাম পাওয়া যায়। ঐ সকল পুরাণ উপপুরাণ নামে অভিহিত হয়। উপপুরাণেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। এই প্রকারে পুরাণশাস্ত্র, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ঔপপুরাণ, ইতিহাস এবং পুরাণসংহিতা এই পঞ্চবিধ ভাগে বিভক্ত। পুরাণেরও অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান পুরাণ শাস্ত্র সমূহ মধ্যে এক বিশেষ অসুবিধা এই যে, কয়েকটি কারণ বশতঃ মধ্যে মধ্যে ইহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ দিয়া বর্দ্ধিতাঙ্গ করা হইয়াছে। যাহা অবস্থা ভেদে হানিকারক। পুরাণের অতিরিক্ত যে সকল ইতিহাস গ্রন্থ তাহারাও পুরাণ সমূহের অন্তর্গত। যেমন শ্রীমহাভারত ও শ্রীরামায়ণ। হরি বংশকে মহাভারতের এবং যোগবাশিষ্টকে রামায়ণের অন্তর্গত বলিয়া মানা হয়। পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্র

---

* অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞা প্রচক্ষতে।
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চৈব ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।

ইতি ভগবান্ বেদব্যাসো বিষ্ণু পুরাণে।

† আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্।
তৃতীয়ং বায়বীয়ঞ্চ কুমারেণানু ভাষিতম্।
চতুর্থং শিব ধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়ং মতঃপরম্।
নন্দীকেশ্বরযুগ্মঞ্চ তথৈবোশনসেরিতম্।
কাপিলং বারুণং সাম্বং কালিকাহ্বয়মেবচ।
মাহেশ্বরং তথা পাদ্মং দৈবং সর্ব্বার্থ সাধকম্।
পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভাস্করাহ্বয়ম্।

সমূহকে কোন কোন আচার্য্য এরূপ ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্ম বিজ্ঞান প্রধান শ্রীমহাভারত, জ্ঞান প্রধান শ্রীরামায়ণ এবং পঞ্চোপাসনা প্রধান অন্যান্য পুরাণসমূহ। বাস্তবতঃ অন্য পুরাণসমূহে প্রায় পঞ্চ উপাসনারই পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে জগজ্জন্মাদির কারণ বলিয়া কোথাও শ্রীবিষ্ণু, কোথাও শ্রীসূর্য্য, কোথাও শ্রীগণপতি, কোথাও শ্রীভগবতী এবং কোথাও শ্রীসদাশিবের উপাসনা-কেই সমর্থন করা হইয়াছে।

বেদে যেরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, এবং উপাসনা এই কাণ্ডত্রয়ের বর্ণন আছে, সেই রূপ পুরাণ ইতিহাসেও তিন কাণ্ডের পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে, এবং বেদের মধ্যে যেরূপ অধ্যাত্ম, অধিদৈব, এবং অধিভূত এই ভাবত্রয় সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, সেই রূপ পুরাণ ও ইতিহাসে এই সকল ভাব রহস্যের বর্ণন প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ভাষাত্রয় বোধ ব্যতীত যেরূপ পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ অসম্ভব, সেইরূপ বৈদিক ভাবত্রয় রহস্য বোধ ব্যতীত পুরাণের যথাবৎ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। কোন কোন অজ্ঞ পুরুষ ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রকে ইতিবৃত্ত বলিয়া মনে করেন; এবং পুরাণ হইতে লৌকিক ইতিবৃত্ততত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা পান। ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্র সর্ব্বথা ধর্ম্ম গ্রন্থ। যদি উহাদের মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অথবা লৌকিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পুরাণ শাস্ত্রের অবমাননা করা হইবে। উদাহরণ রূপে দেখান যাইতে পারে যে, শ্রীবিষ্ণুভাগবতের রাসলীলা এবং দেবী ভাগবতের রাসলীলা, এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের শ্রীশুকদেব চরিত এবং দেবী ভাগবতের শ্রীশুকদেব চরিত, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলাইতে যাইলে বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্রে ইতিবৃত্ততত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওয়া কদাপি বিধেয় নহে। এই শাস্ত্রে বিজ্ঞান, রূপক অথবা গাথাদি যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহা কেবল বৈদিক ধর্ম্ম রহস্য প্রকাশ জন্যই। এবং যে সকল চরিত্র বর্ণন আছে, সে সকল কেবল প্রজা মধ্যে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত। যেমন সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ জন্য হরিশ্চন্দ্র চরিত এবং পাতিব্রত্য মহিমা বর্ণন জন্য সাবিত্রী সত্যবান্ উপাখ্যান কথন।

পুরাণ শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমূহে যে সকল সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সকলের প্রধান কারণ বর্ত্তমান পৌরাণিকদিগের মধ্যে ত্রিবিধ ভাষা ও ত্রিবিধ ভাব সম্বন্ধীয় বোধের অভাবই, এইরূপ মানা যাইতে পারে; এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে সমাজ মধ্যে দুই একটি পুরাণ ব্যতীত অপর সকলগুলির প্রচার নাই। যদিও সকল মহাপুরাণ, পুরাণ, এবং উপপুরাণ মধ্যে অনেক প্রকার ধর্ম্ম-রহস্য বিবৃত আছে পরন্তু সকল স্থানে সমান ভাবে নাই। এই জন্য বলা যাইতেছে যে, সকল পুরাণের পাঠ ব্যতীত রহস্য সম্বন্ধীয় সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে না।

ইতিহাস, মহাপুরাণ, উপপুরাণ এবং ঔপপুরাণ ব্যতীত পুরাণ সংহিতা নামে কতক-গুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে; যেমন বেদব্যাস পুরাণ সংহিতা, ভরদ্বাজ পুরাণ সংহিতা ইত্যাদি। পুরাণ সংহিতা সকল অদ্ভুত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থে পুরাণের ভাষা ভাব আদির বর্ণন বিস্তৃত রূপে আছে। পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক লোক সকলের আরও কত প্রকার শঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ রূপে দুই একটি কথা লেখা যাইতেছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে যে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইলে চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং চন্দ্রের আবরণ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিলে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞান দৃক্‌গণিত দ্বারাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু পুরাণশাস্ত্রে এবিষয়ে এইরূপ কথিত হয় যে রাহু নামক অসুর, যখন সূর্য্যদেবকে গ্রাসকরে তখন সূর্য্যগ্রহণ এবং যখন চন্দ্রদেবকে গ্রাস করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। এই প্রকার পুরাণ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরোধ দেখিয়া আধুনিক লোক পুরাণের নিন্দা করিয়া থাকে। কারণ ইহারা পুরাণের গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্যের সহিত পরিচিত নহে। ইহা পুরাণের লৌকিক ভাষা। যেরূপ ত্রিভাবাত্মক পরমাত্মার আধ্যাত্মিক শক্তির অধিষ্ঠাতা ঋষি, অধিদৈব শক্তির অধিষ্ঠাতা দেব দেবী এবং অধিভূত শক্তির অধিষ্ঠাতা পিতৃগণ, সেইরূপ পুনঃ সত্ত্ব এবং তমো গুণ, প্রকাশ ও অন্ধকার ভেদ, পুণ্য এবং পাপ অধিকার ও ঊর্দ্ধগামিনী এবং অধোগামিনী শক্তি সকল বিচারে অধিদৈব শক্তিকেও দুই প্রকার মানা হইয়াছে; যথা দৈবীশক্তি এবং আসুরীশক্তি। পুরাণের দেবাসুর সংগ্রাম এই রহস্যেই পূর্ণ। শ্রীগীতোপনিষদ্ কথিত দৈবী সম্পত্তি ও আসুরী সম্পত্তির বিজ্ঞান ইহারই উপর স্থিত। দেব যোনী এবং অসুর যোনি এই মূল তত্ত্বেরই পরিণাম। মনুষ্যমধ্যে দৈবীপ্রকৃতি এবং আসুরী প্রকৃতি হওয়া এই বিজ্ঞানের অনুকূল। অস্তু, গ্রহের গতিতে অন্য গ্রহের প্রভাব দ্বারা তমের আবির্ভাব এবং অধোগামিনী শক্তির উদয় বিচার দ্বারা পুরাণ শাস্ত্র সমূহ লৌকিক রীতি অনুসার এবম্বিধ বর্ণন করিয়াছে। এবম্বিধ বর্ণন প্রণালীকে লৌকিক ভাষা বলে। কোন কোন স্থলে পুরাণ সমূহের বর্ণন বিচিত্রতা হেতু সন্দেহ হইতে পারে। উদাহরণ স্থলে বলা যাইতে পারে যে পুরাণ শাস্ত্র পৃথিবীর পরিমাণকে পঞ্চাশ কোটি যোজন বলিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ কেবল আট সহস্র মাইল অর্থাৎ এক সহস্র যোজন। পূর্ব্ব কথিত লৌকিক ভাষা এবং পরকীয় ভাষার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে উক্ত

দুই ভাষা সম্বন্ধীয় বর্ণন দ্বারা পুরাণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু সমাধি ভাষা সকল পুরাণের এক প্রকারেরই হইয়া থাকে। অপিচ লৌকিক ভাষায় এবম্বিধ আকাশ পাতাল ভেদ দেখিয়া অজ্ঞলোকগণ পুরাণ শাস্ত্র সমূহের উপর নানা প্রকারের কটাক্ষ পাত করিয়া থাকে।

সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা এই সমাধান হইবে যে কোন বর্ত্তুলাকার পদার্থের ঘন ফল নির্ণয়ের রীতি যদি কোন গণিত অধ্যাপকের নিকট জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ এই পুরাণোক্ত বর্ণন সম্বন্ধীয় সন্দেহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সহজেই দূর হইবে। বাস্তবতঃ পুরাণ শাস্ত্র পৃথিবীর ঘন ফলের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটী যোজন নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এবং আধুনিক বিজ্ঞান উহার ব্যাস পরিমাণ একসহস্র যোজন বলে। উভয় বিচারই সত্য, কেবল সম দৃষ্টি না থাকায় বুঝিতে পারা যায় না এইরূপ ভাবে লোক পুরাণ শাস্ত্রের উপর বৃথা সন্দেহ করিয়া থাকে। যে সকল বিষয়ের প্রথমে জ্ঞান লাভ করিয়া পশ্চাৎ পুরাণ শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত সেই সকল দর্শন বিজ্ঞান এবং পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অনুশীলন না করিয়াই লোক পৌরাণিক হইতে যায় কাজেই আপনিও পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং অপরেরও সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম হয় না। পুরাণ শাস্ত্রের সর্ব্বলোকহিতকারিতা অসাধারণ যেরূপ তরলতরঙ্গিনী পতিতপাবনী জাহ্নবী অচল হিমাচলের গুপ্ত প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া অপবিত্র সংসারকে পবিত্র করতঃ অপার বারিধি বক্ষে গিয়া মিলিত হইয়াছেন সেইরূপ পুরাণ শাস্ত্র গম্ভীর বেদাশয়ের নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়া কর্ম্মভূমিতে নানা প্রকারে প্রবাহিত হইতে সকল প্রকারের ধর্ম্মপিপাসু দিগকে তৃপ্তি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ রূপ অনন্ত সাগরে মিশিয়া যাইতেছে।

জয়মঙ্গলবারের ব্রতকথা।

[বঙ্গ দেশে প্রচলিত স্ত্রীলোক দিগের ব্রত সমূহের কথা, সংগ্রহ করিবার জন্য এক্ষণে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। "ধর্ম্ম প্রচারকে"রই এইরূপ ব্রতকথা সমূহ সংগ্রহ করা কার্য্য মনেকরিয়া, জয় মঙ্গলবারের ব্রত

কথা প্রকাশার্থ পাঠাইলাম। যদি ধর্ম্ম প্রচারক এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া, ব্রত কথার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে হয় ত ক্রমে বঙ্গ দেশে প্রচলিত সমস্ত ব্রত কথার সংগ্রহ হইতে পারে। ইতি লেখক]

এক দেশে এক চাঁদ সওদাগর ছিল। সওদাগরের সাত কন্যে, পুত্র হয় নাই, সওদাগরের বানিজ্য তরী পণ্যে ভরা, সিন্দুকে মাণিক মুক্ত, রান্নাঘরে মা অন্নপূর্ণার নিত্য অধিষ্ঠান।

কৈলাসে বসে মা ভগবতী হাসতে হাসতে পাশা খেলতে খেলতে পদ্মাকে বল্লেন "পদ্মা! পৃথিবীর সুখভোগে মানুষ পরকালের কথা ভুলে যায়, এসো যাতে তারা ব্রতানুষ্ঠানাদির দ্বারা নিয়ম সংযমে থাকে ও ছোটবেলা থেকে দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পরায়ন হয়ে ইহলোকের সুখের মধ্যে থেকেও পরলোকের কথা স্মরণ করে চলতে শেখে, তার উপায় করি।"

এই কথা বলে মা ভগবতী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ কন্যের রূপ ধারণ করে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি দেখা দিলেন। চাঁদ সওদাগরের পত্নী স্নান সেরে পাটের সাড়ি, কপালে সিঁদুর, পূজো করতে চলেছেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যে দেখে, সোনার থালে কাঁড়া ঝাড়া চাল নিয়ে ভিক্ষে দিতে গেলেন। ছদ্মবেশিণী তো আর ভিক্ষে নিতে আসেন নি, ভিক্ষে না নিয়ে ছলকরে জিজ্ঞেস করলেন "মা তোমার কি সন্তান?" "আমার সাতটি কন্যে, মা, পুত্র হয় নি, এই নাও মা ভিক্ষে নাও।" ব্রাহ্মণকন্যে ছলকরে বল্লেন "আমি তো পুত্তুর আঁটকুড়ির হাতে ভিক্ষে নিই না মা, ভাঁড়ারের ধন ভাঁড়ারে রাখো।" এই বলে চলে গেলেন। সওদাগর পত্নী তক্ষুনি মনের দুঃখে ভিক্ষের থালা ছুড়ে ফেলে, বসন ভূষণ ছড়িয়ে ফেলে, একবস্ত্র পরিধান, আলুথালু চুল, গোসাঘরে গিয়ে দোর দিলেন। বেলা দুপহর সওদাগর অন্দরে এলেন "অন্ন কোথায়? জল কই?" দাসী খপর দিলে মাঠাকরুণ গোসাঘরে দুয়োর দিয়ে পড়ে আছেন।

"কেন কেন কি হয়েছে? কি গহনা চাই, কোন বস্ত্রের সাধ হয়েছে?" "কোনো অলঙ্কার চাই না, কোনো বস্ত্রের সাধ নেই, পুত্তুর আঁটকুড়ির মরণই ভাল, এ মুখ আর দেখাব না, এ প্রাণ আর রাখবো না।" "কে বলেছে এমন কথা?" "কেন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বলেছেন" এই কথা শুনেই সওদাগর হুকুম দিলেন "খোঁজ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে।" খানিক দূরে এক ডালিম তলায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বসে জপ করিতেছেন, সওদাগর সদাগরণী খপর পেয়ে গিয়ে তাঁর পায় জড়িয়ে ধল্লেন "মা তুমি আমায় একটি পুত্র 'বর' দাও, তুমি যখন অমন কথা বলেছ, তখন নিশ্চয় তুমিই এর বিহিত করতেও পারবে।" দুজনের মিনতিতে তুষ্ট হয়ে মা 'মঙ্গলচণ্ডী' তাদের একটি শিকড় দিয়ে বল্লেন' স্নান করে এসে এটি 'শো-চুলে' শো-কাপড়ে 'শিলেবেটে খাবে আর জ্যৈষ্ঠ মাসের চারিটি মঙ্গলবারে ১৭ খানি বেলপাতা, ১৭ খানি কাঁঠালপাতা, দুব্বো, তুলসী, যব, ধান, সতেরটি করে পিটুলীর ভারা এঁকে তাতে রাখবে, ১৭ 'বাটা,' নৈবেদ্য সাজিয়ে, ধুপ ধুনা জ্বেলে, মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করে, পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে

প্রসাদ খাবে। ছেলে হলে তার নাম রাখবে জয়চাঁদ, এ বর্ত্ত করলে অস্ত্রে কাটে না, জলে ডোবেনা, হারালে পায়, 'নি-শত্রে নিরবধি' বাস করে," এই বলে ব্রাহ্মণী চলে গেলেন। চাঁদ সওদাগর ও তাঁর পত্নী এই সব নিয়ম পালন করে, যথা সময়ে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র লাভ করলেন, ছেলের নাম রাখলেন জয়চাঁদ। এ দিকে সাত কন্যের পর পুত্র পেয়ে, আর সুখ সচ্ছন্দের মধ্যে থেকে, সওদাগর পত্নী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর উপদেশ ভুলে গেলেন। মঙ্গলচণ্ডীর পুজো ছেড়ে দিলেন।

মা দেখলেন সংসারের মায়াবদ্ধ জীব সহজে নিজের রক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করবে না, অন্ধকে যেমন সোজাপথ ধরিয়ে দিলেও সে সেটাকে সোজা বলে বুঝতেও পারে না, একটি ছোট গলির মুখ পেলেই ঢুকে পড়ে, এরাও তেমনি কিন্তু তাই বলে তো আর জগজ্জননী সন্তানদের সংসারের পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যেই কেবল ঘুরতে দিতে পারেন না, দয়াময়ী আবার পুর্ব্বের মতন বেশ ধরে আর একদেশে গিয়ে সাত পুত্রের মা, এক ধন সওদাগরের পত্নীর কাছে ভিক্ষে চাইলেন। এ সওদাগরেরও অনেক ধনদৌলত, ভারী নামযশ, সাত পুত্রের মা, গরবে পা ফেলে, সোনার বাউটি, রূপোর খাড়ু পরে, রূপোর থালে সোনার মোহর ভিক্ষে আনলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছলনা আরম্ভ করলেন ?" সওদাগর পত্নী একটুখানি হেসে বল্লেন "তা আপনার কৃপায় ষেটের সাতটি ব্যাটা" ব্রাহ্মণি বল্লেন "আহা তা বেঁচে থাক্ তা আমি তো কন্যে আঁটকুড়ির হাতে ভিক্ষে নিই নে মা।" সওদাগর পত্নী না নাইলেন, না খেলেন, গোসা ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। সকালের সূর্য্য মাথার উপর উঠলো, গাই বলদের দল পুকুর জলে গিয়ে পড়লো, সওদাগর ঘরে এলেন। "কিসের দুঃখ, কিসে অভাব ঘটেছে, কি আনবো বল?" "কিছুরি অভাব নাই, কিছু রি দুঃখ নয়, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী যদি একটি কন্যে হবার বর দেন, তবেই উঠবো" সওদাগর আজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মণীর খপর নাও," চারি দিকে লোক লস্কর ছুটলো, বৃদ্ধা এক কাপাস বনে পা ছড়িয়ে চরকা কাটচেন। সওদাগর আর সওদাগর পত্নী এসে পা জড়িয়ে পড়িলেন" আমায় একটী কন্যে বর দিতে হবে, মাগো মানুষ জন্মের সাধ মিটাও গো।" মা মঙ্গলচণ্ডী তুষ্ট হয়ে তথাস্ত বলে একটী শেকড় দিয়ে, বেটে খেতে বল্লেন আর মেয়ে হলে তার নাম রাখতে বল্লেন জয়াবতী। মেয়ে বড় হ'লে জ্যৈষ্ঠ মাস মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করতে আদেশ দিয়ে বল্লেন, এই ব্রত করলে হারালে পায়, কাটলে জোড়া লাগে, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, নিঃসতীনে নিরবধি ভায়ের বোন পুত্রবতী হয়ে ঘর কন্না করে।

যথাকালে সওদাগরের স্ত্রীর প্রসব বেদনা হলো, জষ্ঠি মাস মঙ্গলবার ব্রত করে, প্রসাদ খেয়ে সওদাগর পত্নী মাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, ভক্ত কষ্ট পাচ্চে, কৈলাসে বসে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন উচাটন হয়ে উঠলো, "পদ্মা আমার আসন কেন টলে ?" সহচরী পদ্মা স্মরণ করাইয়াদিল, ধন সওদাগরের স্ত্রী যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। মা মঙ্গলচণ্ডী অমনি পদ্মাকে ধাত্রি বেশে সুতিকা গৃহে

পাঠিয়ে দিলেন, নিজে অলক্ষিতে মাথার শিয়রে এসে সর্ব্বাঙ্গে পদ্ম হস্ত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ সব কষ্ট নিবারণ হয়ে গেল, পদ্ম ফুলের মতন কন্যে জন্মে আঁতুড় ঘর আলো করলে।

মঙ্গলবার, আঁতুড়ে বসে মেয়ের মা সাত ছেলের সাত বৌকে দিয়ে পূজোর যোগাড় করালেন, পুরুত ঠাকুর পূজো করে গেলেন। যতোক্ষন পূজো না হলো মেয়ের মুখে দুধ দিলেন না, নিজের মুখে জল দিলেন না। এমনি করে ক্রমে ক্রমে বছরের পর বছর গেল, জয়াবতী বড় হলো। হিঙ্গুলহলুদেরই বা কি বর্ণ; মেয়ের বর্ণ কাঁচা সোনা; রূপ দেখলে শত্তুর ও ফিরে চায়, সাত ভায়ের বোন মঙ্গল চণ্ডির দান, সবারি কাছে সমান আদর।

জ্যৈষ্ট মাস মঙ্গলবার ঘরে পূজো হচ্চে, এদিকে জয়াবতী সম বয়সীদের দিয়ে বাগানের খেলা ঘরে 'জয় মঙ্গলবার' ব্রত করচেন। ১৭ বাঁটা করেছেন। দুর্ব্বো তুলেছেন, ভারা এঁকেছেন, শাঁক বাছিয়ে হুলু দিয়ে পূজো হচ্চে। বিধাতার লিখন দৈবের ঘটন এমন সময় সেই পথ দিয়ে চাঁদ সদাগরের ছেলে জয়চাঁদ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। "কিসের পূজো হচ্চে, কন্যে; আজ কোন দেবতার ব্রত?" জয়াবতীর সখীরা সব হেসে কুটি কুটি " ও মা কোন দেশের সওদাগর পুত্র এর কোন মুলুকে ঘর! মা মঙ্গল চণ্ডির ব্রত কখন দেখনি?"

জয়চাঁদ অপ্রতিভ হলেন " এ বত্ত করলে কি হয়?" সখীরা সব হেসে উঠলো, জয়াবতী তাঁর চোখের উপর হতে ভিজে চুলের গোছাটি আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলে, ফুল হেন মুখ খানি তুলে বল্লেন "এ বত্ত করলে হারান ধন ফিরে পায়, অস্ত্রে কাটে না, অনলে পোড়ে না, জলে ডোবেনা, নিঃ সতীনে নিরবধি, ভায়ের বোন পুত্রবতী হয়ে ঘর করে'।" জয়চাঁদ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। মেয়েরা সব ফুলে অঞ্জলী দিলেন, গলায় বস্ত্র দিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে, প্রণাম করে, পূজো সাঙ্গ করলেন। এদিকে চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী স্নান করিবার শীতল জল, নানান তেল, সোনার থালে সাজিয়ে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, ভাত সোনার বাটায় চন্দন চুয়া পান নিয়ে ঘর আর বার করচেন, সাত রাজার ধন মানিক, অন্ধের নড়ি, দরিদ্রের কড়ির আজ এতো দেরী কেন? ঝি খবর দিলে, ছেলে বেড়িয়ে এসে গোসা ঘরে দোর দিয়েছে। ওমা, ওমা একি অলক্ষন, কিসের দুঃখ, কিসের অভাব, কার এতো বড় বুকের পাটা, কে কি বলেছে, কে কি দেয়নি? মা অমনি এলো মেলো কাপড়ে ছুটে চল্লেন 'কি ধন্যে

সাধ হয়েছে ? সাগর ছেঁচে মানিক আনতে হবে, না আকাশের চাঁদ পাড়তে হবে, যা চাইবে তাই দোব, মায়ের ওপরে কি রাগ কর্ত্তে আছে, মাকে কি লুকুতে আছে, বাছু আমার উঠে এসো। ছেলে তো কথা কয় না, গা তোলে না। অনেক বলা কহাতে জয়চাঁদ বল্লেন "যদি ধন সওদাগরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও তবেই উঠবো, নৈলে এ প্রাণ আর রাখবো না।" ষাট ষাট যেটের বাছা, এ আর এমন কি কথা, এক্ষুনি আমি লোক পাঠাচ্চি। সোনার কার্ত্তিকের আবার বিয়ের ভাবনা, উঠে এসো মুখে অন্ন দাও এবার কার শুভদিনেই ধন সওদাগরের মেয়ে ঘরে আনবো।"

জয়চাঁদ তখন খুসী হয়ে সুগন্ধি তেল মেখে স্নান করলেন অগুরু চন্দন অঙ্গে লাগিয়ে আহারে বসিলেম।

এদিকে ধন সওদাগর মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন, মনের মতন হচ্চে না; বলে পূর্ব্ব পশ্চিমে লোক ফিরছে, এমন সময় খবর পেলেন, চাঁদ সওদাগরের পুত্র জয়চাঁদ, জয়াবতীকে বিয়ে করতে চান।"

খপর পেয়ে বড় আনন্দ, সওদাগর পত্নী পাঁচ এয়ো ডেকে, তেল দিলেন, হুলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, মা মঙ্গলচণ্ডির পূজো করলেন, যেমন রূপে গুণে কন্যে, তেমনি বর মিলেচে। যথাকালে শুভদিনে শুভক্ষণে চোখে-জল মুখে-হাসি, ধন সওদাগর জয়চাঁদকে কন্যে সম্প্রদান করিলেন। শাঁখ বাজলো, কাড়ানাকাড়া বেজে উঠলো, হুলু দিয়ে জয়বতীর মা এয়োদের সঙ্গে, রাজপুত্র হেন' জামাই বরণ করে, রূপোর বরণডালা মাথায়, সোনার ঝারি কাঁখে, জলঝারা দিয়ে মেয়ে জামাই ঘরে তুল্লেন।

সে দিনও জ্যৈষ্ঠ মাস মঙ্গলবার, সারাদিন বিয়ের গোলমালে জয়াবতীর ব্রত করা হয়নি, মনে পড়ে মন ছটফট করে উঠলো। বাসর ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, জয়চাঁদের গাঁট'ছড়া বাঁধা চাদরে টান পড়লো, জয়চাঁদ চেয়ে দেখলেন, জয়াবতী কোনের দিকে বসে ব্রত করচেন, আপনি কথা বলে, আপনি শুনচেন, তাঁর চোখদিয়ে জল পড়চে, যোড় হাতে বলচেন "মা মা আমার অপরাধ নিওনা মা, সারাদিন তোমায় ভূলে ছিলুম, সে অপরাধ মাপ করো মা।" ব্রত শেষ হতে জয়চাঁদ জিজ্ঞেস করলেন "জয়াবতী এ ব্রত করলে কি হয়?" জয়াবতী আবার পূর্ব্বের মতন উত্তর দিলেন। এ ব্রত করলে হারান ধন ফিরে পায়, অন্ধে

ফাটে না, অনলে পোড়ে না, জলে ডোবে না, নিঃসতীনে নিরবধি, ভায়ের বোন পুত্রবতী হয়ে সুখে ঘর করে।"

ধন সওদাগর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালেন; নৌকাভরে ধন দিলেন, অঙ্গ ভরে অলঙ্কার দিলেন, দাসদাসী, লোক লস্কর অনেক দিলেন। কাড়া নাকাড়া, জগঝম্প বেজে উঠলো, হুলু দিয়ে, শাঁক বাজিয়ে, মাথায় টোপর, পরণে রাঙ্গা সাড়ি, জলের ধারা দিতে দিতে জয়াবতীর বাপ মা চোখের জলে ভেসে, মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন।

নৌকায় উঠে জয়চাঁদ বল্লেন, লোক লস্কর সব এগিয়ে যাও, আমরা একখানা নৌকায় আস্তে আস্তে যাবো।"

লোক লস্কর এগিয়ে গেল। "কালীদ'র ওপোর দিয়ে নৌক চলেচে, নদীর উল কুল নেই, বড় বড় ঢেউ উঠচে, মাঝি মাল্লারা দিনরাত বেয়ে চলেছে। জয়চাঁদ বল্লেন "জয়াবতী! এখানে বড় ডাকাতের ভয়, তুমি এই ময়লা কাপড়-খানি পর; তোমার সব কাপড় গহনাগুলি আমায় দাও, লুকিয়ে রাখি।"

জয়াবতী একে একে সমুদয় অলঙ্কার বস্ত্রগুলি খুলে স্বামীর হাতে দিলেন। জয়চাঁদ সেগুলি কাপড়ে বেঁধে তখনি মাঝখানিতে ফেলে দিয়ে মাঝিদের বল্লেন "এইবার বেয়ে চলো।"

কৈলাসে বসে মা ভগবতী পদ্মাকে ডেকে বল্লেন "পদ্মা বল দেখিনি, আমার আসন কেন টলে?"

পদ্মা বল্লেন "কি বল্‌বো মা, আজ অবধি জয়চাঁদ জয়াবতীকে ছলে।" মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন "পদ্মা রাঘব বোয়ালকে বলো জয়াবতীর অলঙ্কার, বস্ত্র সব গিলে ফেলুক।"

সবাই বাড়ি এলো। সওদাগর পত্নী অষ্টাঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার পরে, বৌ তুলতে এলেন ওমা, ওমা, একি অলক্ষণ? বৌয়ের কোন অঙ্গে কোন অলঙ্কার নেই, হাতে জুই শাখা, "ছি ছি এমন কেপ্পন! সাত ভেয়ের বোন এক কন্যে, তাতেই এই দেওয়ার ছিরি! জয়চাঁদের বৌ এলো এমন বেশে, ঘরের দাসী বাঁদিদেরও এর চেয়ে ভাল কাপড়!"

শাশুড়ি বেয়াই বেয়ানকে লক্ষ্য করে বৌকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন, ননদরা উপহাস্য করতে লাগল, জয়াবতী মনে মনে মা মঙ্গলচণ্ডী কে স্মরণ করলেন, কিছুই বললেন না।

অলক্তা তিলকায় সেজে, কাজল চোখে, সোণার কাজল লতা মাথার গোড়ায়, পাটের দোলনায় শুয়ে আছেন। জয়চাঁদ এদিক ওদিক চেয়ে দেখে, ছেলে তুলে নিয়ে, কুমার বাড়ীর পোণের মধ্যে ছেলে লুকিয়ে রেখে এলেন। কৈলাশে বসে মা ভগবতীর মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পদ্মা আমার আসন কেন টলে ?"

পদ্মা উত্তর করিল "জয়চাঁদ জয়াবতীকে ছলে।" জয়াবতী হেন্‌সেল ঘরে এসে উনুন জ্বালাতে যান কোথাও আগুণ পান না, ব্যস্ত হয়ে কুমোর বাড়ী থেকে আগুণ আনতে গেলেন, গিয়ে দেখেন, কুমোরের পোনে আগুণ সেই, তাঁর সোনার চাঁদের মতন ছেলে, সেথানে খেলা করচে। জয়াবতী আসিতেই নিবানো আগুণ জ্বলে উঠলো, আগুণ নিয়ে জয়াবতী ছেলে কোলে ঘরে এলেন, এ দিকে জয়চাঁদ বাহিরে ঘুরে বেড়াচ্চেন, বাড়ীতে কেবলি আমোদের শব্দ, একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "হাঁগা। সওদাগরের বাড়ী হাসি দেখলে, না কান্না দেখলে ?" ও মা সেকি কথা আজ সেখানে ছেলের ভাত, কেবলি হাসি, কান্না কোথা এই দেখে এলাম জয়াবতী কুমোর বাড়ি থেকে ছেলে কোলে করে ফিরে এলো, মায়ের মুখে পদ্ম ফুটছে, ছেলের মুখে মাণিক ঝরচে।" জয়চাঁদ দেখলেন আগুণে পুড়লো না।

জয়াবতী কাজে ব্যস্ত, জয়চাঁদ ছেলে চুরি করে, গলায় পাথর বেঁধে, ছেলেকে খিড়কির পুকুরে ফেলেদিয়ে পালিয়েগেলেন, সেই সময়েতেই জয়াবতী ধুচুনী কাঁখেকরে চালধুতে গেলেন, পুকুর পাড়ে বসে মুখ নীচু করে চাল ধুচ্চেন, আঁচাল টান পড়লো। "কে আঁচলে ধরে টানে, এমন নরম নরম কার হাত রে ?" ফিরে দেখেন না চাঁদ পানা মুখে মধু পানা হাসি, ছেলে হামা দিয়ে এসে আঁচল ধরচে। "ওমা কোথা যাবো, ভাগিাস এই সময় এসে'ছলুম, ছেলেকে আমার কেউ দেখে না, ধুলো ঝেড়ে ছেলে তুলে নিয়ে চুমো খেতে খেতে ঘরে ফিরে এলেন "ওমা গলায় এমন হীরের পদক কে দিলে, গায়ে এমন পদ্ম গন্ধ কে মাখালে, নিশ্চয় এ সব মায়ের ছল।" সকলকে বল্লেন কোন বড়লোক কুটুম্ব এসে দিয়ে গেছে, এবার জয়াবতী ছেলেকে দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, ঘরে শেকল দিয়ে রেখে, তবে কাজে গেলেন। জয়চাঁদ রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করেন 'সওদাগরের বাড়ি কাঁদে না হাসে'। লোকে বিরক্ত হয়ে বল্লে 'কেমন মানুষ, তুমি এমন আনন্দের দিনে কাঁদবে কেন ? সবাই হাসে, ঘাটে ছেলে হামা দিয়ে গেছল, জয়াবতী ছেলে করে ফিরে এসে আদর করচে, মায়ের প্রাণে সুধা ঝরচে, ছেলের অঙ্গে পুষ্প পরচে।"

জয়চাঁদ বুঝলেন ডুবেও ডোবেনা। চুপি চুপি জয়চাঁদ ঘরে ঢুকে ছেলেকে ধারালো তরোয়াল দিয়ে কেটে রেখে পালিয়ে গেলেন, দেখি এবার যদি বাঁচে, তবে জয়াবতীর ঠাকুরকে মানবো।

সাত শো বেনে খেয়ে উঠে ধন্যি ধন্যি করতে বাড়ি ফিরলো, সবাইকে খাইয়ে, সব কাজ সেরে হাত মুখ ধুয়ে জয়াবতী ছেলে নিতে গেলেন, গিয়ে দেখেন পাটের জোর, মঙ্গল ডোর বাঁধা ছেলে ঘুমুচ্চে, কপালে একটী রক্ত চন্দনের মতন রক্তের টিপ, ষাট্ ষাট্ ষেটের বাছা এমন মঙ্গলের দিনে কে এমন অমঙ্গল করলে, জয়াবতী মাকে স্মরণ করে রক্তের

ফোঁটা ধুয়ে দিয়ে, মায়ের চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। এ দিকে জয়চাঁদের মন ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে "যদি এবার ছেলে না বাঁচে? জয়াবতীকে ছলতে গিয়ে নিজেই জ্বলচেন, যাকে দেখছেন জিজ্ঞাসা করচেন "সওদাগরের বাড়ীর সব কাঁদে না হাসে?" লোকেরা রাগ করে বল্লে "এমন আহাম্মুক তো কখনো দেখিনি, সওদাগরের বাড়িতে সব সুখ সাগরে ভাসে।" "ছেলে কি করচে? জয়াবতী কাঁদেনি?" "শোন কথা একবার, ছেলে মার কোলে শুয়ে খেলা করচে, জয়াবতী ছেলেকে কোলে নিয়ে ছেলের কপালে রক্তর টিপ দেখে রাগ করচে।" জয়চাঁদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, মনে মনে স্বীকার করলেন। দেবতাকে যে মনের সহিত ভক্তি করে, বিশ্বাস করে, কারু হাতে তার অমঙ্গলের ভয় নেই।" জয়চাঁদ তখন জয়াবতীকে সব কথা বল্লেন, ছেলেকে কোলে নিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বচ্ছর যায়, বাণিজ্য যাবার সময় হলো, সাত তরী সাজিয়ে নিয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে, জয়চাঁদ সিংহল দেশে বাণিজ্য করতে চল্লেন। যাবার সময় মা মঙ্গলচণ্ডীর কথা মনেও পড়লো না, ভরা পালে নৌক ছুটে চল্লো।

নদীর পর নদী, দেশের পর দেশ, সাত রাজার রাজত্ব আসে, সাত রাজার রাজত্ব যায়, সওদাগরের তরী উজান বেয়ে চলেচে। মাঝ সমুদ্রের চারিদিকে ঢেউ উঠ্‌ছে, মেঘের শব্দে সমুদ্র জল গর্জ্জন করচে, একদিন সন্ধ্যে বেলা পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জোচ্ছনায় চারিদিকে 'ফিনিক ফুটে আছে' জয়চাঁদ দেখলেন ঢেউএর উপর পদ্মবন তাতে হাজার হাজার পদ্ম ফুটে জল আলো করে আছে, আর সেই কমল দলের ওপোর কমলেকামিনী, গণেশকে কোলে করে চুমো খাচ্চেন। বাতাসে কমল কানন হেলচে, গন্ধে ভোমরাগুলো ছুটোছুটি করে ফিরচে।

মা এসেছিলেন সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দিতে, কিন্তু বয়েসের অহঙ্কারে জয়চাঁদের তা মনে পড়লো না, আশ্চর্য্য হয়ে কেবল দেখতে লাগলো, দেখতে দেখতে চক্ষের পলকে কমলবন কমলেকামিনীকে নিয়ে মিলিয়ে গেল।

দুরদেশ থেকে সাধু এসেছে, রাজা আসন দিলেন, পান দিলেন, সভায় বসিয়ে পথের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন "কি দেখ্‌লে সওদাগর, পথের সংবাদ প্রকাশ করো।"

জয়চাঁদ বলিলেন "কি দেখলুম মহারাজ, এমন কখনও দেখিনি, মাঝ সমুদ্রে কমলেকামিনী দেখেছি" রাজা বল্লেন 'দেখাতে পার' অর্দ্ধেক রাজত্ব দোব, রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে দোব, না দেখাতে পারো, গর্দ্দান নোব" 'সাক্ষী রইলেন চাঁদ সূর্য্য' জয়চাঁদ সমুদ্রের তীরে রাজাকে নিয়ে গেলেন, কোথায় বা কমলবন! কোথায় বা কমলেকামিনী, 'আথালি পাথালি, জলের ঢেউ' আছাড় খেয়ে পড়চে। রাজা হুকুম দিলেন 'জুয়াচোর বেটাকে মশানে নিয়ে যাও, কাল সকালেই গর্দ্দান নিয়ে এসো।"

জয়চাঁদকে হাতে দড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে নিয়েগিয়ে বুকে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দক্ষিণ মশানে রাখা হলো।

এ দিকে স্বামীর বিপদ; সতীর মন পলকের মধ্যে তা জানতে পেরেচে, জয়াবতীর বামচক্ষু নাচচে; ঈশান কোনে টিকটিকি পড়চে; সিঁথের সিঁদুর ম্লান হয়েচে; পুজোর ঘরে দুয়ার দিয়ে না খান; না ওঠেন, জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকতে লাগলেন।

ভক্তের ডাক ভগবতীর চরণে পৌঁছাইল; পদ্মাকে বল্লেন "দেখতো পদ্মা কে আমায় আকুল হয়ে স্মরণ করচে?" পদ্মাবতী খড়ি পেতে বল্লেন "আপনার সেবিকা জয়াবতীর বড় বিপদ, সিংহলের রাজা জয়চাঁদকে কেটে ফেলতে হুকুম দিয়েচেন।" তখনি মা কমল বন রচনা করে, নিজে গিয়ে গণেশ জননী রূপ ধারণ করে কমল বনে বসে রইলেন, মাঝি মাল্লা রাজার লোকরা, ওঠেকি পড়ে ছুটে গিয়ে রাজার কাছে খপর দিলে। রাজা স্বচক্ষে দেখতে এলেন, এসেই সব বুঝতে পেরে ভক্তিতে আনন্দে রাজার চক্ষে শত ধারা বইতে লাগ্‌লো, গণেশ জননীর উদ্দেশে স্তবস্তুতি করে, তখনি ছুটে গিয়ে নিজের হাতে লোহার দোর খুলে বুকের পাথর নামিয়ে জয়চাঁদের বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে মিনতি করতে লাগলেন, জয়চাঁদ তখন সব বুঝতে পেচেন, সারারাত্তির ধরে চক্ষের জলে ভেসে মাকে ডেকেছেন, রাজাকে আশ্বাস দিয়ে স্থির করলেন, বল্লেন "মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত মেয়েদের করতে বলবেন সকল সময় মঙ্গল ঘটবে" 'তথাস্ত' বলে তখনি গিয়ে রাণীকে রাজকন্যেকে 'জয়মঙ্গলবার ব্রত' করতে বল্লেন, তাঁরাও শুদ্ধচিত্তে মঙ্গলবার দিন ব্রত গ্রহণ করলেন।

এদিকে রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন "দেখতে পারলে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন ও রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে দিবেন" শুভদিন দেখে শুভলগ্নে জয়চাঁদকে সে কথা ডেকে বল্লেন। প্রথম জয়চাঁদ একটু ভাবলেন তারপর রাজিহলেন মনে মনে বল্লেন আচ্ছা দেখাযাক কেমন জয়াবতীর সতীন না হয়।

বিয়ের সব উয্যুগ সব আয়োজন, রাজকন্যে শুনলেন "তাঁর সতীন আছে"। আশ্চর্য্য হয়ে পুজো করতে বসে মা মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে বল্লেন "এ কেমন হলো মা, নিঃসতীন তো কই হলো না?" মা মঙ্গলচণ্ডী সেই রাত্রেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে রাজাকে গিয়ে স্বপ্ন দিলেন "তোমার মেয়ে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করচে তুমি তাকে সতীনের হাতে দিতে চাইচ সাবধান করে দিচ্চি তুমি তার জয়চাঁদের সঙ্গে বিয়ে দিলে তোমার মঙ্গল হবে না, তুমি অন্য ধনে জয়চাঁদকে তুষ্ট কর।" জয়চাঁদকে স্বপ্ন দিলেন "জয়াবতীর মত সাধ্বী স্ত্রীকে তুই বারে বারে ছলনা করে কষ্ট কষ্ট দিচ্চিস এতো করেও তোর সাধ মিটলো না, আবার তার সতীন করে দিতে চাস্।"

সকালে উঠে জয়চাঁদ দরবারে গিয়ে বল্লেন "মহারাজ আমায় মাপ করতে হবে"। রাজা বল্লেন "আর বলতে হবে না বুঝতে পেরেচি, মা মঙ্গলচণ্ডীর নিষেধ তোমাকে কন্যে দান করব না।" জয়চাঁদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তার পর জয়চাঁদের দেশে ফেরবার সময় হোল, রাজা জয়চাঁদের মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন হাতে গুয়া পান দিলেন, ধন রত্নে ১৭ তরী বোঝাই করে দিলেন। এ দিকে অনেক দিন হলো জয়াবতী স্বামীর কোন খবর

পাননি, মনে সুখ নেই মুখে হাসি নেই পূজো করচেন, বর মাগচেন, এমন সময় খবর এলো সাধু বাড়ী ফিরেচেন, চারিদিকে জয়ডঙ্কা বাজছে, হুলুধ্বনি হচ্চে, সওদাগরের বাড়ি আনন্দে পুলকিত।

"মঙ্গলচণ্ডীর বরে সাধু এলো, ঘরের সাত তরী গেল ১৭ তরী এলো।"

তার পর জয়চাঁদ জয়াবতী, পুত্র পৌত্র নিয়ে সুখে ঘর কন্না করতে লাগলেন, দিন দিন মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রচার ঘরে ঘরে হতে লাগলো, নরলোকের মধ্যে দুঃখ শোক অভাব কমে, আনন্দ ও শান্তি বিরাজ করতে লাগলো।

"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।"

শ্রীমতীঅনুপমা দেবী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবী কৃত হলে অসুর রাজন্।
ইন্দ্র আদি দেব করি অগ্রে হুতাশন॥
কাত্যায়নী তুষ্টি হেতু ইষ্ট লাভ করি।
হর্ষেতে প্রফুল্ল হয় বদন সবারি।
হে মাতঃ প্রসন্না হও ভয়ার্ত্ত জনারে।
প্রসন্না হও মা তুমি জগৎ সংসারে॥
প্রসন্না হইয়া বিশ্বে করহ পালন।
অখিল ঈশ্বরী তুমি অখিল কারণ।
জগতে আধার ভূতা হও তুমি একা।
মহীরূপে যেই হেতু আছ মা অম্বিকা॥
সলিল রূপেতে তুমি ব্যাপেছ ভুবনে।
সম দুর্ণিবার বীর্য্য ধরে কোন জনে॥
অশেষ তোমার কার্য্য বৈষ্ণবী শকতী।
তোমার পরম মায়া দেবী বলবতী॥
সকলে মোহিত তুমি করেছ অম্বিকে।
তুমিই প্রসন্না হলে মুক্তি পায় লোকে॥
সর্ব্ব বিদ্যা ভেদ দেবী হও মা আপনি।
তোমার বিভূতি হয় সকল রমনী॥
একা তুমি ব্যাপিয়াছ জগৎ সংসার।
স্তব-পারা তব স্তুতি কি করিব আর॥
সকল জীবের মুক্তি স্বর্গ প্রদায়িনী।
তোমার কি স্তব হয় স্তব নাহি জানি॥
বুদ্ধি রূপে থাক মাতা জীবের হৃদয়ে।
মুক্তি দাও নারায়ণী প্রণমি ওপায়ে॥
কলা কাষ্ঠা আদি রূপে পরিণাম দাতা।
বিশ্বের পরম শক্তি নমঃ বিশ্বমাতা॥
সকল মঙ্গলময়ী সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণাগতেরে রক্ষ নমস্তে অম্বিকে॥

শক্তি ধর বিনাশ করিতে সৃষ্টি স্থিতি।
গুণাশ্রয় গুণময় নমস্তে পার্ব্বতী॥
ত্রাণ কর দীন আর্ত্ত শরণাগতেরে।
দেবী সর্ব্ব আর্ত্তিহর প্রণমি তোমারে।
হংসযুক্ত বিমানেতে হইয়া ব্রহ্মাণী।
কুশাগ্রের জলে দৈত্যে বধ নারায়ণী॥
মহাবৃষে চড়ি শূল চন্দ্র অহি ধরি।
মাহেশ্বরী রূপে দেবী নমঃ মাহেশ্বরী॥
মহাশক্তি ধরি দেবী ময়ূর বাহনে।
কৌমারী রূপেতে স্থিতি নমঃ শ্রীচরণে॥
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ আয়ুধ লইয়া।
বৈষ্ণবী রূপেতে নমঃ নমঃ মহামায়া॥
মহাচক্রে লয়ে দন্তে ধরি বসুন্ধরা।
বরাহা রূপিণী শিবে নম পরাৎপরা॥
নারসিংহী রূপে উগ্রে মারহ দানবে।
ত্রিলোকের ত্রাণ হেতু ডাকিয়া আহবে॥
কিরীটিনী বজ্রলয়ে সহস্র নয়নে।
নমঃ নমঃ ঐন্দ্রি রূপে বধ দৈত্যগণে॥
ঘোর রূপা শিব দূতী বধে দৈত্য দলে।
নারায়ণী নমস্কার করিগো সকলে॥
শির মালা গলে দংষ্ট্রি করাল বদন।
চামুণ্ডা রূপেতে কর মুণ্ডের মথন॥
লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টিস্বধা
মহারাত্রি নারায়ণী নমস্তে জয়দা॥
মেধাস্বধা সরস্বতী ভূতি তম মাহেশ্বরী।
নিয়ন্তা প্রসন্না হও নমস্কার করি।
সর্ব্ব রূপা সর্ব্ব কার্য্যা তুমি সর্ব্ব শক্তি
ভয়ার্ত্ত জনের আর্ত্ত হর দুর্গা সতি॥
সুন্দর বদন তব শোভে ত্রিনয়ন।
নমঃ কাত্যায়নী রক্ষ সকল ভুবন॥

উজ্জ্বল করাল উগ্র তব শূল দিয়া।
আমাদের রক্ষ দেবী অসুর মারিয়া॥
দৈত্যগণ হীন বল ধনুক টঙ্কারে।
মাতা তব ঘণ্টা শব্দে পাপ ক্ষয় করে॥
করোজ্জ্বল খড়্গ পঙ্ক অসুর বধিয়া।
বসা রক্তে, শুভ কর সেই খড়্গ দিয়া॥
তুষ্টা হলে সর্ব্ব রোগ কর মা হরণ।
রুষ্টা হলে কোন ইষ্ট না হয় সাধন॥
তোমার আশ্রিত নর বিপন্ন না হয়।
যে তব আশ্রিত তার যথার্থ আশ্রয়॥
নানা রূপে নিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
আজিকে নাশিলে ধর্ম্ম দ্বেষ দৈত্যগণ॥
তোমা বিনা কোন জন পারে ইহা আর
এই রূপে নাশ দেবী অরি সবাকার॥
বিদ্যা শাস্ত্রে বাক্যে আর বিবেক আদিতে
তোমা বিনা কেবা আর এ তিন ভূমিতে॥
মমত্ব গর্ত্ততে ফেলি মহা অন্ধকারে,
তুমিই ঘুরাও মাতা এ বিশ্ব সংসারে॥
উগ্র বিষ ভয়ঙ্কর নাগগণ যথা।
দৈত্যগণ যথা মাতঃ রক্ষা কর তথা॥
অপার পয়োধি মধ্যে যথা দাবানল।
সেই সেই স্থানে থাকি রক্ষ মা সকল॥
বিশ্বেশ্বরী এই বিশ্বে করহ পালন।
বিশ্বধাত্রী বিশ্বে মা গো করহ ধারণ॥
যে জন তোমার পায় প্রণাম করয়।
যে তোমার করে ভক্তি তার বিশ্বাশ্রয়॥
প্রসন্না হইয়া অরি-ভীতে কর ত্রাণ।
যে রূপে বধিলে আজি অসুরের প্রাণ॥
সর্ব্ব জগতের দুঃখ শীঘ্র নাশ কর।
উৎপাত জনক সর্ব্ব উপসর্গ হর॥

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০১০।

৩০শ ভাগ। ৩ হইতে ৬ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র। | সন্ ১৩১৬ সাল। ইং ১৯০৯—১০ খৃঃ।

শ্রীবিশ্বনাথো জয়তি।

বিশেষ নিবেদন।

নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে এবং বায়ু প্রবাহের প্রতিকূলে নৌকা চালিত করিলে যেরূপ অসুবিধা অনুভব করিতে হয়, ঐরূপ দেশ কালের প্রতিকূল কোন পুরুষার্থ করিলে অসুবিধা এবং বিলম্ব হইয়া থাকে। সেই জন্যই আমাদের কার্য্যেও সময় সময় আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অসুবিধা আসিয়াছে। সম্পাদকের পরিবর্ত্তন, প্রেসের অসুবিধা এবং কর্ম্মচারীদের পীড়াদি বশতঃ সময়ে ধর্ম্ম প্রচারক বাহির হয় নাই। সে জন্য পাঠক গণ ক্ষমা করিবেন।

বিলম্ব হইবার আর একটি কারণ এই যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের হিন্দী মাসিকপত্র 'নিগমাগম চন্দ্রিকা', উর্দ্দু মাসিকপত্র 'শ্রীমহামণ্ডল সমাচার, গুজরাটি মাসিক পত্র 'শ্রীসনাতন ধর্ম্ম' এবং মহারাষ্ট্রীয় মাসিক পত্র 'ভারতধর্ম্ম' সকল গুলিরই বৎসর চৈত্র মাস হইতে প্রারম্ভ হইয়া থাকে। ঘটনা চক্রে ধর্ম্ম প্রচারকের বর্ষারম্ভ অন্য রূপ হওয়ায় শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যে কিছু কিছু অসুবিধা হইয়া থাকে। সেই জন্য শ্রীমহামণ্ডলের কর্ত্তৃকপক্ষগণের ইচ্ছায় উহার পরিবর্ত্তন করিতে হইল এবং এবারে ধর্ম্ম প্রচারকের বর্ষারম্ভ চৈত্র মাস হইতে ধরিবার জন্য ভাদ্র পর্য্যন্ত সংখ্যা একই 'কভার' মধ্যে প্রকাশিত করা হইল।

পাঠকগণের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা যেন ২৯শ ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যাতেই ঐ বৎসরের অর্থাৎ ঐ ভাগের শেষ ধরিয়া লন এবং চৈত্র সংখ্যা হইতে ৩০শ ভাগ প্রারম্ভ হইল মনে করেন। এই ছয় সংখ্যা ৩০শ ভাগের ছয় সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইল। সন ১৩১৬ সাল ধরিতে হইবে। ভবিষ্যতে শ্রীমহামণ্ডলের অন্যান্য মাসিক পত্রের নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রচারকের বৎসর এবং ভাগ সংখ্যাও চৈত্র মাস হইতেই প্রারম্ভ হইবে।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণের ইহাও শুভেচ্ছা যে উহাঁদের যত্নে যে মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেড্ নামক মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে উহার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইলে এবং উহার ভাল প্রেস কার্য্যকারী হইলে শ্রীমহামণ্ডলের সকল মাসিক পত্র গুলির স্বরূপ, আকার এবং ব্যবস্থা পদ্ধতি উন্নত করা হইবে। যদি শ্রীবিশ্বনাথের ইচ্ছা হয় আশা করি আগামী চৈত্র মাস হইতে নূতন বৎসরের নূতন ধর্ম্মপ্রচারক সভ্যগণ নূতন আকারে পাইবেন।

নিবেদক,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তৃতীয়োপদেশ।

সংসর্গ ও সংসর্গশক্তি।

(২১৮ পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত অহিংসাদি সামান্য ধর্ম্ম, বিবাহাদি বিশেষ ধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, যোষিদ্ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, আহার প্রভৃতির মূলে "সংসর্গ" পদার্থটা নিহিত আছে, এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরায়ই হউক, স্থূলভাবেই হউক আর সূক্ষ্ম ভাবেই হউক সংসর্গটা সকলেরই ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে অনুবিদ্ধ আছে; এই সংসর্গের অনুরোধেই হিন্দুশাস্ত্রে এত কড়াকড়ি নিয়ম, সৎসংসর্গে স্বর্গে যায়, অসৎ সংসর্গে নরকে যায়। চণ্ডালের ছায়াস্পর্শ করিতে নাই, রজস্বলা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, অপরের বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে নাই, আহারের সময়ে পিতা মাতা ও স্ত্রী ব্যতীত অপরে স্পর্শ করিলে * আর আহার করিতে নাই, আহারের সময় বস্ত্রে উচ্ছিষ্টার লাগিলে ঐ বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে হয় ইত্যাদি যতকিছু খুটিনাটী, তাহার কারণ একমাত্র "সংসর্গ"। এই সংসর্গের জন্যই এত বাছ বিচার। তবে এই সংসর্গটা কি? ইহা এ স্থলে পরিস্ফুট করা কর্ত্তব্য, সংসর্গ টা কি তাহা বুঝিতে পারিলেই ভবিষ্যতে বক্তব্য দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, অল্পায়ু ও অস্বাস্থ্যের বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ জন্য সংসর্গ ও সংসর্গ শক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

* কোন কোন ঋষির মতে আহার কালে স্ত্রীস্পর্শও নিষিদ্ধ।

• "সংসর্গ" অর্থ—সম্বন্ধ —সংশ্রব। এই সংসর্গ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। তাহাও আবার স্থান বিশেষে, বিষয় বিশেষে বহু প্রকার, যেমন—সাক্ষাৎ পরম্পরা দূরত্ব, নিকটত্ব, প্রতিকূলত্ব ও অনুকূলত্ব ইত্যাদি।

যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ ভস্ম করে, সূর্য্যরশ্মি সংযোগে পদ্ম বিকশিত হয়। শাস্ত্রকারগণ পাপী ও পাপের সংসর্গ মনে মনে করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। চণ্ডালের ছায়াও স্পর্শ করিবে না, পাষণ্ডের সহিত আলাপও করিবে না, ধর্ম্মধ্বজী বৈড়াল ব্রতীকে পানীয় জলমাত্রও দিবে না, দিলে পাপী হইবে।

মনুবলেন :—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজ
ন বক ব্রতিকে বিপ্রে (*) নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ" ॥ (৪।১৯২)

অর্থ—হে দ্বিজ! ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ, বিড়াল তপস্বী, বক ব্রতধারী ও বেদে অশিক্ষিত ব্রাহ্মণকে পানার্থ জলও দিবে না।

কি ভয়ঙ্কর কথা? কি রোমহর্ষণ ব্যাপার? পিপাসার্ত্ত বৈড়াল ব্রতীকে জল প্রদান করিলে পাপ হইবে, ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ বা নৃশংসের দুর্ব্বাক্য নহে? আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু মনুর এই উপদেশের ভিতরে অবশ্যই একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা একটা উপাখ্যান দ্বারা প্রকটিত হইতেছে:—

এক সময়ে কোনও একটী পথিক প্রবল বাত্যায় ও ঝটিকায় উৎপীড়িত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল, অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহদর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল বাহিরের ঘরে কেহই নাই। ঘরের বস্তু সামগ্রী দেখিয়া বুঝিল উহা চর্ম্মকারের গৃহ, অগত্যা তাহাতেই প্রবেশ করিল। সেই গৃহ কোণে পিঞ্জরে একটি শুক পক্ষী ছিল। পক্ষীটি পথিককে দেখিবা মাত্র আরক্ত নয়নে বলিতে লাগিল "তুই কেরে শালা? বেটা বের হ, শালা তুই চোর, বের হ বের হ", এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া, পথিক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনতিদূরে অপর আর একটি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া যেই তাহার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল, তখনই পথিক শুনিতে পাইল "আহা মহাশয়! আসুন্ আসুন্ আপনার বড়ই ক্লেশ হইতেছে, এই কম্বলাসনে উপবেশন করুন, আহা আপনি কতই কষ্ট পাইয়াছেন।"

পথিক সেই বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং দেখিল একটি শুক পক্ষী পথিককে এই রূপ মৃদু সম্ভাষণ করিতেছে।

পথিক তদ্দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "হে পক্ষিন্! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, দেখিতেছি তোমাদের দুইটি পক্ষীর একই আকৃতি। কিন্তু সেই চর্ম্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন তিরস্কার করিল আর তুমিই বা কেন মৃদু সম্ভাষণে অমৃতাভিষিক্ত করিতেছ? ইহার কারণ কি?"

তখন শুক পথিকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া সংস্কৃত বাক্যে কহিলঃ—

"মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি,
গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যং।
ন তস্য দোষো ন চ মে গুণো বা,
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থ—(হে পথিক!) আমার ও সেই চর্ম্মকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিতা একই (কিন্তু দৈব বশাৎ) আমাকে মুনিরা আনিয়াছেন, এবং তাহাকে চর্ম্মকারেরা আনিয়াছে। এখানে আমি সর্ব্বদা মুনিগণের কথা শ্রবণ করিয়া থাকি। সে কিন্তু চর্ম্মকারের স্বভাব সিদ্ধ নীচজনোচিত অশ্লীল কথাই শুনিয়া থাকে। ইহাতে আপনি আমার গুণ মনে করিবেন না। এবং সেই পক্ষীরও দোষ মনে করিবেন না। যে হেতু দোষ ও গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদনুরূপই হইয়া থাকে।

কবি এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিলেন, যে সংসর্গের এমনই শক্তি, মনুষ্যের ত কথাই নাই সংসর্গজনিত দোষ এবং গুণ পশু পক্ষীতে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যও যে জাতির সংসর্গ ও যে জাতীয় ভাষা শিক্ষা করে, সেই জাতীয় ভাব তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইবেই হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

অতএব পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, বৈড়াল ব্রতীকে জল দান করিবে না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা ওরূপ নৃশংস স্বার্থ পর পাপাত্মা, তাহাদের কোনও রূপ সংসর্গ করিবে না, জল দান করিতে গেলেই বৈড়াল-ব্রতীর নিকটে যাইতে হইবে, সুতরাং তাহাদের নৈকট্য সম্বন্ধও অতি নিষিদ্ধ, কি জানি যদি তাহাদের নিকট গমন করিলে, সেই পাপাত্মার পাপবৃত্তি সংক্রামিত হইয়া যে জল দিবে তাহার শরীরেও প্রবিষ্ট হয়, এই আশ-কায়ই বৈড়াল ব্রতীকে জল দান নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা জল দান তুল্য পুষ্ট কর্ম্মের নিষেধ দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যে দুষ্টাত্মার কোনও রূপ সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে, দুষ্ট লোকের জীবনের সাহায্য করা কেবল তাহার পাপ বৃত্তির পোষণেই পরিণত হইবে, জগতের অনিষ্ট সাধনেরই কারণ হইবে। এই কারণেই মনু মানবগণকে দুষ্ট সংসর্গ হইতে আত্ম রক্ষার জন্য সাবধান করিয়া গিয়াছেন, নতুবা কিঞ্চিৎ জল দান করিলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে পূর্ব্ব উক্ত শ্লোকের এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংসর্গের প্রশংসা আছে, এবং সৎসংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন। মনে ভাবুন এইমাত্র আপনি কোনও সাধু সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন আপনার মনে অতর্কনীয় ভাবে

বিনয়, আর্জ্জব, সত্যবাদিতা ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবশ্যই উপস্থিত হইবে, এবং সেই হৃদয়স্থিত বিনয়াদির চিহ্ন কৃতাঞ্জলি প্রভৃতি ও আপনি জন্মিবে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আবার তথা হইতে আপনি যেই স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখন আপনি সেই বিনয়, দয়া ও শিষ্টতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল হারাইতে লাগিলেন, সাধুর সাক্ষাতে যে বিনয়াদির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, পথে আসিতে আসিতে সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল, অবশেষে একবারে মিলিয়া গেল।

কেন এমন হয়? তাহা আপনি আর উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তবে কিনা মোটামুটি সৎ সংসর্গেরই ঐ রূপ মহিমা। এই প্রবন্ধে এইটুকু ভাঙ্গিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তৎ সমুদায়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন, সত্ত্বের ধর্ম্ম.—সুখ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রকাশাদি সদ্‌গুণ। রজোগুণের ধর্ম্ম—দুঃখ, লোভ এবং কার্য্যোদ্যম প্রভৃতি। তমোগুণের ধর্ম্ম—অজ্ঞান, আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা প্রভৃতি। আবার সুখ, দুঃখ এবং অজ্ঞান—প্রভৃতিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক রূপে তিন তিন প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লিখিত হইল না।

সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ইহাও স্বভাব যেএকে অপরকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়।

যথা সাংখ্যকারিকা ১২।

"পরস্পরাভিভবাশ্রয়জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"।

যখন যাহার সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি সুখী, শান্ত ও সাধু রূপে পরিণত হয়। এবং যখন যাহার রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহার শরীরে দয়া, বিনয় ও হিতাহিত বোধ কিছুই থাকে না। আর যখন তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া সত্ত্ব ও রজো গুণকে দমন করিয়া ফেলে, তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞান, অলস বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। এমন কি জড় প্রস্তরখণ্ডের মত হইয়া পড়ে। তখন তাহার এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও সে টের পায় না।

কেন একগুণ উত্তেজিত হইয়া অপর গুণকে পরাভূত করে, এখন তাহাই বুঝান যাউক। কেনই বা এক গুণ বলবান হয়? কেনই বা অপর গুণ কমিয়া যায়? তাহার কারণ নানাবিধ বস্তুর সংসর্গ। যেমন কোনও পথিক প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতে ছিল, এমন সময়ে সে শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিল, তরু তলে শীতল সমীরণ সেবন করিল, তখনই সেই জল পান ও সমীরণ স্পর্শাদি সংসর্গে শরীরের সত্ত্ব ভাব উদ্রিক্ত হইল, এবং রজঃ ও তমঃ অপনীত হইল, সুতরাং পথিককেও সুখী বোধ হইল।

এই রূপ মনে কর কোনও একটি প্রকৃতিস্থ লোক মদ খাইল, আবার খাইল, কিছুক্ষণ পরে নেশা হইল, জলে স্থল ও স্থলে জল দেখিতে পাইল, ভাইকে শালা, শালাকে বাবা বলিল, হাসিল, কাঁদিল, বমি করিল, তাহাই আবার খাইল, তাকিয়া ছিঁড়িল, তুলা উড়াইল, কতকি করিল। তখন সুরাদেবীর পানরূপ সংসর্গে তাহার সত্ত্বগুণ অপসৃত হইয়াছিল, এবং রজঃ ও তমঃ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, কাজেই প্রকৃতি হারাইয়া নানা রূপে অসুখী, বা বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

আবার সেই রূপ কোন দুষ্ট ব্রণযুক্ত রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া যদি তাহার ব্রণ কাটিয়া, ছিঁড়িয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তখন সেই রোগীর ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ সংসর্গে সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় জ্ঞান মাত্রও থাকে না বলিয়া সে দুঃখানুভব করিতে পারে না। কারণ, তখন সে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

রৌদ্র প্রতপ্ত, মদ্যপায়ী ও ব্রণ রোগীর অবস্থা যেমন স্পষ্টরূপে দেখা যায়, সৎ সংসর্গ বা অসৎ সংসর্গের কার্য্য তেমন দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিস্ফুট হইয়া কালে প্রত্যক্ষ পথে উপস্থিত হয়।

যাহারা রজোগুণ প্রধান, যাহারা প্রকৃতিতে দুর্জ্জন, লম্পট, হিংস্রক, তাহাদিগের মধ্যে যদি এক জন সাধু চুপ করিয়া বসিয়াও থাকে, তবু সেই সকল অসতের শরীর হইতে দৌর্জ্জন্য, লাম্পট্য ও হিংসাবৃত্তি, প্রভৃতি দোষরাশি ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া সেই সাধুর শরীরে একটু একটু করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন কিছু দিন পরে, তাহার সাধুবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইবে। এবং চিত্তে কুভাব কুচিন্তা উদিত হইবে। কেন না অসতের সহিত এক স্থানে উপবেশন রূপ সংসর্গের স্রোতে অসদ্‌বৃত্তি সকল সাধুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া যায়। কিছুদিন এরূপ সংসর্গ গাঢ়তর হইলে, তখন সাধু আর সাধু থাকিবে না অসাধু হইয়া পড়িবে। এই জন্যই অসতের সংসর্গ নিষিদ্ধ। ইহা বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন যথা—প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণে:—

> "এক শয্যাসনং পংক্তির্ভাণ্ডপকান্ন মিশ্রণং।
> যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথাচ সহভোজনং ॥
> নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ।
> সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥"

(কূর্ম্ম, উপ, ১৫ অঃ)

অর্থ—এক আসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে ভোজন, একপাত্র মিশ্রন ও পক্কান্ন মিশ্রণ, এই পাঁচটি লঘু সংসর্গ, এবং যাজন, অধ্যাপন, পতিত স্ত্রী অথবা পতিত পুরুষ সম্ভোগ, পতিত কন্যা বিবাহ বা পতিত বরের সহিত কন্যার বিবাহ, নিজের বা পরের অন্ন এক পাত্রে একত্র ভোজন, এই যাজনাদি চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ। উক্ত নববিধ সংসর্গ পতিতের সহিত করিবে না এবং পাপীর সমীপে থাকিলেও পাপ সংক্রান্তি হয়।

মহর্ষি পরাশর বলেন:—

"আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

অর্থ—যেমন তৈল বিন্দু জলে ফেলিবা মাত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ একের শরীর হইতে পাপ বৃত্তি সকল, একসঙ্গে উপবেশন, যাজন, গমন, এবং পরস্পর আলাপ ও একত্র ভোজন রূপ সংসর্গে অপরের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি দেবল বলেন:—

"সংলাপস্পার্শনিঃশ্বাস সহ শয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং" ॥

অর্থ—পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র আহার, যাজন, অধ্যাপন, ও যোনি সম্বন্ধে, এক শরীর হইতে অপর শরীরে পাপ সংক্রান্তি হয়।

এই জন্যই প্রাচীনেরা অন্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না, এবং অপরের নিঃশ্বাস বা হাঁচি গায় ঠেকিলে দোষ মনে করিতেন॥

ওলাউঠা রোগীর নিঃশ্বাসের সহিত পাকাশয় হইতে ওলাউঠা রোগের সূক্ষ্ম বীজ সমস্ত বাহির হইয়া অপরের শরীরের উশ্বা বা প্রশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্মায়, এজন্য ওলাউঠা প্রভৃতি কতক গুলি রোগ সংক্রামক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—কুষ্ঠ, সন্নিপাত জ্বর, শোষ, নেত্রাভিস্যন্দ এবং ঔপসর্গিক অর্থাৎ উৎপাতাদি জনিত মড়ক যেমন বসন্ত, ওলাউঠা, ও বিউবোনিক প্রভৃতি রোগ সংক্রামক, যথা নিদান স্থানে ৫ম অধ্যায়ে।

"প্রসঙ্গাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিস্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং" ॥

কিন্তু রোগাদি স্থূল বিষয় গুলি অনুভব করা যায়। আর সংক্রামক কুবৃত্তি কুভাব সকল স্ফুটবোধ্য নহে। পরন্তু প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝা যায়।

মহর্ষি ছাগলেয় বলেন:—

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥"

অর্থ—আলাপ, দেহস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন একত্র শয়ন, ও অধ্যয়ন, এই সকল সংসর্গে পাপ বৃত্তি গুলি এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়।

শরীর তত্ত্ববিৎ হারীত ঋষি বলেন—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধ্যতি॥"

অর্থ—পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপ বৃত্তি গুলি তাহাতে সংক্রান্ত হওয়ায় তিনি আর পুণ্যাত্মা পুরুষ থাকেন না পাপী হইয়া উঠেন যে হেতু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"।

কিন্তু যিনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা অর্থাৎ যাহার সত্বগুণ এত উদ্রিক্ত যে শত শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছুরিত পাপরাশিও তাহার সত্বাগ্নিতে তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই পুণ্যাত্মা শত শত পাপীকে শোধন করিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে সদ্‌-বৃত্তি গুলি প্রসৃত হইয়া পাপীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য পাপীর পাপবৃত্তি সমূহ তিরোভূত হইয়া যায়। কিন্তু এক দিন কি দুই দিনে সংসর্গের শক্তি বিকাশ পায় না। দীর্ঘ কালেই তাহা জাগিয়া উঠে।

অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরা বলেনঃ—

"সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।"

অর্থ—পতিত ব্যক্তির সহিত এক বৎসর কাল একত্র ভোজনাদি সংসর্গ করিলে শুদ্ধও পতিত হয়। তম্মধ্যে লঘু গুরু সংসর্গের প্রভেদ অনুসারে নানা প্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে। তন্ত্র শাস্ত্রে কথিত আছেঃ—

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঞ্চ ভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥"

অর্থ—মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, পত্নীকৃত পাপ স্বামীতে এবং শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়॥

অধিক কি যদি ভোজন সময়ে এক পংক্তিতে এক জন পাপী উপবেশন করে, তবে তাহার মানসিক ও শারীরিক পাপবৃত্তিগুলি অপরের সম্মুখস্থ অন্নে সংক্রান্ত হয়। আবার সেই অন্ন যে ভোজন করে তাহাতে ও ঐ পাপ বৃত্তি প্রবিষ্ট হয়। অতএব সমস্ত পংক্তিকে দূষিত করে বলিয়া সেই পাপী ব্রাহ্মণকে পংক্তিদূষক কহে। সেই পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণকে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২—১৬৭ শ্লোকে তিরনব্বই প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ব্যবসায়ী, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, এমন কি উহারা এক পংক্তিতেও বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু গৃহস্থ সমাজে ওরূপ ভাবে পংক্তি ভোজন না করা অপরিহার্য্য, অতএব উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয়েই ভোজনের সময় নিজের নিজের চারিধারে, ছাই, খড় অথবা জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া পংক্তি ভেদ করিয়া আহার করিবে। তাহাতে দোষ স্পর্শিবে না।

ইহাই আহ্নিক আচার তত্ত্বে ব্যাস দেব বলেন:—

"অপ্যেকপংক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি:
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ।
ভস্ম-স্তম্ব-জল-দ্বার-মার্গৈঃ পংক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ"। ইতি।

অর্থ—নিজের বন্ধু বান্ধবের সহিতও, পরিবৃত হইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা উচিত নয়। কেন না, কার শরীরে কি কি পাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহা কে জানে? সেই সেই পাপবৃত্তি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভস্ম, খড়, অথবা জল দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক পংক্তি ভেদ করিবে॥

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলেরই শরীরের তেজঃ পদার্থ, উষ্মা বা উত্তাপরূপে অনবরত ইতস্তত বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সেই তেজ তেজেই সমধিক আকৃষ্ট হয়, তেজের অসম্পর্কিত কাঁচা ফল মূলাদিতে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি, জল, লবণাদি সংযুক্ত অন্নাদিতে পাপীর কায়িক তেজ অপেক্ষাকৃত সহজে সংক্রান্ত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ছাই, খড়, বা জল বেষ্টিত থাকে, তবে সেই তেজ, ছাই খড় বা জলে লাগিয়া ধাক্কা পাইয়া ফিরিয়া যায়, আর অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ছাই, খড় ও জল যে তাপ এবং তাড়িতের প্রতিরোধক তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংক্রামক রোগ ও পাপ বৃত্তি যেমন একজনের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রান্ত হয়, আলাপ ও গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পুণ্যবৃত্তিও তেমনই এক হইতে অন্যে সংক্রান্ত হয়।

আবার সেই সেই কারণে অর্থাৎ আলাপ, গাত্রস্পর্শ ও একত্র ভোজনাদি কারণে সন্তের শরীর হইতে অসন্তের শরীরে দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণও বিস্তারিত হয়, এই জন্যই সৎসংসর্গের এত মর্য্যাদা॥

এসম্বন্ধে হারীত বলেন:—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধস্তু তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি॥"

অর্থ—অশুচি ব্যক্তি, শুচি ব্যক্তির শুচিভাব বিনষ্ট করিতে পারে। এবং শুচি ব্যক্তিও, অশুচি ব্যক্তিকে আলাপাদি সংসর্গ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কেন না অশুদ্ধ ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতি অন্ধকারস্বরূপ, আর শুদ্ধব্যক্তি সত্বপ্রকৃতি সূর্য্যস্বরূপ, সুতরাং সূর্য্যের আলোকে অন্ধকারের ন্যায় শুদ্ধব্যক্তি হইতে উচ্ছলিত সৎপ্রবৃত্তির সাহায্যে অশুদ্ধ ব্যক্তির মলিন পাপবৃত্তি বিদূরিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

ফল কথা, যাহাদের তীব্র পরিমাণে সত্ত্বশক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁহারা পাপীর সহিত মাখা মাখি করিলেও তাঁহাদের সেই প্রদীপ্ত সত্ত্বানল নির্ব্বাপিত হয় না, বরং সেই সত্ত্বানলের সংসর্গে পাপীদিগের পাপ বৃত্তি সকল পুড়িয়া যায়। অধিক কি, একটি মাত্র সেই প্রকার সাত্ত্বিক পুরুষ আহারের সময় যদি এক পংক্তিতে উপবেশন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পংক্তি শুদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই সাত্ত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃ-প্রবাহে, বলীয়সী সাধুবৃত্তি সকল প্রসৃত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে ভোক্তৃবর্গের শরীরে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। কাজে কাজেই অপরাপর তৎসংসৃষ্ট লোকের মন পবিত্র হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? এই হেতুতেই সত্ত্বহুল সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পংক্তি পাবন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যথা পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে ১—১৩ শ্লোকে।

"ইমে হি মনুজশ্রেষ্ঠ! বিজ্ঞেয়াঃ পংক্তিপাবনাঃ।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব হি॥"

অর্থ—হে রাজন্! যে যে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রতাদি নিয়ম ও যথাবিধি স্নান ক্রিয়াতে তৎপর, তাহারাই পংক্তি পাবন। এবং যাঁহারা সদাচার পূর্ব্বক মাতাপিতার বশবর্ত্তী, শ্রোত্রিয়, ঋতুকালে স্বদারসেবী, সত্যবাদী ও ধর্ম্মশীল তাঁহাদিগকেই পংক্তি পাবন" বলা যায়। *

পূর্ব্বোক্ত মুনিবচন দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, সতের সংসর্গে অসৎও সৎ হয়। এবং অসতের সংসর্গে সৎও অসৎ হয়। এমন কি তাহাদের পরস্পরের শরীরের উপাদানই ক্রমশঃ বদলাইয়া যায়।

মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নানা কারণেই পরিবর্ত্তিত হয়। তন্মধ্যে কালও একটি কারণ। যৌবনে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত থাকে, তাহারা বার্দ্ধক্যে সাধু হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সদাচার, তীর্থ দর্শন, দেবদ্বিজে ভক্তি, পিতৃমাতৃসেবা ইত্যাদি কারণেও সদ্বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠে, এবং অসদ্বৃত্তি কমিয়া যায়, আর শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, এবং গোমূত্রাদি পানেও পাপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়। কেন না ক্রিয়াশক্তি ও দ্রব্য শক্তির মহিমায় পাপীর অভ্যন্তরীণ রজস্তমের মাত্রা কমিয়া যায়। তখন কাজেই পাপীর আর পাপ থাকে না। এ বিষয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে অল্পই উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা মনু—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥"

অর্থ—পাপ করিয়া যদি বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক অমুক পাপ করিয়াছি,

(*) সদাচারান্বিত প্রভৃতির শ্লোক, বিস্তৃতিভয়ে উল্লিখিত হইল না।

অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে পাপ সংস্কারগুলি আত্মাতে লুকাইয়া না রাখে, তবে তাহার আত্মার কলুষ উঠিয়া যায়। এবং অনুতাপ অর্থাৎ হায় আমি কত কুকর্ম্মই করিয়াছি, এরূপ শোকে যদি নিরন্তর দহ্যমান হয়, তবে তাহার আর পাপ থাকে না। এবং জপ, তপস্যা, বেদাদি সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন ও দানাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এবং প্রাণায়াম, দেবতাপ্রণাম, দান, হোম, গায়ত্রীজপ, জলে বাস, কুশোদকপান, গোমূত্রপান, যাবকপান ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই পাপীর পাপ নষ্ট হয়। ইহাও শাস্ত্রান্তরে ব্যক্ত আছে। সুতরাং সেই পাপী, পরে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনঃ পাপমুক্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

উক্ত সংসর্গাদি জনিত পাপ বা পুণ্য, পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকের শরীরে স্থান পায় না। যে হেতু তদবস্থায় তাহাদের আত্মা ও শরীর, সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না। অনেকাংশেই জড় থাকে। যেমন জল ও খড়ে তাড়িত প্রবিষ্ট হয় না, সেরূপ শিশুশরীরেও সংসর্গাদি জনিত তাড়িতসহচরী পাপবৃত্তি বা পুণ্য বৃত্তি সংক্রামিত হইতে পারে না।

অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বৈড়ালব্রতিকে জলও দিবে না, তাহার অভিপ্রায় এই—বাস্তবিক জল দিলেই যে অমনি পাপ আসিয়া ধরিবে, তাহা নহে, পরন্তু পাপীর সহিত জলপ্রদানরূপ কার্য্যের মত ক্ষুদ্র সংসর্গও করিবে না, তাহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ এই মাত্র তাৎপর্য্য। কেন না সামান্য সংসর্গ হইতেই ক্রমে ক্রমে বৃহৎ সংসর্গও হইতে পারে।

হারীত সংহিতায় লিখিত আছে যথা—

" অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তংদেশং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥ "

অর্থ—যে দেশে ব্রাহ্মণেরা ব্রতাদি নিয়ম ও পড়াশুনা ছাড়িয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই বেড়ায়, তদ্দেশস্থ ভিক্ষাপ্রদ লোককে রাজা দণ্ড করিবেন, যে হেতু সে সকল লোকেরা চোরের ভাত যোগায়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ স্বধর্ম্মত্যক্ত পাপী ব্রাহ্মণদিগের ভিক্ষাদানরূপ সংসর্গ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন।

উক্ত সংসর্গশক্তি অতি প্রণিধানগম্য, লিপিমুখে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝান যাইতে পারে না, এবং অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে অতএব এস্থলে লেখনী স্থগিত করা গেল।

ইতি জীবনশিক্ষায় সংসর্গশক্তি বিষয়ে তৃতীয়োপদেশ সমাপ্ত।

চতুর্থোপদেশ বিবাহ।

বহুবিধ বিজ্ঞান ও অনেকানেক স্বর্গীয়ভাব আর্য্যাদিগের বিবাহ সংস্কারে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মনস্বিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ সংস্কার জনিত দাম্পত্যরীতি কয়েক প্রকারেই উক্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে—"পরপূর্ব্বা" স্ত্রী "অন্যপূর্ব্বা" স্ত্রী লইয়াও দাম্পত্য সম্বন্ধ হইত (*) এই পরপূর্ব্বা ও অন্যপূর্ব্বা স্ত্রী সধবা ও বিধবা ও হইতে পারিত। কিন্তু ইহা বিবাহপদবাচ্য নহে, ইহার নাম "সংগ্রহ" বা সাঙ্গা। এখনও কোন কোনও দেশে হীনবর্ণের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে।

যদিও উক্তরূপ "সংগ্রহ" ধর্ম্ম্য না হউক, তথাপি ভ্রূণঘ্নদাম্পত্য অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ সাধু হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু বিবাহ, অতি উচ্চাঙ্গের পরম পবিত্র ধর্ম্ম সংস্কার, ইহার সহিত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই জন্য এই চতুর্থোপদেশে তাহা আলোচিত হইতেছে।

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর পূজ্য শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে অনেকানেক কামিনীই যৌবন দশায় পরিণীতা হইতেন, যেমন সাবিত্রী ও দময়ন্তী, সীতা ও লক্ষ্মণা, উষা ও শকুন্তলা, রুক্মিনী ও কুন্তী প্রভৃতি রাজ-তনয়ার বিবাহ বাল্যাবস্থা অতীত হইলেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শুধু পৌরাণিক আখ্যায়িকাই যে তাহার প্রচুর প্রমাণ, তাহাও নহে। এতবিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃমুনিগণের বচন ও প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—(উদ্বাহতত্ত্বে মহাভারত)

> "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।
> অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥"

অর্থ—স্ত্রীধর্ম্মিণী না হইতে হইতেই ত্রিশ বর্ষীয় বর, ষোড়শী কন্যার পাণি

(*) "পতিং হিত্বাপ্রকৃষ্টংস্বমুৎকৃষ্টং ভজতে তু যা। নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি কীর্ত্ত্যতে॥" (মনু, ৫, ১৬৩,)

"পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু"

"অন্যপূর্ব্বা গৃহে যস্য"

গ্রহণ করিবে। অতএব পুষ্পিতা না হইতেই পিতা এক বার মাত্র কন্যা প্রদান করিবেন।

উক্ত বচনে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কামিনীকুলের পরিণয় কাল, ইহা যেন সুস্পষ্ট অনুমিত হইতেছে।

মহর্ষি মনু বলেন—(৯।৯৪)

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেদ্ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং"।

অর্থ—ত্রিংশদ্বর্ষের বর দ্বাদশবৎসরের কন্যাকে স্বীকার করিবে। এই বচনে বার বৎসরের কন্যার বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ পাওয়া যাইতেছে।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে প্রথমতঃ যৌবনাবস্থাতেই রমণীবৃন্দের বিবাহ বৈধ বোধ হয়, ও বাল্য বিবাহ অবিধেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কেন না হিন্দু-দিগের বিবাহবন্ধন এতই সুদৃঢ় যে,দম্পতির মধ্যে একের মরণে তাহা শিথিল হইবার নহে, পরলোক গমনের পরেও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই বন্ধন বিশ বা পঁচিশ বৎসরের জন্য নহে। এমন স্থলে কন্যার পক্ষে স্বয়ং পাত্রের দোষ গুণ বিচার না করিয়া, তাহার স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া, কেবল অভিভাবকের মতে অজ্ঞাত পুরুষের করে চিরকালের জন্য আত্ম সমর্পণ করা সামাজিক নিয়মে যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যুত তাহার পরিণামফল বিষময় হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং স্বয়ংবর এবং গান্ধর্ব্বিবাহপ্রথা যে সমীচীন ছিল এবিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। স্বয়ংবর বা গান্ধর্ব্ববিবাহ যুক্তি সঙ্গত হইলে অগত্যা কন্যার ১৭।১৮ বৎসর বয়স ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ ৮।১০ বৎসরের বালিকার উপর বরনির্ব্বাচনের ভার ন্যস্ত করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। কলিযুগে স্বয়ংবরবিবাহ ও গান্ধার্ব্ববিবাহ নিষেধ,—শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কেন যে উহা সমাজে অপ্রচলিত হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়ার এই এক কারণ হইতে পারে যে, মানব জাতির হৃদয় সর্ব্বাগ্রে রূপের দিকেই ধাবিত হয়, চক্ষু রূপেরই পক্ষপাতী। যে আকৃতি সুশ্রী দেখে সে খানেই অগ্রে মন অনুরক্ত হয়, মূর্ত্তি বিশ্রী দেখিলে একেবারেই মন বিরক্ত হইয়া উঠে, আর যেন গুণের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হয় না 'বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, আর কিছুই ভাল বলিয়া মনে লয় না। এখন বরনির্ব্বাচনের ভার যদি কন্যার উপর দেওয়া যায়, তবে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা অধীরপ্রকৃতি যুবতী হয়ত নির্গুণ, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রূপবান্ সোনার কুমড়াতেও ভুলিয়া

যাইতে পারে। আর সর্ব্বগুণাধার কথঞ্চিৎ কুরূপ নীলরতনে ও উপেক্ষা করিতে পারে। এই হেতুতেই বোধ হয় হিন্দু সমাজে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ববিবাহের প্রথা রহিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং বরনির্ব্বাচনের ভার পিতার কিম্বা অপরাপর অভিভাবকের হস্তেই রহিল। এজন্যই বোধ হয় মহর্ষি মনু ও বলিয়াছেন—

"কন্যা মৃগয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং" ॥

অর্থ—বরনির্ব্বাচনের ভার কন্যার উপর দেওয়া যায় না, কেন না কন্যা কেবল রূপেরই অন্বেষণ করে; মাতার উপরেও দেওয়া যায় না, মা কেবল কন্যার খাওয়া পরার সুখ স্বচ্ছন্দতাই দেখিবেন, কন্যা সর্ব্বদা অলঙ্কারে গা ঢাকিয়া অন্নপূর্ণা প্রতিমার মত বসিয়া থাকিলেই মার আনন্দ. রূপ গুণ. তত থাকুক বা না থাকুক, ছেলের অর্থ, সম্পত্তি থাকিলে মার আর তত আপত্তি থাকে না, কিন্তু বিবেচক পিতা রূপ ততটা দেখিবেন না. ধন ততটা দেখিবেন না, দেখিবেন বরের চরিত্র কেমন, বিদ্যা, বুদ্ধি কিরূপ. যদি পাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ের স্বর্গীয়সুখে চির দিন কন্যা নিমগ্ন থাকিতে পারিবে, তাই পিতা গুণের অন্বেষণ করেন।

প্রাচীন ঋষিরা বিবাহ সম্বন্ধে বরের গুণের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে, কহিতে কুণ্ঠিত হন নাই—(যথা মনু, ৯.৮৯)

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥"

অর্থ—বরং ঋতুমতী অবস্থায়ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে গৃহে রাখিয়া দেওয়া উচিত, তথাপি মূর্খের নিকট সমর্পণ করা কখনও উচিত নহে।

এই বচনটী মূর্খহস্তে পতিতা কোনও অবলার দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াই "মূর্খের নিকট কন্যা সমর্পণ অতি দোষাবহ" ইহা বুঝাইবার জন্যই মনু বলিয়া গিয়াছেন। নতুবা বিশেষ চেষ্টায় সদ্‌গুণ সম্পন্ন পাত্র না ঘটিলে অগত্যা মূর্খের নিকটে দিবে না, চিরদিন মেয়েকে আইবুড় করিয়া ঘরে রাখিবে এমন কথা নহে। যেমন "বরং বিষং ভুঙ্ক্ষ তথাপ্যকর্ত্তব্যং মাচর" অর্থাৎ বরং বিষ খাইয়া মর, গলায় দড়ি দেও, তথাপি দুষ্কর্ম্ম করিও না, এ স্থলে যেমন সত্যই সত্য বিষ খাইবার বা গলায় দড়ী দেওয়ার উপদেশ করা হয় নাই, কিন্তু দুষ্কর্ম্ম করা ভাল নহে ইহাই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ কন্যাদান স্থলে ও অসৎপাত্রে কন্যাদান অতি অপ্রশস্ত ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কেন না আবার সেই মনুই (৫।১৫৪) "বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ" অর্থাৎ দুশ্চরিত্র স্বেচ্ছাচারী নির্গুণ পতিকেও পত্নী দেবতার ন্যায় সেবা করিবে। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "দ্বৈত নির্ণয়" গ্রন্থে উক্ত বচনের এরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক, যে কারণে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ হিন্দু সমাজে থাউক না কেন তাহা আলোচ্য বিষয় নহে।

কিন্তু "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং "এই বচনের দ্বারা এবং ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" এই বচনের দ্বারা বার বৎসর ও ষোল বৎসরেও কন্যার বিবাহের বিধান পাওয়া যায়, তাহা সমাজে কেন বর্জিত হইল? ইহাতে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে কি না? এবং ঋষিগণ ৮।৯।১০ বৎসরের বালিকা বিবাহের জন্য সমস্বরে চীৎকার করিয়া মাথার দীব্য দিয়া বিধান করিয়া গিয়াছেন কেন? ইহাতে ও কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না; এই প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়। এখন বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে কোন্ ঋষির কি মত ইহাই উদ্বাহ তত্ত্ব হইতে দেখান যাইতেছে।

যমের বচন—

"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাং সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং।"

অঙ্গিরার বচন—

"প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতং॥"
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥

রাজমার্ত্তণ্ডের বচন—

সংপ্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিত॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈবচ।
এয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥
যস্তু তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাংক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥"

ইত্যাদি বচনের অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন, সকল বচনেরই তাৎপর্য্যার্থ—কন্যা ঋতুমতী না হইতে দশ হইতে বার বৎসরের মধ্যেই তাহাকে বিবাহ দিবে, ইহার পর বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ।

যদি ও বেদার্থেরই উপনিবন্ধ বিধায় ঋষিবচন বিশেষ প্রমাণ, তাহার উপরে আমাদের সংশয় করা উচিত নহে, ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক, অভ্রান্ত, অতর্কনীয়, অবনতমস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত, তাঁহাদের কথার উপরে বাঙ্ নিষ্পত্তি করা বা প্রতিবাদ করা, বা কারণ অনুসন্ধান করা চলে না। কেন না "আজ্ঞা গুরূণামবিচারণীয়া" গুরুর আজ্ঞার বিচার করিবে না, গুরুর আজ্ঞার উপরে "কেন" খাটে না। কথা ঠিক, ঋষি বাক্যের উপরে আপত্তি নাই, একথা অকাট্য—অপ্রতিবাদ্য।

কেন না ঋষিগণ যোগমাহাত্ম্যে যাহা বুঝিয়াছেন, যোগের অনুবীক্ষণযন্ত্রে যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিয়াছেন, বহুদিন দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যে বিষয়ের চিন্তার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের মত কীটাণুর বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঋষি-দিগের সিদ্ধান্তিত বিষয়ের দোষগুণের চিন্তা করিয়া আমাদের সেই সময়টা নষ্ট করা বৃথা, ঋষিরাই চিন্তার পরাকাষ্ঠা করিয়া মীমাংসিত বিষয় আমাদিগকে উপ-দেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা নিরাপত্তিতে কেবল তাহা মানিয়া লইলেই আমাদের সুবিধা।

এজন্য মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী" তে বলি-য়াছেন—"আর্ষন্তু যোগিনাং বিজ্ঞানং লোক ব্যুৎপাদনায়ালং"।

অর্থাৎ ঋষিদিগের যৌগিক বিজ্ঞান লোকদিগকে বুঝাইতে সমর্থ নহে, যেমন অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনের যোগ্য, তাহা এই চর্ম্ম চক্ষুতে দেখা যায় না, সেইরূপ ঋষিগণের যোগ চক্ষুর দৃশ্য পদার্থ, আমাদের দর্শনের যোগ্য হইতে পারে না।

ঋষিরা যোগবলে দেখিয়াছিলেন, সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশী তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিলে পিতৃহত্যার পাপ হয়, কিন্তু আমরা এমন কোন লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহার কি মাথা মুণ্ড বুঝিব?

এজন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"হৈতুকান্ বক-বৃত্তিংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ"

অর্থাৎ যাহারা ঋষিদিগের নির্ণীত ধর্ম্মকর্ম্মের উপরে হেতু অনুসন্ধান করিবে, তাহারা নাস্তিক, তাহাদিগের সহিত কথা মাত্রও কহিবে না।

এ সমস্ত কারণে মুনিবাক্যের উপরে কারণ অনুসন্ধান না করাই উচিত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, যে কারণেই হউক ইদানীং ধর্ম্মকর্ম্মেও কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না? শ্রাদ্ধ করিবে কেন? দশ বৎসরেই কন্যার বিবাহ দিবে কেন? ষোল বৎসরেই বিবাহ দিবে না কেন? এই "কেন"র যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই "কেন"র যুক্তি না জানিতে পারিলে মনটা কেমন কেমন করে, যেন অতৃপ্ত বোধ হয়, সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম বিষয়েও অনেকের যুক্তি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে।

এজন্য অদ্য বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করা যাইবে, ইহার যথার্থতা এবং প্রামাণ্য বিষয়ে, সহৃদয় পাঠক বৃন্দের পক্ষপাতশূন্য বিবেচনার উপরেই নির্ভর রহিল।

বালিকা-বিবাহেই গুণ কি? আর যুবতি-বিবাহেই বা দোষ কি? ইহাই সম্প্রতি আলোচ্য।

দেখা যায়, বর্ত্তমান বিজ্ঞানযুগের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তন্ত্রশাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে যে ধর্ম্ম, গুণ বা দোষ আছে, শরীরেতেও তৎসমুদায়ই আছে।

যেমন মহাব্রহ্মাণ্ডে, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র, গিরি নদী, বন বন্যপ্রাণী, উদ্ভিজ্জাদি, স্বর্গ নরক, ও অমৃত বিষ প্রভৃতি স্থূলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। সেইরূপ এই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডভূত শরীরেও সেই সেই চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলই সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিত আছে, যথা—তিমির বিনাশ করিয়া, আলোক প্রদান করে বলিয়া দুইটী চক্ষুই দৈহিক চন্দ্র ও সূর্য্য। এক সের জলে যে পরিমিত মুড়ি ভিজান যাইতে পারে, সেই মুড়ি গুলি অক্লেশে জিহ্বা ভিজাইয়া লয়, অতএব জিহ্বাই জল বাহিনী নদী, আহার্য্য বস্তুনিচয় পরিপাক করে বলিয়া জঠরানলই দৈহিক বহ্নি, যেমন ভূতলে কুশ, কাশ ও দুর্ব্বা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাদি জন্মিয়া থাকে, সে রূপ শরীরেও রোম, কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি রহিয়াছে, যেমন অরণ্যে জীবজন্তু প্রভৃতি বিচরণ করে, সেই রূপ কেশাদিতে উৎকুণ (উকুণ) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও উদরে কত কত কৃমি জন্মিতেছে। উহাদেরও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ রহিয়াছে। এই রূপ অপরাপর বিষয়ও মিলাইয়া লইতে পারা যায়।

বহির্জগতে যেমন অমৃত, এবং বিষ দুইটি পদার্থ স্থূলরূপে আছে, সেই প্রকার এই শরীরেও অমৃত ও বিষ দুইটী পদার্থ প্রকারান্তরে রহিয়াছে। আমা-

দের দশনাগ্রে ও নখাগ্রে বিষ আছে, মানব দেহে, বসা শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, নেত্রমল, ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশ প্রকার মলই বিষবিশেষ জানিবে।

"বিষস্য বিষমৌষধং" বিষের ঔষধ বিষ ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, যদি কেহ মরিবার জন্য বা ভ্রমে বিষ খাইয়া থাকে, তবে সেই বিষদোষ নাশ করিবার জন্য তাহাকে বিষ্ঠা আহার করান হইয়া থাকে। তদ্রূপ যুবকের মুখে বা নাসিকাগ্রে যে ব্রণ জন্মে, তাহাতে তাহার নাসিকার শ্লেষ্মা, দুই তিন বার দিলেই, উহা মরিয়া যায়, ইহা অনেক প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এবং গলপার্শ্বে, বা কুঁচকি ফুলিয়া প্রদাহ হইলে, লালার প্রলেপ দিলেই কমিয়া যায়, ইহাও অনেক দেখা গিয়াছে। এতদ্দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, মানব শরীরে বিষবিশেষ আছে।

সেই বিষবিশেষ অসাধুর ব্যক্তির শরীরে পাপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধু-শরীরের সেই পাপ আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন ইত্যাদি কারণে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়; * সংক্রামিত হইলে সেই সংসর্গকারী অসাধুরূপে পরিণত হয়, বা বিকৃত-স্বভাব হয়, বা উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়, বা মরিয়াও যাইতে পারে।

সাধুদিগের শরীরেও সেই বিষবিশেষ আছে বটে, কিন্তু পুণ্য অর্থাৎ সাধু-বৃত্তি রূপ অমৃতদ্বারা উক্ত বিষবিশেষ অভিভূত হইয়া থাকে, সে জন্য সাধু সংসর্গ প্রার্থনীয়।

সে যাহা হউক, কোন কোন ব্যক্তি, কাহার কাহারও সংসর্গে হৃষ্টপুষ্ট হয়, কেহ কেহ বা জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়। প্রাচীন মহর্ষিগণ, কাহার শরীরে বিষ-প্রবাহ, কাহার শরীরে বা অমৃত-প্রবাহ আছে, ইহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য চিহ্ন-দর্শনে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেন। সেই জন্য কাহার সংসর্গ কাহার সহ্য হইবে, কাহার হইবে না, ইহা বলিতে সমর্থ হইতেন।

কিন্তু অধুনা স্থূলমতি আমরা আর শরীরের চিহ্ন দেখিয়া কাহার শরীর বিষাক্ত, কাহার শরীর বা অমৃতাক্ত, তাহা বুঝিতে পারি না। না পারিলে ও বাঁচিতেই সকলের ইচ্ছা, মরিতে কেহই প্রস্তুত নহি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহতত্ত্বে উক্ত আছে—

---

* ইহা সংসর্গ শক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

"ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে" ॥

অর্থ—যাহার প্রস্রাবে ফেন জন্মে না, এবং বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় * * * সেই ব্যক্তি ক্লীব, তাহাকে কন্যাদান করিবে না।

এই রূপে বরের পরীক্ষা করা হইত। * * এবং

"ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাটমুদরং ভগং।
ক্রমেণ ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং" ॥

অর্থ—যে কন্যার ললাট, উদর এবং জননেন্দ্রিয় লম্বমান—দীর্ঘাকার হয়, সেই কন্যা যথা ক্রমে শ্বশুর, দেবর ও পতি-ঘাতিনী হইবে। ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে কন্যাও পরীক্ষিতা হইত।

কিন্তু এখন সমাজের প্রথা অনুসারে পরীক্ষা করা দূরের কথা, পরীক্ষার কথা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। যদি ও ঠিকুজী অনুসারে গণ, বর্ণ ও যোটক কোথাও কিঞ্চিৎ দেখা হয়, তাহা দেখারই মধ্যে গণ্য নহে।

কিন্তু তথাপি সকলের জীবনই প্রার্থনীয়, মরণ প্রার্থনীয় নহে।

এইরূপ একটা কথা অনেক দেশেই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সকল কুক্কুর বা বিষধরসর্প, বার বার প্রাণীকে দংশন করে, তাহাদের বিষবেগ ক্রমশঃ কমিয়া যায়, তাহার পরে সেই কুক্কুর বা সর্প কাহাকেও দংশন করিলে, সেই দষ্টব্যক্তি আর বিষে আক্রান্ত হয় না এবং মরেও না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানব শরীরেও বিষ আছে, সুতরাং স্ত্রী জাতীর শরীরও সেই বিষ-বর্জ্জিত নহে। সেই বিষ, বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হয়। যে সময়ে বালক বালিকা দিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপচিত হয়, যৌবন উদ্ভিন্ন হয়, তখন তাহাদের শরীরে, অল্প অল্প বিষাঙ্কুর পরিস্ফুট হইতে থাকে, তখন সেই উচ্ছলিত-বিষ-বেগা যুবতীর পরিণয় করিয়া, তাহার সহিত আলাপ ও গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে, প্রথম পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেই কামিনীর দৈহিক বিষবেগ প্রশমিত হইলে, দ্বিতীয় পতি উহার সংসর্গে আর বিপন্ন হইবে না। প্রত্যুত সুখে কাল অতিবাহিত করিবে। একথা জ্যোতির্ব্বিৎ-প্রবর রামদাস কবিবল্লভ-কৃত জ্যোতিঃসারার্ণবে লিখিত আছে।

যথা—"ভূমির্ণস্পৃশ্যতে যস্যা অঙ্গুল্যা চ কনিষ্ঠয়া।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভিনন্দতি ॥"

(প্রথম তরঙ্গ)

অধিক কি লিখিব। যে কামিনীর উদর বিলম্বিত, জঙ্ঘাদেশ স্থূল, নাসা স্থূল, তাহার

দৈহিক বিষ-সংশ্রবে ক্রমশঃ এক, ছুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আটটি যাবৎ পুরুষ বিনষ্ট হইবে, তৎপরে বিষবেগ শ্লথ হইলে নবম পুরুষ আর মরিবে না, অথচ সেই পুরুষেই বিষবেগ প্রশমিত হইবে। সেই বিষধরী যুবতী নবম পুরুষের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। এ কথাও রামদাস কবিবল্লভ-কৃত জ্যোতিঃসারার্ণবের পঞ্চম তরঙ্গে আছে, যথা—

"যস্যা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষঘাতিনী।
ভূমির্নস্পৃশ্যতেঽঙ্গুল্যা সা নিহন্যাৎ পতিত্রয়ং ॥ ১ ॥
প্রদেশিনী ভবেদ্দীর্ঘা সা স্যাৎ সৌভাগ্যশালিনী।
ঊর্দ্ধা যস্যা ভবেদ্দীর্ঘা পতিং হন্তি চতুষ্টয়ং ॥ ২ ॥
লম্বোদরী স্থূলজঙ্ঘা স্থূলনাসা চ যা ভবেৎ।
পতয়োঽষ্টৌ ম্রিয়েরন্ সা নবমে তু প্রসীদতি ॥' ৩ ॥
বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণজিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি ॥ ৪ ॥
যস্যা অত্যুৎকটৌ পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং ॥" ৫ ॥

অর্থ—যে কন্যার মধ্যদেশ দীর্ঘ, সে পুরুষ-ঘাতিনী হয়, এবং যে কন্যার মধ্যাঙ্গুলী ভূমিস্পর্শ করে না, সেই বিষকন্যা তিনটী পতি বিনাশ করিবে ॥ ১ ॥

যে কন্যার পায়ের প্রদেশিনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষায় দীর্ঘ হয়, সে কন্যা ভাগ্যবতী হইবে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘা হইয়া যদি উপরে উঠিয়া থাকে, তবে সে কন্যা পতি চতুষ্টয় বিনষ্ট করিবে ॥ ২ ॥

যে কন্যার উদর লম্বা, জঙ্ঘা ও নাসিকা স্থূল তাহার আটটি পতি মরিবে, পরে নবম পতিতে সে প্রসন্না থাকিবে ॥ ৩ ॥

যে কন্যার দন্ত বিরল—ফাঁক ফাঁক, চক্ষু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, তাহার প্রথম ভর্ত্তা মরিবে, এবং সে দ্বিতীয় ভর্ত্তা লাভ করিবে ॥ ৪ ॥

যে কন্যার পা দুখানি উৎকট অর্থাৎ পাদতল সম্পূর্ণ রূপে ভূতলস্পর্শ করে না, পায়ের নীচে ফাঁক থাকে, এবং মুখকুহর অতি বিস্তৃত, ও ঠোঁঠের উপরিভাগে রোমরেখা থাকে, সে শীঘ্রই পতিকে সংহার করিবে ॥ ৫ ॥

অপিচ, বিষকন্যার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—রাম দাস কবিবল্লভকৃত জ্যোতিঃসারার্ণবে ষষ্ঠ তরঙ্গে।

"রিপুক্ষেত্রগতৌ তৌ তু লগ্নে যদি শুভগ্রহৌ।
ক্রূরস্তত্র গতোঽপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা ॥" ১ ॥

"ভদ্রা তিথির্যদাশ্লেষা শতভিষা চ কৃত্তিকা।
অঙ্গার-রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা ॥" ২ ॥

অর্থ—যে কন্যার জন্ম লগ্নে দুইটী শুভগ্রহ থাকে, এবং ঐ শুভগ্রহ দুইটীর যদি সেই লগ্নস্থান শত্রুর গৃহ হয়, এবং একটী ক্রূর গ্রহ থাকে, তবে সে বিষকন্যা হইবে, তাহার বিষসংসর্গে স্বামী বাঁচিবে না ॥ ১ ॥

অপিচ, মঙ্গল বা রবিবারে, দ্বিতীয়া, সপ্তমী অথবা দ্বাদশী তিথিতে, এবং অশ্লেষা, শতভিষা কিম্বা কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগে যে কন্যা জন্মে, তাহাকে বিষকন্যা বলিয়া জানিবে। তাহার বিষসংসর্গে পুরুষ বাঁচিবে না ॥ ২ ॥

এই বিষকন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইলেও তাহার সংসর্গে পুরুষ অকালে কালকবলে পতিত হইবে।

উক্তবিধ বিষকন্যার মারণী শক্তি আছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়াই চন্দ্রগুপ্তের নিধনার্থ মহানন্দের মন্ত্রী রাক্ষস কর্ত্তৃক, পরমসুন্দরী বিষকন্যা প্রেরিতা হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষসে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় ॥

উক্তরূপে বিষকন্যার পরীক্ষা করা বর্ত্তমান সমাজে দুরূহ ব্যাপার, অথচ জীবন সকলেরই প্রার্থনীয়, মরণ কাহারই অভিলষিত নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়াই ত্রিকালদর্শী লোক হিতৈষী আর্য্য ঋষিগণ, সংক্রামক বিষদোষ হইতে মানবদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই বালিকা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিষদোষ সংক্রামণের সম্ভাবনা থাকে না। যেমন অবিপক্ক অজাতসার বিষতরুর বিষ ভক্ষণে কথঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত বিষভক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। দেখা যায় ক্রমশঃ অল্প পরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, পরে অধিক পরিমাণ অহিফেন সেবন, অভ্যাস প্রযুক্ত, ভক্ষণকারীকে মারিতে পারে না। সেই প্রকার, যে বালিকার শরীরে বিষের অঙ্কুর মাত্রের উদ্‌গম হইয়াছে, সেই নববিবাহিতা বালিকা-বধূর সংসর্গে শ্বশুর, দেবর অথবা স্বামী বিষদোষে আক্রান্ত হইতে পারে না।

প্রাচীন কালের ব্যবহারও এইরূপ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও স্থানবিশেষে উক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

নববিবাহিতা বালিকা বধূ, পতিগৃহে আসিয়া কিছুদিন কাহারও সহিত কথা কহে না, পুত্রবধূও কন্যার মত শাশুড়ীর নিকটেই থাকে, শাশুড়ীর কাছেই শয়ন করে, রজঃ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে পতিশয্যায় যায় না। এবং শ্বশুর শাশুড়ীর পদ প্রক্ষালনের জল আনিয়া দেয়। গৃহ লেপন, পাকপাত্র মার্জন, হরিদ্রা সর্ষপাদি পেষণ, শাশুড়ীর সহিত একত্র রন্ধন, ইত্যাদি গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে। রন্ধনান্তে পতি প্রভৃতিকে পরিবেশন করে। পতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, পতি প্রভৃতির বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করত পুনর্ব্বার

অপরাহ্নে অঙ্গসংলগ্নে শারীরিক উষ্মা বস্ত্রে সংযোজিত করিয়া যথাস্থানে সঞ্চিত ভাবে স্থাপন করে।

এইরূপে বস্ত্রাদির সংস্পর্শ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসর্গে, নিজের অঙ্কুরিত দৈহিক বিষ, পতি প্রভৃতির শরীরে সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে স্বাত্ম্য লাভ করে। তখন আর কাহারও বিকৃতি জন্মায় না। প্রত্যুত পরস্পর সংসর্গে শরীরগত দোষ, সামঞ্জস্যই লাভ করে।

এই প্রকার প্রথমে অল্পে অল্পে সহিয়া অভ্যস্ত হইলে, পরে গুরুতর সংসর্গেও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু অহিফেনের ন্যায়, অভ্যস্তব্যক্তির পুষ্টিই সাধন করে।

মানব শরীরগত তাড়িত বা উষ্মা স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ সর্ব্বদা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, কিন্তু আলাপ, গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত-প্রবাহের সহিত একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহা "প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে" পতিতসংসর্গ প্রকরণে ছাগলেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্ফুট ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। *

অতএব দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে পত্নীর সহিত গুরুতর সংসর্গ করিবে না। বিশেষতঃ "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে যম, এ বিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া গিয়াছেন।

যথা—"প্রাগ্‌রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াৎ, গত্বা পতত্যধঃ।
বৃথাকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ॥"

কিন্তু রজো নিঃস্রাবের পরে যথাশাস্ত্র গুরুতর সংসর্গে ও পত্নীর শরীরগত সঞ্চিত দোষে ভর্ত্তা আক্রান্ত হইবে না। এ বিষয় মনু কহিয়াছেন:—

"স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজস্তস্যা দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি॥"

অর্থ—প্রতি মাসেই রজঃস্রাবের সহিত স্ত্রীদিগের দৈহিক সঞ্চিত দোষ সকল অপসৃত হইয়া যায়, তখন তাহাদের শরীর নির্দ্দোষ হয়।

কিন্তু যে তিন দিন রজো নিবৃত্তি না হয়, সেই তিন দিন তাহাদের শরীর হইতে এমনই বিষাক্ত তাড়িত চতুর্দ্দিগে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে যে, তাহা মানব শরীরে এবং বস্ত্রাদিতে যাবৎ, সংক্রামিত হইয়া তাহা দূষিত করে।

পরাশর বলেন—(৭।১৮)

"প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥"

অর্থ—নারী রজস্বলা হইলে প্রথম দিনে চাণ্ডালীর (ডোম) ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মহত্যাকারিণীর মত, তৃতীয় দিনে রজকীর মত অস্পৃশ্যা, আর চতুর্থ দিনে স্নানের পরে স্পর্শাদিতে শুদ্ধা জানিবে।

* যথা, "আলাপাৎ" ইত্যাদি পূর্ব্বে—"সংসর্গশক্তিতে" যাহা প্রকটিত হইয়াছে।

রজস্বলা সম্বন্ধে ঋষিগণ এত কঠিন শাসন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাদিগকে স্পর্শ করা ত দূরে থাকুক, দূষিত তাড়িত সংক্রামণের ভয়ে, তাহাদের দর্শন ও কথাশ্রবণ পর্য্যন্ত করিবে না বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেন—(মদনপারিজাতে স্কন্দপুরাণ)

"স্ত্রী ধর্ম্মিণী ত্রিরাত্রস্তু স্বমুখং নৈব দর্শয়েৎ।
স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নানান্নশুধ্যতি॥"

অর্থ—রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুচি না হইতে অপর কাহাকেও নিজের মুখ পর্য্যন্ত দেখাইবে না, নিজের কথা পর্য্যন্ত অপরকে শুনাইবে না, স্পর্শ ত দূরের কথা। কেবল লজ্জিতা হইয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকিবে, এইরূপ সাবধানে এই কয়েকদিন কাটাইবে।

মনু বলেন—(৪।৪০—৪২)

"নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ॥
রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে॥
তাং বিবর্জ্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাং।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥"

অর্থ—নিতান্ত মূর্খ—উন্মত্তও রজস্বলা নারীর সমীপে গমন, তাহার সহিত একত্রে শয়ন করিবে না। যে ব্যক্তি রজস্বলা নারীর নিকটে যায় (স্পর্শ করা ত দূরের কথা) তাহার বুদ্ধি, কান্তি, বল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং আয়ু, ক্ষয় হয়।

আর যে ব্যক্তি রজস্বলাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করে, অর্থাৎ তাহার দর্শন করে না, কথা শোনে না, তাহার বুদ্ধি, কান্তি, বল, দৃষ্টিশক্তি ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। (*)

ব্যাস সংহিতা—(৩।৩৭—॥)

"রজো দর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ॥
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কার বর্জ্জিতা।
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃ-পাণি-পদ্ভিরচঞ্চলা॥"

অর্থ—স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হইলে দোষ-সংক্রামণের আশঙ্কায় গৃহে

* "রজস্বলাং প্রাপ্তবতো নরস্যানিয়তাত্মনঃ। দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ॥" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত, ২৪ অধ্যায়)

পাকাদি কোন কার্য্য কর্ম্ম করিবে না। রজস্বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিলে তখনই তাড়াতাড়ি কেহ তাহাকে না দেখিতে পায়, এরূপ ভাবে লজ্জায় গৃহকোণে বসিয়া থাকিবে, এবং দুখিনীর মত এক খানা কাপড় পরিবে, স্নান করিবে না, অলঙ্কার পরিবে না, কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কাহারও দিকে তাকাইবে না, এবং কোথাও আনা গোনা করিবে না।

মনু বলেন—(৫।৮৫)

"দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকান্তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥"

অর্থ—চণ্ডাল, রজস্বলা, পতিত, সূতিকা, মনুষ্যশব এবং মনুষ্যশবকে যে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে, সবস্ত্র স্নান করিলে শুচি হইবে, অন্যথা শুচি হইবে না।

সুশ্রুতাচার্য্য বলেন—

"দর্ভসংস্তরশায়িনী করতল শরাবপর্ণান্যতমভোজনী।"

অর্থ—রজস্বলাবস্থায় কামিনীগণ, কুশা প্রভৃতির কটে, (চাটাই) শয়ন করিবে, কেন না সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য শয্যায় শয়ন করিলে সেই দূষিত শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং করতলে বা মৃত্তিকার শরায় আহার করিবে, অন্যথা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য তৈজসাদিতে ভোজন করিলে সেই দূষিতপাত্র পরিত্যাগ করিতে হয়।

উক্ত রজস্বলা বা চণ্ডালাদির স্পর্শ প্রভৃতি যে কোন সংসর্গই হউক না কেন? সমস্তই সংক্রামক-দোষ-দুষ্ট, এজন্যই ঋষিগণ এত সাবধান করিয়া গিয়াছেন।

অতএব রজস্বলা সম্বন্ধে ঋষিগণের, এই উপদেশ উপপন্ন হইতেছে যে—রজঃপ্রবৃত্তির পর তিন দিন কুলস্ত্রীগণ অতিশয় সন্তর্পণে থাকিবে, কাহাকেও স্পর্শ করিবে না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ, হাস্য পরিহাস কবিবে না, তৈজস পাত্রে খাইবে মা, মৃন্ময়পাত্রে বা কদলীপত্রে আহার করিয়া তাহা ফেলিয়া দিবে, খট্টায়, পালঙ্কে, উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে না, সামান্য শয্যায় ত্রিরাত্র শয়ন করিয়া পরে তাহা ফেলিয়া দিবে, গৃহকোণে ভিন্ন কাহারও দৃষ্টি পথে থাকিবে না, অপরের বস্ত্রাদিতে নিজের বস্ত্র যদি দৈবাৎ সংযুক্ত হয়, তবে তাহা রজক দ্বারা ধৌত করিয়া পরে ব্যবহার করিবে। যদি দৈবাৎ রজস্বলা স্ত্রী অপরকে স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া তুলসী-

জল স্পর্শ ও বিষ্ণু পাদোদক পান করিবে, তবেই রজস্বলা স্ত্রীশরীর হইতে সংক্রামিত দোষরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে। *

ইহার অন্যথা আচরণে ও গুরুতর সংসর্গে মানবগণ তাহাদের দৈহিক বিষে সংক্রামিত হইয়া দিন দিন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবে, শরীর, মন ও চক্ষু নিস্তেজ হইবে, মস্তিষ্কে দোষ জন্মিবে, এবং অকালে লীলা সংবরণ করিবে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত ও অনুমিত হইল, যে সকল নারী বিষধরী, তাহাদের শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে রোগ-জননী ও মারণী শক্তি-সম্পন্ন বিষবিশেষ অবস্থিত থাকে।

মানব শরীরে দ্বাদশ প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অবস্থিত থাকে। ইহা মনু ও অত্রি বলেন—(৫।১৩৫॥৩২)

"বসা শুক্রমসৃক্ মজ্জা-মূত্র-বিট্-ঘ্রাণ-কর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে মলা নৃণাং॥"

অর্থ—বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, চক্ষুর জল, চক্ষুর মল এবং ঘর্ম্ম, এই দ্বাদশবিধ মল—বিষবিশেষ, মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান জানিবে।

উক্ত দ্বাদশবিধ বিষ, নারীশরীরেও নিশ্চয়ই আছে, বিশেষতঃ রজস্বলা স্ত্রীর বিষদোষ এমনই সংক্রামক যে তাহা চিন্তা করিলেও ঋষিগণের দূরদর্শিতা বিষয়ে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই—

যদি কোনও রজস্বলা স্ত্রীর জ্বর হয়, তবে তাহার স্নান করা বৈদ্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এস্থলে তাহার শুদ্ধতা সম্পাদনের উপায় কি? তদুত্তরে উশনা ঋষি বলেন—(পরাশর ভাষ্যে ৭ম অধ্যায়)

"জ্বরাভিভূতা যা নারী রজসা চ পরিপ্লুতা।
কথং তস্যা ভবেচ্ছৌচং শুদ্ধিঃ স্যাৎ কেন কর্ম্মণা॥
চতুর্থেঽহনি সংপ্রাপ্তে স্পৃশেদন্যা তু তাং স্ত্রিয়ং।
সা সচেলাবগাহ্যাপঃ স্নাত্বা চৈব পুনঃ স্পৃশেৎ॥
দশদ্বাদশকৃত্বো বা আচামেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
অন্তেচ বাসসাং ত্যাগস্ততঃ শুদ্ধা ভবেত্তু সা॥"

অর্থ—জ্বরাভিভূতা নারী রজস্বলা হইলে তাহার শুদ্ধির উপায় এই যে, ঋতুর-

* উক্তরূপ ব্যবহার এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে

চতুর্থ দিনে উক্ত রজস্বলা স্ত্রী অপর কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে, সে তখন স্নান করিবে, পুনর্ব্বার সেই রজস্বলা তাহাকে স্পর্শ করিবে, সে আবার স্নান করিবে, হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে, এইরূপে দশ, বার, বার স্পর্শ করিলে রজস্বলার শরীরগত দোষ, সেই অপর স্ত্রীর শরীরে সংক্রামিত হইবে, তখন সেই রজস্বলা বিনা স্নানে, কেবল বস্ত্রমাত্র ত্যাগ করিলেই শুদ্ধ হইবে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী-শরীরে কি ভয়ানক সংক্রামক দোষ থাকে।

অতএব যদি মানব, নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট ভাবে বিষবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে বয়োধিকা কন্যার পাণি-পীড়ন করিবে না। পরন্তু উক্তরূপ ধর্ম্মাদি-বিষের করাল কবল হইতে আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বিষ প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কুরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে, বালিকাবস্থায়ই পরিণয় করা কর্ত্তব্য।

এজন্য লোক-হিতার্থে, ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যকুলাবতংস অনেকানেক ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও শরীরতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ, সমস্বরে কহিয়া গিয়াছেন যে, অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষ বয়স্কা বালিকারই বিবাহ সুপ্রশস্ত। দৃষ্টরজস্কা উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতির বিবাহ ভূয়োভূয়ঃ শিরঃ শপথ পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকারে বালিকা-বিবাহ সম্যগ্‌রূপে যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মমূলক ও বিজ্ঞান প্রসূত কি না—ইহা চিন্তাশীল মনীষি-মহোদয়গণের বিচার্য্য।

কেহ কেহ বালিকাবিবাহের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা এই:—

পুষ্পবতী অবস্থায় যোষিদ্‌গণের মানসিক চাঞ্চল্য অতিশয় প্রবল হয়, তখন চাঞ্চল্য স্তম্ভিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে প্রায় তাহারা সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অবস্থায় উৎপথবর্ত্তিনী হইয়া পিতৃকুল কলুষিত করিতে পারে, অতএব রজঃ প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রসাৎ করা উচিত। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে স্পষ্ট-ভাবে ভগবান্ শঙ্কর এই মতের পোষণ করিয়াছেন। (১)

যদিও বিবিধ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকহেতু ইচ্ছা সত্বেও পুষ্পিতা কামিনী উৎপথবর্ত্তিনী না হইতে পারে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই আর্ত্তব জরায়ুতে নিহিত হইয়া, হংসের অসংযোগেও হংসীর

(১) "রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে।
পীড়িতা কাম-বাণেন স্বতঃ পুরুষমীহতে॥"

অন্দার ডিম্বের মত, সর্প, বৃশ্চিক ও কুষ্মাণ্ডাকার প্রভৃতি বিকৃত প্রসব জন্মাইতে পারে, ইহা নিতান্ত জুগুপ্সার্হ। এইরূপ ঘটনা এখনও শ্রুতি গোচরে উপস্থিত হয়।

এই হেতু পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই অষ্টম নবম বর্ষে কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবে। উক্তরূপে অপ্রাকৃতিক গর্ভের বিষয় শারীরতত্ত্ববিদ্ ভগবান সুশ্রুতাচার্য্য, শরীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। *

অপর কেহ কেহ বালিকা বিবাহের এইরূপ যুক্তি নির্দ্দেশ করেন। তাহা এই:—

বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে, বধূকে শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া শ্বশুর কুলের অবস্থানুরূপ-স্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। তাহাতে চিরজীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে গৃহকৃত্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া বধূমাতা গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন। অন্যথা, সেই বধূ যদি ধনী লোকের আদরিণী কন্যা হয়, আর দাস দাসী দ্বারা সেবিতা হইয়া থাকে, গার্হস্থ্য কর্ম্ম, দাস দাসীর কর্ম্ম বলিয়া মনে ধারণা করে, রন্ধন, পাচক ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া সংস্কার জন্মায়, কেবল কার্পেট বোনা, উপন্যাস পাঠ, গাত্রমার্জ্জন, কেশপ্রসাধন, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ধারণ, দিনের মধ্যে তিন বার পরিধেয় বস্ত্র ও কঞ্চুলিকা পরিবর্ত্তন ইত্যাদিই বধূর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করে, তবে সেই বয়োধিকা যুবতী কন্যা সৌম্যা না হইয়া, "জেঠাই মা" রূপে মধ্যবিত্ত আর্য্য-চরিত্রে গঠিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া সত্য সত্যই মৃন্ময়ী লক্ষ্মী প্রতিমার মতই কেবল গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিবে। সেই বধূর দ্বারা স্বামীর যে কিরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আনুকূল্য হইবে, তাহা মনীষি-মাত্রেরই বিবেচ্য। পরন্তু চিরজীবন দুঃখ ও অশান্তিতেই যাইবে। দাম্পত্য প্রণয় ত সুদূর-পরাহত! এ জন্যই বালিকাবিবাহ যুক্তিযুক্ত।

এখন অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল অনার্য্য জাতি রজস্বলা সম্বন্ধে এত বাদ বিচার করে না, তাহাদিগকেওত স্বস্থ দীর্ঘজীবী দেখা যায়। কথা সত্য। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কাহার শরীর কি জাতীয় উপাদানে গঠিত। যাহাদের আহার রজোগুণ ও তমোগুণ বর্দ্ধক, যাহারা পিতৃপিতামহাদি অসংখ্য পুরুষ ক্রমে অমেধ্য লশুন, পলাণ্ডু, কুক্কুট-মাংস ও গো-মাংসাদি আর্য্যবিগর্হিত বস্তু ভোজন করিয়া

* "যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোহন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে॥
ঋতু স্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন মাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভলক্ষণং।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ॥
সর্প-বৃশ্চিক-কুষ্মাণ্ড-বিকৃতাকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশং॥"

আসিতেছে, তাহাদের শরীরে রজঃ ও তমোগুণের উত্তেজক অপবিত্র সংসর্গ বরং হিতকরই হইবে, অহিতকর হইতে পারে না। পরন্তু রজস্তমোগুণ-প্রধান শরীরে সাত্ত্বিক সংসর্গ বা সাত্ত্বিক আহারই অপকারের কারণ হয়। যেমন ঘৃত বস্তুটী পরম পবিত্র ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ইহা শ্রুতি সিদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ ঘৃত যদি নিয়মিতরূপে একটী কুকুরে খায়, তবে বৎসরের মধ্যেই সেই কুকুরটী রোমস্খলিত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর দূষিত পূতি দুর্গন্ধ মলমূত্রাদি ভোজনে হৃষ্ট, পুষ্ট, ও বলিষ্ঠ হয়। কেন না কুকুরের শরীর পুরুষানুক্রমে ঐ জাতীয় উপাদানেই গঠিত। শুনা যায় মঘ জাতি ঘৃতস্পর্শ করিলে হস্ত প্রক্ষালন করে, আর গলিত মৎস্য অতি উপাদেয়রূপে ভক্ষণ করে। ইহা বিচিত্র নহে। অতএব অনার্য্য সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নই উত্থিত হইতে পারে না। অথবা, আর্য্য শাস্ত্র অনার্য্য ব্যবহারের জন্য দায়ী নহে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অনার্য্য শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে কোন না কোন বিধান থাকিতে পারে, তাহা এ স্থানে অনালোচ্য।

ফল কথা—আর্য্য ঋষিরা মানবের হিতার্থ এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনার্য্যেরা শুনিলে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়। আর্য্য শাস্ত্রে পতি-পত্নীর একাঙ্গীভূত সম্বন্ধ। পতির দেহার্দ্ধভাগিনী পত্নী পত্নীর দেহার্দ্ধভাগী পতি। দুই দেহের একতা ভাব মন্ত্র শক্তিতে নিষ্পন্ন হয়। তাই বিবাহের মন্ত্রে কথিত আছে (*) "যে তোমার প্রাণ, সেই আমার প্রাণ, যে তোমার হৃদয়, সেই আমার হৃদয়"।

আর্য্য শাস্ত্রে কথিত আছে, বর নিজ গোত্রের নিজ প্রবরের ও মাতামহ গোত্রের কন্যা (১) বিবাহ করিবে না, যদি করে, তবে সেই কন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র, চণ্ডালের ন্যায় নৃশংস দুষ্টপ্রকৃতি হইবে। কেন না স্বগোত্রের ও স্ব প্রবরের রক্ত সংস্রবে বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মে, ইহা বস্তুর স্বভাব। যেমন হরিদ্রা ও চূর্ণ মিলিত হইলে রক্তিমার উৎপত্তি হওয়া বস্তুর স্বভাব, ইহাও তদ্রূপ। এবং বিবাহ কর্ত্তাও ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বগুণ হারাইয়া পশু প্রকৃতি হইবে।

এমন কি? বিবাহ সম্বন্ধে নিজ অপেক্ষায় পিতৃপক্ষে সপ্তম, ও মাতৃপক্ষে পঞ্চম, পিতৃ বন্ধু—পিতার পিসতুত ভাই, মাসতুত ভাই, মাতুল ভাই, মাতৃ বন্ধু—মাতার মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই, মাতুল ভাই, এবং আত্মবন্ধু—নিজের পিসতুত ভাই, মাসতুত ভাই,

(*) "যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"। ইত্যাদি॥

(১) "সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥
অসবর্ণা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে"॥

মাতুল ভাই প্রভৃতি পুরুষ বর্জ্জনীয়। উহাদের কন্যা বিবাহ করা অতি নিষিদ্ধ। পৈঠীনসী ঋষি অন্যপক্ষে ত্রিগোত্র-ব্যবচ্ছিতা কন্যার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ জন্যই সমাজে এখনও বিবাহে "সম্বন্ধ" শব্দের প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সম্বন্ধ—অর্থে সংসর্গ, যথা—"এই কন্যার সহিত ঐ বরের "সম্বন্ধ" হইতে পারে, অথবা পারে না" ইত্যাদি।

এত সূক্ষ্ম বিচার কিন্তু দ্বিজাতির পক্ষেই নির্দিষ্ট। তমঃ প্রকৃতি শূদ্রবর্ণের পক্ষে নহে। শূদ্র, সমান গোত্রের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে। তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাদেরও পিতৃপক্ষের সপ্তম ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষ ও উপরোক্ত বন্ধু বর্জ্জনীয়। *

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সংসর্গ-শক্তির ও সংক্রামক দোষের বিশেষ অনিষ্ট কারিতা বুঝিয়াই বালিকা বিবাহের জন্য নির্ব্বিবাদে ঐকমত্য করিয়াছেন, সুতরাং আমাদেরও তাহাই মানিয়া চলা উচিত, অন্যথা ইহার পরিণামে বিষময় ফল আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে।

ইতি জীবন শিক্ষায় বিবাহে চতুর্থোপদেশ সমাপ্ত।

পঞ্চমোপদেশ।

দীর্ঘায়ু পুত্রোৎপাদন।

হিন্দুগণের পুত্রোৎপাদন, পবিত্র ধর্ম্ম-প্রণোদিত, উহা পশুভাব-প্রসূত নহে। জগতে পুত্রাপেক্ষায় প্রেমাস্পদ আর দ্বিতীয় নাই, পুত্র ঐহিক পারত্রিক একমাত্র কল্যাণ-সাধন, বেদে অনন্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে পুত্রকেই সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে। মনুষ্যের ত কথাই নাই, পশুপক্ষীর অন্তঃকরণও পুত্রস্নেহের অধীন, পুত্র যে কি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় অমৃত ময়, আনন্দ সাগরের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিরূপে, অর্দ্ধাঙ্গিনীর জঠরে আবির্ভূত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সকলেরই ঐকান্তিকী লালসা যে, পুত্র নীরোগ, দীর্ঘায়ু, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, গুণবান্

* "সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥
পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥
আত্মতাত স্বসুঃ পুত্রাঃ আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

এবং প্রবীর-পদবাচ্য হয়, কিন্তু প্রথমে নীরোগশরীর ও দীর্ঘায়ু না হইলে, ধর্ম্মাদি উপার্জ্জন সেই পুত্রের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এবং সমাজে কন্যা অপেক্ষায় পুত্রের সংখ্যাধিক্যই প্রার্থনীয় ও কল্যাণকর, ইহাও রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে স্পষ্ট উপপন্ন হয়।

অতএব স্বস্থশরীর, দীর্ঘায়ুষ্ক, বহু পুত্রোৎপত্তি এবং অল্প কন্যোৎপত্তির জন্য ঋষিগণ যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন—

প্রথমতঃ, কালের অনির্ব্বচনীয় শক্তি বুঝিতে পারিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন যে, ঋতুর প্রথম তিন দিন পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রার্থী-মানব যুগ্ম দিনে আর কন্যার্থী হইলে, অযুগ্ম দিনে সহবাস করিবে। (*)

কিন্তু সেই যুগ্ম দিনেও যদি শোণিতের ভাগ অধিক হয়, এবং শুক্রের ভাগ ন্যূন হয়, তবে পুত্র না জন্মিয়া কন্যাই জন্মিবে। তাই—চরক সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট বলেন:—

শুক্রাধিক্যে পুরুষ, রক্তাধিক্যে কন্যা, এবং শুক্র ও শোণিত সমান হইলে ক্লীব উৎপন্ন হয়। (†) এ জন্য যাহাতে রক্তের ন্যূনতা হয়, সে জন্য ঋতুকালে যোষিদ্‌গণ অতিশয় কায়ক্লেশে থাকিবে, এক বেলা অতি অল্প আহার করিবে, বিলাসিতা, চিত্তের প্রফুল্লতা বা কোনরূপ আমোদ প্রমোদ, একবারে পরিত্যাগ করিবে, ও অতি দীন-দুঃখিনীর মত থাকিবে, তাহাই সুশ্রুতাচার্য্য বলেন—

"ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গনখচ্ছেদনপ্রধাবনহসনকথনাতিশব্দশ্রবণাবলেখনাদীনায়াসান্ পরিহরেৎ।"

(শারীর, ২।২৪)

অর্থ—ঋতুর প্রথম দিন হইতে তিন দিন যোষিদ্‌গণ ব্রহ্মচর্য্য (পুংসংসর্গ রহিত) অবলম্বন করিবে, দিবানিদ্রা, অঞ্জনধারণ, রোদন, স্নান, অঙ্গমার্জন, গন্ধদ্রব্য, (আতর গোলাপ)

(*) "ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ" যাজ্ঞবল্ক্য।

"স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ তা চাযুগ্মেষু দুহিতৃকামৌ॥"

চরক, শারীর, ৮।

(†) "রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেণ"। (চরক, শারীর, ২ অধ্যায়)

"অতএব চ শুক্রস্য বাহুল্যাজ্জায়তে পুমান্। রক্তস্য স্ত্রী তয়োঃ সাম্যে ক্লীবঃ শুক্রার্ত্তবে পুনঃ॥" (বাগ্‌ভট, শারীর, ১।৬)

"তত্র শুক্রবাহুল্যাৎ পুমান্ আর্ত্তববাহুল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভয়োর্নপুংসক মিতি।" (সুশ্রুত, শারীর, ৩৪)

"মৃজালঙ্কাররহিতা দর্ভসংস্তরশায়িনী। পর্ণে শরাবে হস্তে বা ভুঞ্জীত ব্রহ্মচারিণী॥" (বাগ্‌ভট, শারীর, ১।২৭)

তৈল, নখচ্ছেদ, ধাবন, হাস্যপরিহাস, আকাশদর্শন, মহৎ শব্দশ্রবণ, এবং ভূমিকর্ষণাদি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। এবং —

"দর্ভসংস্তরশায়িনী করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনী হবিষ্যং ত্র্যহং ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ, (শারীর, ২।২৪) (১)

অর্থ — কর্কশ কুশাদি রচিত কটে (চেটাই) বাহুপধানে শয়ন করিবে, হস্তে শরার অথবা কলা পাতায় খাইবে, তিন দিন হবিষ্য ভোজন, অর্থাৎ বলপুষ্টিকর মৎস্য মাংস আহার করিবে না, এবং ভর্ত্তৃসংসর্গ করিবে না।

মহর্ষি বেদব্যাস শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির কারণ এই নির্দ্দেশ করেন—

"অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে।
স্বপেদ্ ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ং॥
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচেলমুদিতে রবৌ।
ক্ষামালঙ্কৃদবাপ্নোতি পুত্রং পূজিতলক্ষণং॥"

অর্থ ঋতুমতী স্ত্রী তিন দিন দিবাভাগে অনাহার থাকিয়া মৃত্তিকা পাত্রে, রাত্রিতে কেবল মাত্র ভাতেভাত খাইবে, ভূশয্যায় শয়ন করিবে, তিন দিন পরে স্নান করিবে, এই রূপে ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়া অলঙ্কৃতা হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে —

আহারং গোরসানাঞ্চ পুষ্পালঙ্কার ধারণং।
অগ্নিসংস্পর্শনঞ্চৈব বর্জ্জয়েচ্চ দিনত্রয়ং॥"

অর্থ — ঋতুমতী স্ত্রী তিন দিন ঘৃত, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আহার করিবে না, চিত্তের আমোদ জনক পুষ্পমালা ও অলঙ্কার পরিবে না, এবং অগ্নিস্পর্শ করিবে না।

চির কালই সমাজে পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং স্ত্রীর সংখ্যা ন্যূন বাঞ্ছনীয় ছিল, কন্যার সংখ্যা অধিক হইলে যে কি দুর্দ্দশা তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অতএব কন্যার সংখ্যা যাহাতে অধিক না হয়, এ জন্য রজস্বলার আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, কেন না ঋতু অবস্থায় দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য ও মাংস (*) দুই বেলা আহার করিলে স্ত্রীলোকের শরীরে রক্ত বৃদ্ধি হইবে, অলঙ্কার ও গন্ধদ্রব্য সেবনে স্ফূর্ত্তি ও তেজোবৃদ্ধি হইবে, ইহাও রক্তাধিক্যেরই অনুকূল হইয়া কন্যা জন্মাইবে, অতএব সেই অবস্থায় কষ্টে সৃষ্টে জীবন রক্ষার মত কদর্য্যভাবে অল্পাহার, কষ্টে শয়ন ও অল্পনিদ্রা দ্বারা শরীর শুষ্ক ও দুর্ব্বল না করিলে হয় ত গর্ভ সঞ্চারই হইবে না, আর হইলেও কন্যাই জন্মিবে, পুত্র নহে, ইহা সমাজের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর।

(*) "আমিষ প্রতিসংহারাৎ প্রজা হ্যায়ুষ্মতী ভবেৎ॥" (মহাভা, অনুশা, ৫৭।১৭)

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান।

(২২৪ পৃষ্ঠার পর)।

এই ত্রিবিধ মার্গের মধ্যে কর্ম্মমার্গের সরলত্ব এবং স্বাভাবিকত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ। ভোগ-শরীর প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই হেতু শরীর থাকিতে কর্ম্মসন্ন্যাস একেবারেই অসম্ভব। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

(১) ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

অতএব প্রকৃতিই যখন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে এবং প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মই যখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-প্রদ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়, তখন কর্ম্মযোগই যে মুক্তি-লাভ-হেতু, সহজ সাধনপন্থা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মকুশলতা কর্ম্ম যোগপদবাচ্য। এই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য প্রকৃতির অনুকূলে ধর্ম্মাচরণ করত যে কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তাহার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিতে পারে। ক্রিয়া বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই হেতু। উভয়ত্রই কর্ম্ম করিতে হয়। গ্রন্থি বন্ধন অথবা মোচন উভয়বিধ ব্যাপারেই হস্তচালনার আবশ্যক হয়। কিন্তু একটির দ্বারায় গ্রন্থিভেদ এবং অপরটির দ্বারা বন্ধন কঠিনতর হইয়া যায়। সেইরূপ কর্ম্ম সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার দ্বারা লোক ক্রমশঃ বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং সেই কর্ম্মই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে জন্মমৃত্যুভয় দূর হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় লিখিয়াছেন—

---

(১) কার্য্য না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না প্রাকৃতিক গুণসমূহ দ্বারা বিবশ হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ সংযত করিয়া যিনি মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাকে মিথ্যাচার বলা হইয়া থাকে।

(১) যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

মুমুক্ষু কর্ম্মযোগীর পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া স্বপ্রকৃতির অনুকূল কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জৈব প্রকৃতির গতি চৈতন্যাভিমুখিনী। প্রকৃতি মাতা জড় হইতে চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। অতএব ঊর্দ্ধগতিশালিনী প্রকৃতির প্রবাহানুকূল কার্য্য করিলে, সাধক যে অবশেষে সর্ব্বোচ্চ স্থান ব্রহ্মপদ লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কর্ম্মমীমাংসা এই প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মমার্গের সারল্য এবং এই মার্গে জীবের পতনাসম্ভাবনা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

(২) সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেন ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে, নিষ্কাম এবং সকাম কর্ম্মের স্বরূপ কি, এবিষয়ে প্রায়ই মনুষ্যকে সন্দেহদোলান্দোলিত দেখা যায় এবং গহনা কর্ম্মগতি অবধারিত না হওয়ায় অনেকে ধর্ম্ম্য পুরুষার্থে উদাসীন হইয়া থাকে। পরন্তু স্থিরভাবে

(১) ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, বন্ধন কারক হয় না; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

তোমার কর্ম্মেই অধিকার, ফলে অধিকার নাই। তোমার কর্ম্ম যেন ফলানুসন্ধানপর না হয়, এবং ফল হইবে না, এই ভাবিয়া কর্ম্মত্যাগেও যেন প্রবৃত্তি না হয়।

সঙ্গ ত্যাগ করত সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞানের সহিত যোগস্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এইরূপ সমতাই যোগপদবাচ্য।

(২) স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে, যে হেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত অনুষ্ঠানই দোষের দ্বারা সংস্পৃষ্ট। স্বধর্ম্মের অসম্যগনুষ্ঠানও পর ধর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয় সঙ্কুল।

বিচার করিয়া দেখিলে এ সন্দেহ সহজেই দূর হইতে পারে। গীতোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে—

(১) কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ এবং কর্ম্ম থাকিতে সৃষ্টি ক্রিয়া বন্ধ হওয়া অসম্ভব। এই হেতু কর্ম্মগতি অপরিহার্য্য দেখিয়া বিবেকিগণ উহাকে তিন স্বরূপে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম। সৃষ্টির উর্দ্ধ এবং অধোগতি অনুসারে, বিকর্ম্ম অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম, পুণ্য এবং পাপ নামক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ এবং পাপ কর্ম্ম দ্বারা নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তথাপি উভয়ই জীবিতোদ্দেশ্যভূত মোক্ষধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হওয়ায়, বন্ধনবিষয়ে সুবর্ণশৃঙ্খল এবং লৌহশৃঙ্খল সদৃশ সমান ভাবেই কার্য্যকারক হইয়া থাকে। এই হেতু মুমুক্ষুর পক্ষে শাস্ত্রে সকাম কর্ম্ম ত্যাজ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন কর্ম্ম এবং অকর্ম্মেরও তাৎপর্য্যাববোধ আবশ্যক। গীতোল্লিখিত ভগবদুদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে এই যে, যে সাধক কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মে, কর্ম্ম সংন্যাস নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং অকর্ম্ম শব্দবাচ্য—কর্ম্মত্যাগকেই কর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থপক্ষে বুদ্ধিমান্ এবং যোগযুক্ত। অন্তঃকরণ যত দিন নির্ব্বীজ, কামনাশূন্য না হয়, ততদিন কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ শরীরদ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও অন্তঃকরণ দ্বারা কর্ম্মসংগ্রহ হইয়া থাকে, এজন্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মত্যাগই যথার্থ পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ নহে। দ্বিতীয়তঃ যোগারূঢ় সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ নির্ব্বীজ হওয়ায়, শরীর দ্বারা অনন্ত কর্ম্ম

(১) বস্তুতঃ কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের তত্ত্ব, বিচারপূর্ব্বক অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ কর্ম্ম, অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির নিষ্পাদ্য যত প্রকার বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে, তৎ সমস্তেই যিনি আত্মার অকর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন এবং বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করত তূষ্ণীং ভাবে থাকিলেও, যদি দেহাদিতে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে অন্তরে অন্তরে যে শারীরিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাও বস্তুতঃ আত্মার কর্ম্ম মধ্যেই গণিত; কারণ তদ্দ্বারা আত্মার সংশয়-দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপ যিনি অবগত আছেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী এবং তিনিই সমস্ত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।

হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণ ঐ সকল কর্ম্মের সংস্কার সংগ্রহ করে না। এবং তাঁহার দ্বারা স্বাভাবিকরূপে কর্ম্মানুষ্ঠিত হইয়া, মোক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই হেতু নিষ্কাম কর্ম্মই যে, বস্তুতঃ কর্ম্ম-সন্ন্যাস তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং এই হেতুই ভগবান বলিয়াছেন:—

(১) অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

এইরূপে সুকৌশলপূর্ণ কর্ম্মযোগ আশ্রয় করত মনুষ্য ক্রমশঃ জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া শিবভাব প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারই সৃষ্টির কারণ। অহঙ্কার বশেই শুদ্ধমুক্ত চৈতন্য আপনাকে অন্তঃকরণবৎ মনে করিয়া স্বতন্ত্র জীবকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারই চিত্তের উপর স্বপ্নভাব বিস্তার করত চিৎকে স্বস্বরূপ ভুলাইয়া দেয় এবং চৈতন্য আপনাকে প্রকৃতিবৎ মনে করিয়া সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও ভোক্তাস্বরূপ হইয়া পড়েন। এই চিজ্জড়গ্রন্থি দ্বারা উৎপন্ন জীব, অহঙ্কার বশে সকলই আমার, আমিই সকল করিতেছি, মনে করিয়া স্বার্থপরতাবিশিষ্ট হয়। মানবের সমস্ত কর্ম্মের লক্ষ্য সুখ হওয়ায়, এই স্বার্থপরতা প্রথমে আত্মসুখ প্রাপ্তির জন্যই ব্যয়িত হইয়া থাকে। পরে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্য কিছু কিছু উন্নত হইতে থাকে। ক্রমশঃ মানব পরিবারবর্গের সুখে আপনাকে সুখী মনে করে। পরে সমাজ এবং দেশের সুখে আপনাকে সুখী মনে করে। এইরূপে স্বার্থ, পরমার্থ ও পরোপকার হইতে, ক্রমশঃ মানব জীবনের উদ্দেশ্য যথার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, পরিশেষে পরোপকারব্রত গ্রহণ করে। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, সর্ব্বদা পরার্থপর

(১) যিনি কামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও সন্ন্যাসী। তদ্ব্যতীত কেবল অগ্নিহোত্রাদি এবং মানসিক ও দৈহিকাদি ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। সন্ন্যাস এবং যোগ উভয়ই তুল্য। ফল-কামনা ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। সমাধিযোগ অবলম্বনেচ্ছু মুনির, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক। পরে যোগারূঢ় অবস্থায় শমই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

কর্ম্মে, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিতে ব্যাপৃত হয়। অহঙ্কারই জীবস্বার্থের কারণ হওয়ায়, পরার্থপরতা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মানবের অহঙ্কার নাশ হইয়া, বিশ্বজীবনের সহিত আত্মজীবনের একত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেনঃ—

(১) অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

এইরূপে পরার্থপর, কামনাশূন্য ও উদারচেতা কর্ম্মযোগী, আত্মকেন্দ্র ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত এক করিতে করিতে যখন পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব প্রাপ্ত হন, তখনই তাঁহার জীবভাবের কারণ অহঙ্কার সমূল নষ্ট হয় এবং তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। এইরূপে কর্ম্মদ্বারা অহঙ্কার নাশে চিজ্জড়গ্রন্থি ভেদ হইয়া জীবভাবাপগমে মুক্তি হইয়া থাকে।

কর্ম্ম মার্গের ন্যায় কেবল উপাসনা মার্গাবলম্বন পূর্ব্বকও মানব মুক্ত হইতে পারে। উপাসনা শব্দের মধ্যে মূলতঃ ভক্তি এবং যোগ উভয়ই অন্তর্নিহিত। ভক্তি সকল উপাসনার প্রাণ এবং যোগ সকল উপাসনার ভিত্তি স্বরূপ।

(২) যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

জীবের জীবনীশক্তি যেমন প্রাণ দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং তদভাবে প্রাণনক্রিয়া সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব; সেইরূপ জীবোন্নতিসাধক অনন্ত ক্রিয়ার মধ্যে, ভক্তিরূপ সঞ্জীবনী শক্তি না থাকিলে, সাধনায় সিদ্ধিপ্রদায়িনী চেতনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। এইরূপ মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত অষ্টাঙ্গ-যোগও; মন্ত্র,হঠ,লয় ও রাজযোগ প্রভৃতি সকল ক্রিয়ার ভিত্তি স্বরূপ। এই মূল কারণ অভাবে ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চলিতে পারে না। ভক্তি ও যোগদর্শনোক্ত ঔপপত্তিক অংশ, গুরুমুখপেক্ষ ক্রিয়াসিদ্ধাংশ সম্বলিত হইয়া, জীবের অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়সপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ঈশ্বরে পরানুরক্তিকে ভক্তি সংজ্ঞা দিয়াছেন। দুরত্যয়া গুণময়ী দৈবী মায়ায় অভিভূত হইয়া, জীব আনন্দকন্দ জগদাদিকারণ সচ্চিদানন্দের চরণারবিন্দের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এবং বিষয়-সুখকেই প্রকৃত আনন্দ মনে করিয়া তাহাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের সুখও ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায়, তাহাতে শান্তি পাইতে পারে না। আনন্দসত্তা জগৎব্যাপক। সমস্ত জীবেই সে সত্ত্ব বিদ্যমান। এই হেতু ঊর্দ্ধগামিনী প্রকৃতির অন্তর্গত চেতন রাজ্যের সকল জীবেই স্বাভাবিকী সুখেচ্ছাও বিদ্যমান। সুতরাং সুখেচ্ছু জীব মায়ার বশে, বিষয়ানন্দকেই প্রকৃত আনন্দ মনে করিয়া যখন প্রতারিত, প্রকৃত

---

(১) আত্মপর বিবেচনা লঘুচিত্ততার পরিচায়ক। উদারচরিত্র লোকের পক্ষে সমস্ত জগৎই আত্মীয়।

(২) ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির প্রাণস্বরূপ, যথা সলিল সমস্ত লোকের জীবন।

সুখবঞ্চিত ও নিরাশ হয়, তখনই তাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ প্রাপ্তির উপায়ভূত, সচ্চিদানন্দের প্রতি ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবেই তাহার সংসার-সুখ তুচ্ছ হইয়া মনে হয়—

(১) নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥

ব্রহ্মানন্দ-লাভেচ্ছু মানব, এইরূপে বিষয়-বিমুখ হইয়া, ভগবদ্ভক্ত হইয়া থাকে। অধিকার ভেদে ভক্ত চারি প্রকার। যথাঃ—ভগবদ্গীতায়—

(২) চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে প্রথম তিন ভক্ত গুণাত্মক এবং চতুর্থ ভক্ত গুণাতীত।

যথা, ভক্তিদর্শনে—

"গুণাত্মকাস্ত্রয়ো গুণাতীতশ্চান্তঃ"।

রোগাদি-ক্লিষ্ট আর্ত্তভক্ত তামসিক। কারণ উহাতে জ্ঞানাভাব থাকে এবং স্থায়িত্ব সম্ভাবনা থাকে না। নিত্যানিত্য বিষয়ে সন্দেহযুক্ত, পূর্ণবিশ্বাস রহিত, জিজ্ঞাসুভক্ত রাজসিক এবং নিত্যানিত্য বিচার সম্পন্ন, নিত্য ব্রহ্মপদার্থী ভক্ত সাত্বিক।

তৎপদ প্রাপ্ত, ব্রহ্মস্বরূপ, নিত্যযুক্ত, জ্ঞানীভক্ত ত্রিগুণাতীত। যথা গীতায়—

(৩) উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

কিন্তু এ ভাব লাভের জন্য সাধনাদি আবশ্যক। এ জন্য ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি দ্বিধা উক্ত হইয়াছে। গৌণী এবং পরা। গৌণী ভক্তি আবার বৈধী ও রাগাত্মিকা নামক দুই

---

(১) যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যায় কি ফল? যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যার প্রয়োজন কি?

মন্দাকিনী যাঁহার চরণসরোরুহের মকরন্দ স্বরূপ, সৎ চিৎ এবং আনন্দ সত্তা দ্বারা যাহার পরিমলের ইয়ত্তা হইয়া থাকে। ভব-ভয়-নিবারক সেই শ্রীপতির আমি চরণ বন্দনা করি।

(২) হে ভরতর্ষভ! আমার সুকৃতিসম্পন্ন ভক্ত চতুর্বিধ হইয়া থাকে,—যথা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী।

(৩) ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট এবং আমার প্রিয়, তবে জ্ঞানীভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ। এরূপ মদেকচিত্ত ভক্ত পরা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাগে বিভক্ত। "বিধি সাধ্যমানা বৈধী সোপানরূপা"। ইহা নয় ভাগে বিভক্ত। এই বৈধী ভক্তি সাধন সাপেক্ষ। এতদনুসারে সাধন সম্পন্ন ভক্ত যখন আনন্দ ও শান্তিপ্রদ ভগবদ্ রস অনুভব করত, মত্ত, স্তব্ধ ও আত্মারাম হইয়া যায়, তখনই ভক্তির রাগাত্মিকা অবস্থা। এই অবস্থায় ভক্ত অহরহঃ ভগবানের কোন না কোন ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। তাহার বিধি নিষেধ যুক্ত সাধনের প্রয়োজন হয় না। ভগবানের সহিত দাস্য, সখ্যাদি ভাবে নিশিদিন বিভোর হইয়া তদেকশরণ ভক্ত 'মমৈবাসৌ,' 'তস্যৈবাহং' (১) ইত্যাদি অহঙ্কার বোধক অবস্থায় যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই স্বরূপদ্যোতক পূর্ণানন্দপ্রদ পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হয়, ও পরাভক্ত্যারূঢ় ভক্ত স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

(২) সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

ভক্তিমার্গের ন্যায় যোগমার্গও সাধকের মুক্তি প্রদ হইতে পারে। যোগ শব্দের ধাতুগত অর্থ সংযুক্তকরণ। অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য অবিদ্যাবশে আপনাকে অন্তঃ-করণবৎ মনে করিয়া স্বরূপভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই জীবাত্মাকে চিত্তবৃত্তি-বশীকরণ দ্বারা পরমাত্মার সহিত সংযুক্তকরণকে যোগ কহে। মনই জগৎ বিস্তারের কারণ। জাগতিক ভ্রান্তিদর্শন, স্বস্বরূপ-বিস্মৃত মনের বিকার মাত্র। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

(৩) "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"।

সচ্চিদানন্দরূপ মহাসমুদ্রে মনোবিজৃম্ভনই জীবরূপী ঊর্ম্মিমালা—বিস্তারের কারণ এবং মনের লয়েই জগৎ লয় হইয়া থাকে।

(৪) পরস্মাদুত্থিতং চেতস্তৎ কল্লোল ইবার্ণবাৎ।
স্ফারতামেত্য ভুবনং তনোতীদমিতস্ততঃ ॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠং পরমাৎ পদাদুল্লসিতং মনঃ।
নিমেষেণৈব সংসারান্ করোতি ন করোতি চ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাণু-চরিষ্ণু চ।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং চিত্তাদেতদুপাগতম্ ॥

(১) তিনি আমার, আমি তাঁর।

(২) সর্ব্বত্র-সমদর্শন-যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

(৩) মনই মনুষ্যের বন্ধ মোক্ষের হেতু।

(৪) পরমপদ হইতে উত্থিত চেতঃ সমুদ্রোর্ম্মির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, ভুবন বিস্তার করিয়া থাকে। মন নিমেষ মাত্রই সৃষ্টি এবং প্রলয় করিতে সমর্থ। স্থাবরজঙ্গম সমস্ত চরাচর কেবল চিত্তেরই বিজৃম্ভন মাত্র।

জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত সংস্কার সমূহ এই চিত্তক্ষেত্র আশ্রয় করত বেতালনৃত্য করে এবং তদ্বশে মানব বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকে। অলৌকিক যোগমার্গ, চিত্তবৃত্তি শান্ত করিয়া, তন্মূলীভূত কারণ বাসনার নাশকরত, মানবের মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত অষ্টাঙ্গ-যোগদর্শন, যোগসম্বন্ধীয় সকল ক্রিয়ার মূলস্বরূপ। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ অথবা রাজযোগোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এই যোগাষ্টাঙ্গের কোন না কোন অঙ্গের সাধনোপায় বিবৃত করিয়া থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে বীর্য্য, বায়ু ও মন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সূক্ষ্মশরীরান্তর্গত প্রাণশক্তি, প্রাণবায়ুর সহিত কারণকার্য্য সম্বন্ধযুক্ত। প্রাণ এবং অপান বায়ুর পরস্পর আকর্ষণে, প্রাণনক্রিয়া চলিয়া থাকে। এবং প্রাণশক্তি ঐ ক্রিয়ার চালক। প্রাণবায়ুর কার্য্য যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস চালান, অপান বায়ুও সেইরূপ বীর্য্যক্রিয়ার চালনা করে। অতএব বীর্য্য, অপান এবং প্রাণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। প্রাণবায়ুর সহিত প্রাণশক্তির এবং প্রাণশক্তির সহিত মনের অভেদ্য সম্বন্ধ। এই হেতু মন, বায়ু এবং বীর্য্য পরস্পর অভেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে বশীভূত করিতে পারিলে অন্য দুইটীও বশীভূত হইয়া যায়। যোগশাস্ত্রোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই এই তিনটির মধ্যে কোন না কোনটির বশীকরণ বিষয়ে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মন্ত্রযোগ ও হঠযোগের অধিকাংশ ক্রিয়া বীর্য্য বশীকার বিষয়ে, হঠ এবং লয় যোগের অধিকাংশ ক্রিয়া মনশ্চাঞ্চল্য-দূরীকরণ-বিষয়ে উপায়-প্রদ হইয়া থাকে।

সাধকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং বৈরাগ্যের তারতম্য অনুসারে এই চতুর্ব্বিধ যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকলই যোগদর্শনোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি নামক অষ্টাঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুর্ব্বিধ যোগ পদ্ধতি অনুসারেই এই অষ্টাঙ্গের ক্রিয়া সাধিত হইয়া সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। যোগ শব্দের বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

(১) "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থানম্ ;"

পবন সহযোগে আকুলিত তরঙ্গভঙ্গীযুক্ত চঞ্চল সমুদ্রে যেমন সূর্য্যের প্রতি-

---

(১) চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।

বিম্ব প্রতিফলিত হইয়াও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। সেইরূপ চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ যতদিন প্রাক্তন সংস্কার-জনিত বাসনারূপ তরঙ্গসমূহ দ্বারা চঞ্চল-হইয়া থাকে, ততদিন তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা স্থির-অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য-দর্শনের নামই যোগিরাজ যোগ এবং তৎফলস্বরূপ "দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থানম্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। যোগ-নিশ্চল-চিত্তের বিষয়ে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন:—

(১) "যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃসর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

সৃষ্টি-বিস্তার-কারিণী প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী হওয়ায় তদনুসারে মনেরও মূঢ়, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত নামক তিনবৃত্তি হইয়া থাকে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক-ভেদ-ভিন্ন এই তিন বৃত্তিদ্বারা মনশ্চাঞ্চল্য হইয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। এবং চিত্ত-শান্তকারিণী জ্ঞানধৈর্যমূলিকা লয়সাধিনী একাগ্র ও নিরুদ্ধ নামিকা দুইবৃত্তি সাধ-নার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। রজ্জুনিয়মনশূন্য অশ্বের ন্যায় যখন চিত্ত প্রমাদগ্রস্ত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে, তমোমূলক ঐ চিত্তবৃত্তি তখন মূঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় চিত্ত যখন কোন না কোন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে তখন রজোগুণমূলক ঐ বৃত্তির নাম ক্ষিপ্ত বৃত্তি'। চিত্ত যখন সুখ, দুঃখ, বিচার, আলস্য, তমোগুণ ও রজোগুণ সূচক বৃত্তি হইতে উপরত হইয়া শূন্য অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যে রূপ অবস্থা সুষুপ্তির স্বাস

(১) চিত্ত যখন বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মায় অবস্থান করে, তখনই বাসনাশূন্য যোগী, যুক্ত বলিয়া উক্ত হন। এরূপ অবস্থায় যোগীর মন নিবাত দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। এবং চিত্তের এই নিরোধ দশায়, সমাধি পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া, পরমানন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয় এই আনন্দ-প্রাপ্ত যোগী, অবিচলিত ভাবে আত্মায় অবস্থান করিয়া থাকেন।

চলিবার সময় অনুভূত হইয়া থাকে, তখন উহাই চিত্তের বিক্ষিপ্তবৃত্তি। এই বৃত্তি সাংসারিক লোকে কখনও কখনও ক্ষণকালের জন্য এবং যোগিগণ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। একাগ্রবৃত্তি ইহা হইতে অন্যরূপ। গুরূপদিষ্ট মার্গ দ্বারা ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ সাধকের মনে যখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় ব্যতীত আর কোন ভাবই থাকে না। তখন উহা একাগ্রবৃত্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে যখন সাধক ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় রূপ ভেদ বিস্মৃত হয়, তখনই চিত্ত নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যোগদ্বারা এই নিরুদ্ধাবস্থার পরিণামে সাধক, সমাধি লাভানন্তর কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।

(১) যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে' ॥

এইরূপে যোগবলে লব্ধ সমাধি, সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প নামক দ্বিধা ভিন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র, হঠ এবং লয় যোগদ্বারা সবিকল্প সমাধি এবং কেবল রাজ যোগ দ্বারাই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়া থাকে। সবিকল্প সমাধি অবস্থায় ত্রিপুটি স্থূলতঃ নাশ হইলেও সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে। সবিকল্প সমাধির অন্তর্গত বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা দ্বারা ঐ ত্রিপুটি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া থাকে। বিতর্ক অবস্থায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বিচার, বিচার অবস্থায় কেবল সূক্ষ্ম বিচার, আনন্দাবস্থায় বিচার রহিত আনন্দ এবং অস্মিতাবস্থায় কেবল অন্তঃকরণের অস্তিত্বের জ্ঞান মাত্র থাকে। সাধারণতঃ মন্ত্রযোগ এবং হঠ যোগদ্বারা সমাধি-প্রাপ্ত যোগী, আনন্দ এবং অস্মিতা নামক দুই অবস্থা এবং লয়-যোগ-সিদ্ধ সাধক অস্মিতা নামক একই অবস্থা, এবং তিনযোগের মিশ্র উপদেশ প্রাপ্ত সাধক, চার অবস্থাই অনুভব করিয়া থাকেন। তৎপরে সাধক রাজ যোগোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় ত্রিপুটির লেশ মাত্র থাকে না। অন্তঃকরণে বাসনার মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং সাধক স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান। ইহাই যোগমার্গে মুক্তি লাভের উপায়। এইরূপে ভক্তি এবং যোগের সাহায্যে, উপাসক উপাসনা মার্গে অগ্রসর হইয়া পরাভক্তি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করত মুক্তি লাভ করেন।

---

(১) যাহা লাভ করিলে তদপেক্ষা অধিক লব্ধব্য আর কিছু আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না। যে অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া যোগী গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হন না।

এইরূপে জ্ঞান-মার্গাবলম্বনেও মানব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভগবান জ্ঞানগম্য, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। একারণ জ্ঞানই মানবের শ্রেষ্ঠ এবং চরম আশ্রয়। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবান গীতায় লিখিয়াছেন:—

(১) শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

এই মার্গের উপযুক্ত হইবার জন্য নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফল-ভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব নামক সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্ম সত্য এবং সমস্ত ভৌতিক জগৎ অসত্য, এইরূপ বিচা-রান্তের নাম নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক। ঐহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ ভোগ ইচ্ছারাহিত্যকে, ইহামুত্র ফলে-ভোগ-বিরাগ কহে। শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি যথা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য বিষয় শ্রবণে অনিচ্ছার নাম শম। ইন্দ্রিয়াদি দমনকে দম কহে। সাংসারিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তিকে উপরতি কহে। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। পরমেশ্বর-চিন্তনে একাগ্র বৃত্তিকে সমাধান এবং গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে প্রবল বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। ত্রিতাপ-সঙ্কুল সংসার হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে। এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে, সাধক গুরুচরণে উপবিষ্ট হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। গুরু-চরণ-রত

(১) শ্রদ্ধাবান, গুরূপাসনাদি তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করত অচিরে পরম শান্তিময় মোক্ষ-পদ লাভ করিয়া থাকে। প্রণিপাত, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। এইরূপে তত্ত্বদর্শিগণের নিকট জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বজ্ঞানের তুল্য পাবন বস্তু ত্রিভুবনে নাই। কর্ম্মযোগ আর সমাধিযোগ দ্বারা মালিন্য রাশি নির্ধৌত হইলে, কালে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

সাধকের, গুরুমুখারবিন্দ-নিঃসৃত বেদান্ত বাক্য শ্রবণের নাম শ্রবণ, চিন্তাদ্বারা সেই সমুদয় শ্রুত বিষয়ের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের নাম মনন এবং নির্ণীত বিষয়ে অবস্থিতির নাম, নিদিধ্যাসন বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টি, তদতীত ব্রহ্ম, তাহাতে জগৎস্থিতি, জীবের স্বরূপ, মনোবিজৃম্ভন এবং তন্মুক্তি, এ সকল বিচার করিতে ২ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের ভিতর দিয়া, কারণে গতি হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব মন এবং প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি এবং পুরুষকে প্রকৃতির ভোক্তাস্বরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে পঞ্চ কোষ হইতে সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এইমতে মায়া-প্রভাবে যখন চৈতন্য মোহিত হন, তখনকার জীবের ঐ প্রথমাবস্থাকে আনন্দময়-কোষ বলা হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষরূপে উক্ত হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন মিলিয়া মনোময় কোষ, পঞ্চবায়ু এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযোগে প্রাণময়কোষ, এবং অন্নপুষ্ট স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর, অন্নময়কোষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। জীব এই পঞ্চকোষ দ্বারা বদ্ধ হইয়া, স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন গুরূপদিষ্ট মার্গানুসারে, বিচার করিতে করিতে অনুভব করে যে, আমি ও পঞ্চ কোষ নহি, আমি কোষাতীত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম।

(১) নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরে, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মাশিবোঽহম্ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তি নাশে স রজ্জুর্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্ ॥

তখনই গুরুপ্রদর্শিত-মার্গ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে উচ্চাৎ উচ্চতর স্থান প্রাপ্ত হইয়া, সাধক শেষে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ভূমি সপ্ত ভাগে বিভক্ত।

(১) আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, অহঙ্কার, পঞ্চ প্রাণ অথবা বুদ্ধি নহি। আমি দারাপত্যাদি ঔপাধিকভেদ বিহীন, নিত্য সাক্ষী স্বরূপ, প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মা। রজ্জুতে সর্প ভ্রম, যেরূপ রজ্জুজ্ঞানে বিদূরিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আপ্তবাক্য দ্বারা ভ্রান্তি নাশে, আত্মার জীবভাব বিনষ্ট হয়। আমি সেই জীবভাবমুক্ত শিব।

জ্ঞান ভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদা তা।
বিচারণা দ্বিতীয়াতু তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তি নামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥

শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুর্য্যগা এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি। আমি কেন মূঢ় হইয়া রহিয়াছি, সংশাস্ত্র ও সংসঙ্গে অনুরক্ত হই, এইরূপ পূর্ব্ববৈরাগ্য বাসনার নাম শুভেচ্ছা। এই প্রকার সংশাস্ত্র ও সজ্জন সম্বন্ধ বৈরাগ্য যোগের অভ্যাস দ্বারা, সদাচারে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম বিচারণা। এইরূপ শুভেচ্ছা ও বিচারণা দ্বারা, ইন্দ্রিয় প্রয়োজন সাধনে যে অনুরাগ শূন্যতা হয়, তাহার নাম তনুমানসা। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই তিনের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বিষয়-বিরক্তি উপস্থিত হইলে, শুদ্ধ সত্বরূপী আত্মাতে যে অবস্থিতি সংঘটিত হয়, তাহার নাম সত্বাপত্তি। উল্লিখিত শুভেচ্ছাদি দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাস যোগ প্রযুক্ত, বিষয়-সংসর্গ পরিত্যাগের নাম অসংসক্তি। পঞ্চ জ্ঞানভূমির অভ্যাস দ্বারা, স্বীয় আত্মাতে অতিমাত্র প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ পদার্থ মাত্রেরই ভাবনা তিরোহিত হইয়া, এক মাত্র পরব্রহ্মবিষয়িনী যে ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহার নাম পদার্থাভাবনী। আর উল্লিখিত ষড়্বিধ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস প্রযুক্ত, ভেদজ্ঞানের অভাব হইলে, স্বভাবে যে একনিষ্ঠতা উপস্থিত হয়, তাহারই নাম তুর্য্যগা। এই ভূমি প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানযোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ইহাই জ্ঞান মার্গ দ্বারা মুক্তি।

এইরূপে তিন মার্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন প্রণালী দ্বারা, জীব শেষে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ শুদ্ধির অভাব হেতু, এবং ঐ ত্রিবিধ শুদ্ধির পারস্পরিক সহায়তার আবশ্যক অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, তদভাবে পূর্ণস্বাভাব এবং জ্ঞান পথে বিপত্তি ও অসুবিধা সম্ভাবিত হইবে। ঐ অসুবিধা এবং বিঘ্ন, সাধনভূমির উচ্চ অবস্থাতেও অনুভূত হইয়া থাকে। উন্নত অবস্থাতেও, জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত উপাসনা মার্গে, উপাসনার সহায়তা ব্যতীত জ্ঞানমার্গে, এবং কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত জ্ঞান ও উপাসনামার্গে, অগ্রসর হওয়া বিপত্তি এবং পতন-মূলক হইয়া থাকে।

(১) ব্রহ্মণোঽধিদৈবাধিভূতরূপং তটস্থবেদ্যম্।
স্বরূপেণ তদধ্যাত্ম রূপম্॥

জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটি দ্বারা যে ভগবদুপলব্ধি তাহাকে তটস্থ জ্ঞান বলে। ত্রিপুটি দ্বারা ভেদভাবশূন্য যে ভগবদ্জ্ঞান, উহাকে স্বরূপ জ্ঞান বলে। ব্রহ্মের অধিভূতাধিদৈবরূপ, তটস্থ লক্ষণ-বেদ্য এবং তাহার অধ্যাত্ম স্বরূপ, স্বরূপ-লক্ষণ-বেদ্য। এই তটস্থ জ্ঞান হইতে স্বরূপ জ্ঞানে পৌঁছিবার জন্য, উভয়ের সন্ধিতে ভক্তিই মুখ্য আশ্রয়। কারণ অন্তঃকরণের তীব্র সংবেগ ভিন্ন নিরবলম্বনাবস্থায় সাধক অগ্রসর হইতে পারে না; এবং ভক্তি এই সংবেগ বৃদ্ধি করে। ভক্তিই সকল সাধনের প্রাণস্বরূপ। এই ভক্তিরূপ সঞ্জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত সাধক, ভগবদ্ভাবের সহায়তায়, ভাবগম্য ঈশ্বরের অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূতরূপ ত্রিভাবই উপলব্ধি করিতে পারে; এবং সমাধি লাভের বিঘ্ন স্বরূপ "অলব্ধভূমিকত্ব" অথবা "অনবস্থিতত্ব" অবস্থায়, তাহাকে আর বিপন্ন হইতে হয় না। এই জন্য ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্"। যে ঋতম্ভরা নাম্নিকা প্রজ্ঞার উদয়ে, সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধি পদারূঢ় হইয়া, স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহার এক সোপান স্বরূপ শ্রদ্ধা, অর্থাৎ ভগবানে তীব্র অনুরাগ পূর্ব্বক প্রীতি, উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞান মার্গের সাধনায় উপাসনা মার্গের সহায়তা প্রয়োজনীয়। এইরূপে উপাসনামার্গেও জ্ঞানমার্গের আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সবিকল্প সমাধির, বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা নামক যে, চারি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগোক্ত উপাসকগণের ঐ চারি অবস্থা অতিক্রম করা প্রায় সম্ভব হয় না। মন্ত্র এবং হঠযোগ দ্বারা এক বারে আনন্দানুগত অবস্থা, এবং লয়যোগ দ্বারা এক বারে অস্মিতানুগত অবস্থা, লাভ হইয়া থাকে। আনন্দানুগত অবস্থায় বিচার রহিত আনন্দোপলব্ধি, এবং অস্মিতানুগত অবস্থায় আপনার অস্তিত্বের স্বল্পজ্ঞান ব্যতীত, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই দুই অবস্থাতেই সাধক, সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে অন্তঃকরণ লয় করত, মোক্ষানন্দ তুল্য আভাসচৈতন্য সুখভোগ করে। কিন্তু এ অবস্থায় বিতর্কানুগত এবং বিচারানুগত অবস্থার অভাব হওয়ায়, সাধক অনেক সময়ে আভাস চৈতন্যকেই, প্রকৃত চৈতন্য মনে করিয়া ফেলে। এরূপ ভ্রমকেই ভবপ্রত্যয় নামক জড় সমাধি অবস্থা বলা গিয়া থাকে। ইহা সাধনের বিঘ্নস্বরূপ। কারণ ঐ অবস্থায় প্রকৃতির সূক্ষ্ম, সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায়, অন্তঃকরণে পুনর্বিস্তারের সম্ভাবনা * থাকে। যোগিগণের সাবধানতা পূর্ব্বক এ অবস্থার দিকে দৃষ্টি

(১) ব্রহ্মের অধিদৈব আর অধিভূত ভাব তটস্থ-লক্ষণ-বেদ্য। তাঁহার অধ্যাত্ম ভাব স্বরূপ-লক্ষণ-বেদ্য॥

* উপরোক্ত যে সকল যোগে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থার বর্ণন করা হইল, উহা অনুভবশীল যোগীদিগের নিকট হইতে, বুঝিয়া লইতে হইবে।

রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা নির্ব্বিকল্প সমাধি-প্রাপ্তি সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। কিন্তু বিচার প্রধান রাজযোগীকে এরূপ বিপদাপন্ন হইতে হয় না। কারণ রাজযোগ বিচার প্রধান হওয়ায়, রাজযোগীকে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা, সবিকল্প-সমাধির অন্তর্গত এই চারি অবস্থার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। এ জন্য তাহার জড় সমাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত উপাসনা মার্গে পূর্ণতা প্রাপ্তি অতিশয় দুরূহ। আর ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধিভূত-শুদ্ধির সহিত অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম-শুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, একের অভাবে অন্যের প্রাপ্তি বিষয়ে, অসুবিধা হইয়া থাকে। অধিভূত শুদ্ধি কর্ম্ম মার্গের সাধনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু কর্ম্ম-সাধনা জ্ঞানোপাসনা সিদ্ধি বিষয়ে, বিশেষ উপকারক। এই বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই, পূজ্যপাদ প্রাচীন ঋষিগণ, স্বজীবন দেশ-কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতেন। এই সত্য বিস্মৃত হওয়াতেই, আধুনিক সাধুমণ্ডলী, এইরূপ হীনাবস্থা লাভ করিতেছে। নিষ্কাম কর্ম্ম ত্যাগ করত জড় হইয়া, কেবল উপাসনা অথবা জ্ঞান মার্গে স্থির থাকিতে না পারিয়া পতিত হইতেছে। ধর্ম্মধুরন্ধর, পবিত্র ভাবে সঞ্জাত, সংস্কার সম্পন্ন, ও সংযমী ঋষিগণই যখন আত্মপূর্ণতা লাভের জন্য কর্ম্ম, উপাসনা, ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তখন প্রায় কামজ শরীরবিশিষ্ট, সংস্কার-বিহীন, বর্ত্তমান সাধুগণ, কিরূপে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-কল্যাণ প্রত্যাশা করিতে পারেন। এই হেতু সাধকের পক্ষে, বিশেষতঃ কলিযুগের সাধকের পক্ষে জ্ঞান ও উপাসনার সহিত আধিভৌতিক শুদ্ধিপ্রদ কর্ম্ম মার্গের সহায়তা অবলম্বন করা, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ত্রিবিধ শুদ্ধি ব্যতীত পূর্ণতা-প্রাপ্তি সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব।

ভগবান সৎভাব, চিৎভাব এবং আনন্দভাব দ্বারা পূর্ণ। তাঁহার সৎ ও চিৎ ভাবের ওতপ্রোত অবস্থিতি দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এবং আনন্দ, ব্যাপকরূপে সমস্ত জগতে বিরাজিত। কর্ম্মদ্বারা তাঁহার সৎভাব, উপাসনা দ্বারা আনন্দভাব এবং জ্ঞান দ্বারা তাঁহার চিৎ ভাবের উপলব্ধি হইলে, সাধক পূর্ণব্রহ্ম সাগরে লীন হইতে পারে। অন্তঃপূর্ণ, বহিঃপূর্ণ, সর্ব্বপূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধির জন্য পূর্ণতা অবশ্য সাধনীয়। অপূর্ণতার খ-পুষ্প প্রতিম,স্বরূপ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভন মাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আদি মধ্যান্তপূর্ণায় বাহ্যাভ্যন্তরতস্তথা।
পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বপূর্ণায় শাশ্বতে॥

দেবী মাহাত্ম্য।

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রণমি প্রসন্না হও বিশ্বার্ত্তি-হারিণী।
ত্রিলোকবাসীর হও বরদা জননী ॥
দেবী বলিলেন বর দিব সুরগণ।
যেই বর তোমাদের হইবে মনন ॥
যে বর চাহিবে আমি দিব এই ক্ষণে
ত্রিভুবনবাসীদের মঙ্গল কারণে ॥
দেবগণ বলে মাতা বাধা নাশ করি।
ত্রিলোক পালন কর অখিল-ঈশ্বরী ॥
যে প্রকারে আজি দৈত্যে করিলে নিধন
সেই রূপে সদা নাশ দেববৈরী গণ ॥
দেবী বলিলেন বৈবস্বত মন্বন্তরে।
অষ্টম বিংশতি সংখ্যা যুগের অন্তরে ॥
মহাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ রাজন।
আবার ধরণী তলে লইবে জনম ॥
যশোদা-গর্ভেতে হব নন্দ-গোপ-ঘরে।
বিন্ধ্যাচলে থাকি আমি মারিব অসুরে ॥
পুনঃরায় অতি রৌদ্রা রূপে মহীতলে।
জন্মিয়া মারিব আমি বৈপ্রচিত্ত কুলে ॥
খাইব তখন আমি সে সব দানবে।
দাড়িম্ব কুসুম সম মম দন্ত হবে ॥
অনন্তর দেবগণ মানব সকলে।
করিবে আমার স্তব রক্তদন্তা বলে ॥
পরে শত বর্ষ বৃষ্টি না হবে ধরাতে।
অযোনি সম্ভবা হব মুনির স্তবেতে ॥
দেখিব তখন আমি শতেক নয়নে।
শতাক্ষী বলিয়া মোরে গাবে সর্ব্বজনে ॥
অনন্তর মম দেহে শাক জনমিবে।
আবৃষ্টি প্রাণীরা তাতে জীবন ধরিবে ॥
তখন শ্রবন কর সর্ব্ব দেবগণে।
শাকম্ভরী নামে হব বিখ্যাত ভুবনে ॥
পুনশ্চ মারিব দুর্গ নামেতে দানবে।
দুর্গাদেবী সে সময়ে মম নাম হবে ॥
পুনর্ব্বার ভীমরূপ করি হিমালয়ে।
মুনিগণ ত্রাণ হেতু রাক্ষসের ভয়ে ॥
মম তুষ্টি হেতু স্তব মুনিরা করিবে।
ভীমা দেবী বলি তবে মম নাম হবে ॥
মারিব অরুণ দৈত্যে সর্ব্ব লোক অরি।
তখন হইব আমি ষট্‌পদী ভ্রামরী ॥
ত্রিলোকের হিতে আমি মারিলে অসুরে।
ভ্রামরী বলিয়া মোরে গাবে চরাচরে ॥
এই রূপ যথা যথা হবে দৈত্য গণ।
তথা তথা জন্মি ক্ষয় করিব তখন।
মার্কণ্ডেয় দেবী স্তব রচেন বিচিত্র ॥
সাবর্ণির মন্বন্তরে দেবীর চরিত্র।
দেবী বলিলেন প্রতি দিন এই স্তবে।
তুষ্ট যে করিবে তার বাধা নাশ হবে ॥
মহিষ-বিনাশ মধুকৈটভ-নাশন।
শুম্ভ নিশুম্ভের বধ করিলে কীর্ত্তন ॥

অষ্টমী নবমী আর চতুর্দ্দশী দিনে।
এক মনে ভক্তি করি এ মাহাত্ম্য শুনে॥
দুষ্কর্ম্ম সকল তার ছাড়ি দেয় তাকে।
পাপের আপদ সর্ব্ব কিছু নাহি থাকে॥
কখন না হয় তার দারিদ্র্যের ভয়।
প্রিয় জন বিরহ তাহার নাহি হয়॥
শত্রুভয় দস্যুভয় রাজভয় আর।
অস্ত্র বা অনল-ভয়ে ভয় নাহি তার॥
মহা স্বস্ত্যয়নে এই মাহাত্ম্য পড়িবে।
ভক্তি করি কিম্বা মম চরিত্র শুনিবে॥
উপসর্গ ত্রিবিধ উৎপাত মহামারী।
মম এ মাহাত্ম্য সে সকল ধ্বংসকারী॥
যেখানে মাহাত্ম্য মম পাঠ হয় সদা।
সেই খানে বাস আমি করিব সর্ব্বদা॥
বলিদানে অগ্নিকার্য্যে আর মহোৎসবে।
মম এ চরিত্র সদা পড়িবে শুনিবে॥
জেনে বা না জেনে পড়ে পূজান্তে বলিতে।
সেই পূজা হোম আমি লইব প্রীতিতে॥
প্রতিবর্ষে মহা পূজা করি শরৎ কালে।
ভক্তি করি এ মাহাত্ম্য শুনিবে সকলে॥
বাধা নাশ হবে আর ধন পুত্র হবে।
আমার প্রসাদে শুভ হইবে মানবে॥
শুনিলে মাহাত্ম্য মম হয় শুভোদয়।
নির্ভয় পুরুষ আর হয় যুদ্ধে জয়॥
শত্রু ক্ষয় হয় আর বাড়য় মঙ্গল।
বংশ বৃদ্ধি হয় আয় বৃদ্ধি হয় বল॥
সর্ব্ব শান্তিকর্ম্মে আর দুঃস্বপ্ন দর্শনে।
উগ্র-গ্রহ-পীড়া-গ্রস্ত যদি ইহা শুনে॥
উপসর্গ গ্রহপীড় নাশিবে সকল।
দুঃস্বপ্ন লভিবে নর সুস্বপ্নের ফল॥

বালকের গ্রহ পীড়া আদি দূর করে।
বিরোধকারির মধ্যে মৈত্র দান করে॥
অশেষ দুর্ব্বৃত্ত-বল নাশ হয় ই'তে।
পাঠ মাত্রে নষ্ট করে প্রেত রক্ষ ভূতে॥
যে স্থানে সতত মম মাহাত্ম্য পঠন।
সেই স্থানে সর্ব্বদাই মম নিবসন॥
পশু পুষ্প অর্ঘ ধূপ দীপ ও চন্দনে।
শুচিকর্ম্ম হোম আর ব্রাহ্মণ-ভোজনে॥
অন্যান্য বিবিধ ভাবে বৎসর পূজিলে।
যাহা হয় হয় তাহা মাহাত্ম্য শুনিলে॥
শুনিলে আরোগ্য হয় হয় পাপ নাশ।
রক্ষা পায় ভূত ভয়ে নাহি তার ত্রাস॥
এ চরিত্র যুদ্ধে নাশে দুষ্ট দৈত্যগণ।
বৈরী ভয় নাশে নরে ই'তে দিলে মন॥
তোমাদের, ব্রহ্মার, ব্রহ্মর্ষিদের স্তুতি।
পাঠে মানবের হয় অতি শুদ্ধ মতি॥
দাবাগ্নি-বেষ্টিত আর কাননে প্রান্তরে।
শত্রু দস্যু ভয়ে কি বা শূন্যের উপরে॥
সিংহ-ব্যাঘ্র-বন্য-হস্তি-সঙ্কুল কাননে।
ক্রুদ্ধ-রাজকৃত-বধ-দণ্ডে বা বন্ধনে॥
পোতে বিঘূর্ণিত বাতে স্থিত মহার্ণবে।
অস্ত্রের সম্মুখে কিংবা দারুণ আহবে॥
আমার চরিত্র যদি করয় স্মরণ।
সকল বাধায় মুক্ত হয় নরগণ॥
সিংহ আদি দস্যু বৈরী ভয় নাহি রয়।
স্মরিলে চরিত্র মম দুঃখ দূর হয়॥
ঋষি বলিলেন চণ্ডী দেবী বলবতী।
ইহা বলি অন্তর্হিতা হইলেন সতী॥
দেখিতে দেখিতে দেবী অন্তর্ধান হলে।
বিস্মিত হলেম তাহে সর্ব্ব দেব গণ॥

নিয়াছিল দেবগণ নিজ অধিকার।
শক্রহীন যজ্ঞ ভাগ পায় যে যাহার॥
দেবী শুম্ভ নিশুম্ভেরে নাশিলেন সংগ্রামে।
সৃষ্টি বিনাশক দোঁহে, অতুল বিক্রমে॥
অবশিষ্ট দৈত্যগণ যে সকল ছিল।
পাতাল পুরেতে সবে পলায়ন কৈল॥
নিত্যা সেই দেবী জন্ম লয়ি পুনঃ পুনঃ।
এরূপে করেন ভব জগৎ পালন॥
তিনিই মোহেন বিশ্ব তিনি প্রসবেন।
যাচিলে হইয়া তুষ্টা তিনি মুক্তি দেন॥
তিনিই ব্যাপিতা সর্ব্ব বিশ্বে আছে ভূপ।
মহাকালী তিনি কালে মহামারি রূপ॥
তাঁহাতে প্রলয় হয় তাঁহাতে সৃজন।
তিনিই করেন রক্ষা এ তিন ভুবন॥
ভবকালে তিনি লক্ষ্মী বৃদ্ধি প্রদায়িনী।
অভাবে অলক্ষ্মী তিনি বিনাশকারিণী॥
পুষ্প ধূপ গন্ধ দিয়া পূজিলে তাঁহাতে।
হয় তাঁর ধন পুত্র সুমতি ধর্ম্মেতে॥
সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী মহিমায়।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত এথায়॥
ঋষি কহিলেন ভূপ এইত তোমারে।
কহিনু উত্তম দেবী মাহাত্ম্য বিস্তারে॥
যিনি নিয়মেন এই নিখিল জগৎ।
এরূপ প্রভাব তাঁর শুনহে সুরথ॥
তাঁহারে সেবিলে সব বিদ্যা লাভ হয়।
বিষ্ণুমায়া নামে তাঁর সদা পরিচয়॥
তুমি এই বৈশ্য আর যেবা কেহ ভবে।
তাঁহারি মায়ায় মুগ্ধ ছিল আছে রবে॥
তাঁহার শরণাগত হওহে রাজন।
আরাধি তাঁহারে সদা লভে নরগণ॥
ভোগ স্বর্গ অপবর্গ এ সব মন্ত্রণা।
অন্যথা কি ঘুচে কভু সংসার যন্ত্রণা॥
মার্কণ্ডেয় বলিলেন এই কথা শুনি।
সেই বৈশ্য আর সেই সুরথ নৃমণি॥
মহাভাগ তীক্ষ্ণ ব্রত মেধা ঋষি বরে।
প্রণাম করিলা দোঁহে ভূমিগত শিরে॥
মমতে অতীব দুঃখী আর রাজ্য নাশে।
সদ্যই করিলা যাত্রা তপস্যার আশে॥
অম্বিকা দর্শন হেতু নদীর পুলিনে।
মহীময়ী দেবী মূর্ত্তি গড়িয়া দুজনে॥
নিরাহারে যতাহারে সমাহিত মনে।
পূজিলা দেবীরে পুষ্প ধূপাগ্নি তর্পণে॥
নিজ গাত্র রক্ত দিয়া দিল বলিদান।
এরূপে কাটিলা তিন বর্ষ পরিমাণ॥
তুষ্টা হয়ে দেবী তবে দিলা দরশন।
বলিলেন লহ বর তোমরা দুজন॥
যে বর চাহিবে আমি দিব সেই বর।
কহ বৈশ্য কিবা চাও কিবা নৃপবর॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন চাহিলেন রাজা।
জন্মান্তরে নাহি যেন ভ্রষ্ট রাজ্য প্রজা॥
এ জন্মেও যেন শত্রু দলে নিজবলে।
নিজ রাজ্য করি লাভ পালে অবহেলে॥
বৈশ্য বলিলেন মাতঃ জ্ঞান চাহে দাস।
যাতে হয় সঙ্গচ্যুতি মমত্ব বিনাশ॥
দেবি বলিলেন নৃপ অল্প দিনে তুমি।
শত্রু দলি নিজ রাজ্যে হবে রাজ্য স্বামী
মৃত্যু পরে জন্ম লভি সূর্য্যদেব হতে।
হইবে সাবর্ণি নামে মনু ভবিষ্যতে॥
সমাধি তোমারো বাঞ্ছা অচিরে পূরিবে।
মোক্ষ হেতু দিব্য জ্ঞান লাভ তব হবে॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন এরূপ বলিয়া।
বাঞ্ছা অনুরূপ দোঁহে বর দান দিয়া॥
অন্তর্হিতা হইলেন জগৎ জননী।
শিবদা মোক্ষদা দুর্গা বিশ্ব প্রসবিনী॥

এই রূপে লভি বর দেবীর সকাশে।
সুরথ ক্ষত্রিয়র্ষভ সূর্য্যের ঔরসে॥
সবর্ণা উদরে ধরি পুনঃ নব তনু।
সাবর্ণি নামেতে কালে হইবেন মনু॥

মহামণ্ডল সংবাদ।

পূজ্যপাদ শ্রীস্বামীজী মহারাজ এখন দক্ষিণভারত হইতে উত্তরভারতে শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যোপলক্ষে শুভাগমন করিয়াছেন এবং কলিকাতায় ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রিট ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গের ধর্ম্মকার্য্যের জন্য শীঘ্রই তাঁহার বঙ্গে যাওয়া হইবে।

শ্রীমহামণ্ডলের যত্নে হিন্দু সূর্য্য মহারাণা বাহাদুর উদয়পুর হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ হরিদ্বারে অবস্থিতি কালে এই টাকা উক্ত ব্রহ্মচারী আশ্রমকে দেওয়াইয়া, বঙ্গ দেশে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উক্ত ব্রহ্মচারী আশ্রমকে মাসিক সাহায্য করা হয়। উহা একটি আদর্শ ব্রহ্মচারী আশ্রম। শ্রীমহামণ্ডলের সম্বন্ধযুক্ত আরও কয়েকটি ব্রহ্মচারী আশ্রম ভারতের স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর প্রয়াগ নারায়ণ মহাশয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ জন্য পাঁচ সহস্র টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কাশী প্রধান কার্য্যালয়, শারদা মহাবিদ্যালয়, ছাত্র-নিবাস ও পুস্তকালয়াদি নির্ম্মাণ জন্য (২৫০০০৲) পঁচিশ সহস্র টাকা মূল্যে জমি কিনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধিগণ এই অর্থব্যয় করিতে সম্মতি দিয়াছেন। বাটী আদি প্রস্তুত হইতে প্রায় (২০০০০০৲) দুই লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে।

শ্রীশারদা মহাবিদ্যালয়, ছাত্র-নিবাস এবং ব্রহ্মচারী আশ্রমাদি কাশীতে শীঘ্রই স্থাপন করা হইবে। এবং কাশীতে যে সকল সংস্কৃত বিদ্যালয় ও পাঠশালা আছে ঐ গুলিকে যথা সম্ভব সাহায্য করিয়া, ঐ মহাবিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করত, সুব্যবস্থা করিবার যত্ন হইতেছে। এই শুভ প্রস্তাব সম্বন্ধে আজ্ঞা পাইবার জন্য, শ্রীমহামণ্ডলের ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি সভার সভ্যগণের নিকট সম্মতি গ্রহণার্থ কাগজ পত্রাদি প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভা তিন বৎসর অন্তর গঠিত হইয়া থাকে। এবারে উহা নূতনরূপে গঠিত করিবার জন্য কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত হইয়া, শীঘ্রই ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি এবং সংরক্ষকগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রবন্ধকারিণী সভার অধীনে ৪টি সব কমিটি গঠিত হইতেছে; যথা স্থানীয় সাধারণ কার্য্য কারিণী সব্ কমিটি, মেমোরিয়ল সব্ কমিটি, ধনাগম সব্ কমিটি এবং শ্রীশারদা-মণ্ডল অর্থাৎ বিদ্যা প্রচার বিভাগের সব্ কমিটি।

বঙ্গের সমুজ্জ্বল রত্ন পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত তাহিরপুরাধিপতি রাজাবাহাদুর শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয় নিজের কাশীস্থ বিশাল ভবন শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত শ্রীমহামণ্ডলের নিজের বাটী প্রস্তুত না হয়, প্রধান কার্য্যালয় ঐ বাটীতেই অবস্থিত থাকিবে। বাটীটি গঙ্গাতীরে এবং রাস্তার ধারে হওয়ায় ঐ কার্য্যের উপযোগী। স্বদেশহিতৈষী ধার্ম্মিক বর শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর কাশীস্থ ব্রহ্মচারী আশ্রমের জন্য নাগোয়াতে অবস্থিত তাঁহার বাগানে স্থান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঐ শুভকার্য্যও শীঘ্র আরম্ভ হইবে! শ্রীবিশ্বনাথ এই নরপতি-রত্নকে দীর্ঘায়ুঃ করুন! শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুরের এইরূপ উদারতা এবং ধর্ম্মপ্রাণতা, অন্যান্য রাজন্য বর্গ এবং জমিদারাদি সদগৃহস্থগণের অনুকরণীয় হওয়া উচিত।

কলিকাতা বড় বাজারের মাড়োয়ারি মহলে, মাড়োয়ারি কুলরত্ন শ্রীযুক্ত বাবু ধন্নুলাল অগরওয়ালা মহাশয়ের যত্নে শ্রীমহামণ্ডলের কাশীস্থ ভবনাদি নির্ম্মাণজন্য চাঁদা উঠিতেছে। উক্ত অগরওয়ালা মহাশয় শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে তিনি কাশীস্থ বিস্তৃত বাটীতে একটি বিশেষ বিভাগ নির্ম্মাণের জন্য নিজের যত্নে (২৫০০০৲) পঁচিশ সহস্র টাকা তুলিয়া দিবেন। ঐ অংশ কলিকাতাস্থ মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের নামে অভিহিত হইবে। কলিকাতায় ঐ সংখ্যা হইতে অধিক টাকা উঠাও সম্ভব।

কলিকাতাস্থ সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত প্রধান মহাকালী পাঠশালা সম্বন্ধে, উত্তর ভারতের শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন উহার প্রতিষ্ঠাত্রী মহারাষ্ট্র দেশীয়া পরম পূজনীয়া মাতাজী গঙ্গাদেবী তপস্বিনী মহারাণী। তাঁহার কাশীলাভের পর ঐ পাঠশালার ব্যবস্থা তত উত্তম ছিল না। এখন শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের যত্নে ঐ ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। উক্ত মাতাজীর গদিতে তাঁহারই দেশস্থা এবং সম্বন্ধযুক্তা পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাজী যোগমায়া তপস্বিনী শুভাগমন করিয়াছেন। নূতন মাতাজীর প্রযত্নে প্রধান মহাকালী পাঠশালা নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য স্থানের শাখা মহাকালী পাঠশালা গুলিরও উন্নতি হইতেছে। পূজনীয়া মাতাজী সম্প্রতি উত্তর বঙ্গের ময়মনসিংহ ঢাকা আদি নানা স্থানের শাখা পাঠশালা গুলি পরিদর্শন করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ অঞ্চলে শুভাগমনে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে অনেক কার্য্যোন্নতি হইয়াছে।

সমস্ত ভারতবর্ষে মহাকালী স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচার করিবার জন্য, পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর সঙ্গে, শ্রীভারতবর্ষীয় শিক্ষা পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত পরিষদের প্রধান সম্পাদকের পদে, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় এবং অন্যতম সম্পাদকের পদে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান মহাকালী পাঠশালার বাটীতে অর্থাৎ কলিকাতার ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট ভবনে, উহার কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদ ভারতে হিন্দু ধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিবে। এবং ইহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংযুক্ত সভা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষ সমর্থন এবং সনাতন ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতে কোন যোগ্য ইংরেজী দৈনিক পত্র নাই। ভারতে এই অভাব দূর করিবার জন্য যৌথ কারবারের ব্যবস্থা অনুসারে ডেজ্ নিউজ্ লিমিটেড্ (Day's News Limited) নামক একটি কোম্পানি কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। উহার ডাইরেক্টর্ শ্রীযুক্ত ভারতরত্ন রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি, এস্, আই, শ্রীস্বামী জ্ঞানানন্দ ভারতী, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, এক্স জজ, হাইকোর্ট, ভক্তিভূষণ রায় বাহাদুর বনমালী রায়, তড়াসের জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র এটর্নি য্যাট্ ল, রায় যতীন্দ্রনাথচৌধুরি এম্, এ, বি, এল্ টাকির জমিদার অব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, উকিল হাইকোর্ট এবং শ্রীযুক্ত ধন্নুলাল অগরয়লা বি, এ, এটর্নি য্যাট ল হইয়াছেন; এবং ভারতের প্রধান প্রধান সুলেখকগণ উহাতে লিখিবেন। ঐ কোম্পানি হইতে দুই খানি দৈনিক পত্র বাহির হইবে। এক খানির নাম ডেজ্ নিউস্ (Day's News) এবং অন্য খানির নাম ন্যাশন্যাল্ ডেলি (National Daily)। ন্যাশন্যাল্ ডেলি (National Daily) শ্রীমহামণ্ডলের মুখপত্র রূপে কার্য্য করিবে।

কলিকাতার যৌথ কারবার দি নারায়ণ কোম্পানি লিমিটেড্ (The Narayan Company Ltd.) এবং দি ডেজ্ নিউস্ লিমিটেড্ (The Day's News Ltd.) শ্রীমহামণ্ডলকে নিজ নিজ ব্যবসায়ের আয় হইতে মাসিক ধর্ম্মবৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বম্বাই নগরের কয়েকটি মিল কোম্পানি মাসিক বৃত্তি দিতে স্বীকৃত

হইয়াছেন। অন্যান্য কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং সমস্ত ব্যবসাদারগণ এ আদর্শ অনুকরণ করিলে ধর্ম্ম এবং যশের অধিকারী হইবেন।

বঙ্গদেশে খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি নামক কলেজ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী এম, এ, পি, এল, মহাশয়ের অসাধারণ যত্ন এবং অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে বাটী প্রস্তুত জন্য এ কলেজ (২২০০০৲) বাইশ সহস্র টাকা এবং (২৫০৲) আড়াই শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছে। বাটীর কতক অংশ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ঐ কলেজের সঙ্গে সংস্কৃত টোলও স্থাপিত হইয়াছে। দেবালয় সংযুক্ত টোল বাটী নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের মত দৌলত পুর হিন্দু একাডেমি হিন্দুদিগের একটি জাতীয় এবং আদর্শ বিদ্যালয় হইবে। দৌলতপুর একাডেমির স্থানটি অতি মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর। বিদ্যার্থিগণ অতি অল্প ব্যয়েই তথায় পাঠাভ্যাস করিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুর পরামর্শানুসারে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা উহাতে রাখা হইয়াছে।

হরিদ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নামে একটি সাধু পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভাইস্‌রয় (Viceroy)এর নিকট যখন শ্রীমহাপ্রভুর ভারত-বর্ষ ব্যাপী ডেপুটেশন্ যায়, ঐ সময় কলিকাতায় সমাগত সভ্য মণ্ডলী সভা করিয়া অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় স্থির করেন। ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ইহাও স্থির হয় যে যেখানে বড় বড় আসন আছে, উহার সাহায্য পাঠশালাতেও দেওয়া হউক। ঐ প্রস্তাব অনুসারে রাওলপিণ্ডির সুপ্রসিদ্ধ সর্দ্দার রায় বাহাদুর বুটা সিংহ মহাশয়ের ব্যয়ে এই সাধু পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালা ছয় মাস হৃষীকেশে ও ছয় মাস হরিদ্বারে থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ এই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। স্থানীয় সত্র হইতে বিশেষ ব্যবস্থার সহিত তাঁহাদের ভোজনাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সর্দ্দার সাহেব ঐ পাঠ-শালার ভার শ্রীমহাপ্রভুর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

মহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেডের রেজেষ্ট্রি হইয়া গিয়াছে। আড়াই লক্ষ টাকা মূলধন রাখা হইল। শেয়ার বিক্রয়ের যত্ন হইতেছে। কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয় ১৮ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বাটীতে প্রধান মহাকালী পাঠশালা এবং শ্রীভারত-দুহিতৃ-শিক্ষা-পরিষদেরও কার্য্যালয় আছে। ঐ দুইটী ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং উহা নিজেরই স্থান। এখন সুকিয়া ষ্ট্রীটেই শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল স্থায়ীরূপে রহিল।

প্রচার সংবাদ।

(ফাল্গুন)

সাহজহানপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল শর্ম্মা উপদেশক মহাশয় লাহোরের "শ্রীরামকুমার" সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, শ্রীমহামণ্ডলের প্রতিনিধি স্বরূপে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি পৌঁছিয়া, চারি দিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া "দেবপূজা" এবং "উপাসনা" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৫০০০ শ্রোতা সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সকলে পণ্ডিতজীর বক্তৃতায় পরম প্রীতি লাভ করিয়া, তাঁহাকে এবং শ্রীমহামণ্ডলকে, প্রভূত ধন্যবাদ প্রদান করেন। সেখান হইতে তিনি পরীক্ষিতগড় ধর্ম্ম সভার বার্ষিকোৎসবে যোগদান করিয়া, আরও তিনটী বক্তৃতা করেন এবং তথা হইতে, বার্ষিক ১২৲ উপদেশক কোষের সহায়তা কল্পে প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সেখানে বার্ষিক দশ টাকা সাহায্যকারী—এক জন সহায়ক সভাও করিয়াছেন। উক্ত সভায় সমাগত মিরাটের অন্তর্গত মোওয়ানা ধর্ম্ম সভার মন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে, পরে পণ্ডিতজী তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও মানুষের কর্ত্তব্য বিষয়ে আরও দুইটী বক্তৃতা দেন। সেখানেও উপদেশক কোষের সহায়তা স্বরূপ ১২৲ পাওয়া যায় এবং উক্ত সভা মহামণ্ডলের শাখা সভারূপে পরিগৃহীত হয়। ঐ স্থান হইতে তিনি হোসিয়ারপুর ধর্ম্মসভার বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাত্রা করিয়া, ৯ মার্চ্চ তথায় পৌঁছেন, এবং দুই দিন সেখানে থাকিয়া স্ত্রীধর্ম্ম, দান, ভক্তি ও মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ৪টী বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃ সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, আবেদনান্তে একটী সনাতন ধর্ম্ম ইংরেজী হাইস্কুল এবং বিশারদ পরীক্ষা পর্য্যন্ত একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ ৭০০০৲ টাকা চাঁদা উঠে। উপদেশক কোষের সাহায্যার্থ মহামণ্ডলকে ১২৲ টাকা প্রদান করা হয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীয়ালালজী শর্ম্মা উপদেশক মহাশয়, ঋষিকুল আশ্রমের সাহায্যার্থ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এই দুই মাস ব্যাপিয়া ৺হরিদ্বারে নিত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাত্রীদের নিকট হইতে এক কালীন ৬২৷৷১০ দান পাওয়া গিয়াছে, জানুয়ারীর শেষ ভাগে উপদেশকজী হিসারের বৈশ্য কনফারেন্সে উপস্থিত হইয়া, প্রচার কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক

৪ মার্চ্চ হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভুদয়ালজী পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর মহাশয় হরিদ্বার ঋষিকুলাশ্রমের সাহায্যার্থ মাসিক দুই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলেক্টর সাহেব মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনেলাল শর্ম্মা উপদেশক মহাশয় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত কল্যাণপুর, মরথুয়া, জনাট, ভদৈ, হাঁসৌর, নরবরা, ছাপরা, রামপুরহরী, রুপৌলী, সড়গড়িয়া, হসওয়ার, বোড়ওয়ারা, রামপুর, দামোদরপুর, কটৈয়া এবং মোরৈট প্রভৃতি স্থানে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত নরওয়াতে এক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহন শর্ম্মা ব্যাকরণের অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন।

মুরাদাবাদের অবৈতনিক ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাইয়া লালজী উপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমহামণ্ডলের সূচনানুরূপ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, সীতাপুর জিলার চৌপরিয়া ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হওত, প্রথম দিন সনাতন ধর্ম্মের মহিমা সম্বন্ধে শ্রোতৃগণের প্রাণ-মন মুগ্ধকর এক বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবস শিবরাত্রি ব্রত মাহাত্ম্য, সাকার উপাসনা তত্ত্ব এবং ভক্তির প্রভাব সম্বন্ধে এমনই এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৩য় দিবস বিদ্যা লাভের, মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক একটী সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপনার্থ প্রস্তাব করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রভাবে, তদর্থে প্রচুর চাঁদা সংগৃহীত হয়। স্থানীয় জমিদার পাঠশালার স্থান দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং অপর লোকেরা যথা শক্তি অন্নাদি দানে পাঠশালার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। মহামণ্ডলের সাহায্যার্থে পণ্ডিতজীর নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের জন্য মহামণ্ডল আপনাকে ঋণী স্বীকার করিতেছেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ফরেক্কাবাদ সনাতন ধর্ম্মসভার বার্ষিকোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রখ্যাতনামা বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনদয়াল শর্ম্মা ব্যাখ্যান বাচস্পতি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী বিদ্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালা প্রসাদ বিদ্যা বারিধি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী প্রভৃতি মহোপদেশক, অমৃতসহরের সনাতন ধর্ম্ম প্রচারকের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রলিয়ারাম শর্ম্মা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি উপদেশকগণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ উক্ত উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন ধর্ম্মসম্পর্কিত বহু বিষয়ে বহু সারগর্ভ বক্তৃতাদি হইয়াছিল। পণ্ডিত দীন দয়ালজী ব্যাখ্যান বাচস্পতি মহাশয়ের প্রার্থনায় ৪০০০৲ টাকা চাঁদা প্রাপ্ত হইয়া যায়। একজন ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু মহিলা ধর্ম্মরক্ষার্থ সনাতন ধর্ম্ম পাঠশালার জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা ফরেক্কাবাদ ধর্ম্ম সভার কৃতকার্য্যতা সন্দর্শনে অতীব প্রীত হইলাম। ইহা আমরা পণ্ডিত লালমণি ভট্টাচার্য্য বি এ উকিল মহাশয়ের ধর্ম্মতৎপরতার পরিণাম বলিয়া মনে করি। উক্ত উকিল মহাশয় এতদর্থে প্রভূত ধন্য বাদার্হ।

দান প্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ কৃপা পূর্ব্বক সন ১৯০৮ নবেম্বর মাসে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাহায্য কল্পে নিম্ন লিখিত রূপ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।

এক কালীন দান খাতে।

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীমান মান্যবর মহারাজা শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন গোস্বামী বাহাদুর ত্রিপুরাধিপতি ১৫০০৲

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীমান মান্যবর মহারাজা কর্ণেল মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহ জী বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারত-মার্ত্তণ্ড ইত্যাদি ১২৫০০৲

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীমান মান্যবর মহারাজা শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন গোস্বামী বাহাদুর ত্রিপুরাধিপতি ২১১৲

ধর্ম্মনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

শ্রীমান মান্যবর মহারাজা জেনেরেল সর অমর সিংহ জী বাহাদুর কে, সি, এস, আই, জম্মু ১৫০৲

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীমান মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ জী বাহাদুর কে, সি আই, ই, মিথিলাধিপতি ৭৫৪৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

এ, এল, এ, আর, অরুণাচেলাম চেট্টিয়ারজী মহাশয় জমিদার দেবকোট্টা মান্দ্রাজ ২৫০৲

দ্বাঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল জী ধর্ম্মোপদেশক শ্রী, ভা, ধ, ম ৭৪৲

দ্বাঃ শ্রীমান রাজা মহেশ্বরী প্রসাদ সিংহজী গিদ্ধোর ২৫৲

দ্বাঃ শ্রীমান চন্দ্রমৌলীশ্বর প্রসাদ সিংহজী গিদ্ধোর ২৫৲

দ্বাঃ শ্রীমান শেঠ রাম নারায়ণ লাল জী মহাশয় রইস্ কলিকাতা ১২৲

দ্বাঃ শ্রীমান শেঠ শিবপ্রসাদ রাম জী মহাশয় রইস্ কলিকাতা ১২৲

শ্রীমান পণ্ডিত বিহারী লাল করণ সিংহ শর্ম্মা পতিয়েরা আগরা ১২৲

শাখা সভা সহায়তা খাতে।

দ্বাঃ পণ্ডিত কানাইয়া লাল জী ধর্ম্মোপদেশক শ্রী, ভা, ধ, ম, ৪৮৲

ধর্ম্মপ্রচারক।

কলেগতাব্দাঃ ৫০১০।

৩০শ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। } আশ্বিন। { সন্ ১৩১৬ সাল। ইং ১৯০৯ খৃঃ।

কাশীস্তব।

(১)

দেবি, সদাশিব-জীবন-দয়িতা,
ত্বমসি সুরাসুরপূরমতিশয়িতা।
তব নহি মহিমা নিগমে খ্যাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(২)

সংহরতে হর ইত্যপবাদাৎ,
ত্রপিতো নৃভ্যো ভবতাং প্রাদাৎ।
মুক্তিক্ষেত্রং পৃথগচলাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৩)

অন্যা তব খলু পার্থিবশক্তিঃ,
পুংসামন্যাদৃক্ ত্বয়ি ভক্তিঃ।
স্রষ্টাপ্যন্যঃ পর এবাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৪)

ত্বামভিতো গঙ্গা বরণাসী,

ভুব ঊর্দ্ধাধঃ পঞ্চক্রোশী।

মোচয়সে নূন্ ভবকারাতঃ,

কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৫)

অহ জগতীস্থং তীর্থং সকলং,

পূতমভূত্ত্বৎস্পর্শাৎ সফলং।

মত্বাত্মানং স্থিতবদিহাতঃ,

কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৬)

যাবদ্ভবতী স্থাস্যতি ধীরা,

তাবদ্গঙ্গা স্থিরতরতীরা।

ন ত্বাং ত্যক্ষতি স্বপ্রতিজ্ঞাতঃ,

কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৭)

নিত্যসুলভ-বহুরসান্নপূর্ণা,

দুঃখিত-পোষে ত্বমসি সতৃর্ণা।

ত্বয্যুপবস্তে কোঽপি নচাতঃ,

কাশি! কলুষকুল-নাশিনী! মাতঃ!॥

(৮)

বিদ্যামণ্ডিত পণ্ডিত-বিতুলা,

উচ্চাবচশুচিসৌধকবহুলা।

হরসি মনোঽক্ষং পরশোভাতঃ,

কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(৯)

যজ্ঞ-জপার্চ্চন-বেদাধ্যয়নাৎ,

মুক্তির্দূরত ইন্দ্রিয়দমনাৎ।

সাতু করস্থা তব সেবাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(১০)

গর্জ্জতি "কাশীমরণান্মুক্তিঃ,"
শ্রুতিরিতি নাত্র প্রাপ্যা যুক্তিঃ।
নূনং তব গুণ ইত্থং জাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(১১)

জন্ম-জরা-মৃতি-যমচর-ভীতঃ,
কষ্টমপি মরণমভিলষতীতঃ।
অয়মতিচিত্রো মহিমা খ্যাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(১২)

কাশীমরণং ভবভয়হরণং,
লব্ধা লোকো ভবতি বিশোকঃ!॥
ত্রিজগতি নাস্তে তব তুলনাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(১৩)

ত্বয়ি পঞ্চত্বং পরমো লাভো,
ভিক্ষিতমন্নং খলু পরমান্নং।
স্বর্গস্তরুতলমপি ভিক্ষাতিঃ,
কাশি! কলুষকুল নাশিনি! মাতঃ!॥

(১৪)

ত্বয়ি মৃতকৈর্নন্থ মনুজসমহৈঃ,
সদসৎ ফলমিহ কায়বাহৈঃ।
যুগপদ্‌ভুক্ত্বা মোক্ষো যাতঃ,
কাশি! কলুষকুল-নাশিনি! মাতঃ!॥

(১৫)

স্মরোবেশ্বরি ! জহতঃ প্রাণান্,

প্রদিশতি তত্ত্বজ্ঞানং ভগবান্।

সোঽয়ং মহিমা জয়তি তবাতঃ,

কাশি ! কলুষকুল-নাশিনি ! মাতঃ ! ॥

(১৬)

ত্বৎপদং গঙ্গয়া ধৌতং ধীরমারুতসেবিতং।

বস্তুং বংবন্যতে মাত "জয়চন্দ্রো" হৃদাপুষী ॥

জীবনশিক্ষা।

মহোপদেশ,—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুষ্কর দৈনিক কৃত্য।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।

তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং ॥"

অর্থ—ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কামনাপূরণ বল, আর মুক্তিই বল, এ সমস্তই একমাত্র প্রাণ থাকিলে সম্পন্ন হইতে পারে। এমন দুর্লভ মহোপকারী প্রাণকে যাহারা অবহেলায় নষ্ট করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, অভিপ্রেত বিষয় এবং মোক্ষও তৎসহ হারায়; আর যাহারা সাধারণ একটু যত্ন করিয়া এই প্রাণকে রক্ষা করে, তাহারা সে সমস্তই রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

সেই "সাধারণ একটু যত্ন" টাই প্রাত্যহিক ক্রিয়া—অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ, স্নান, আহার, বিহার ইত্যাদি। ইহা সর্ব্বসাধারণেই করিয়া থাকে, কিন্তু উহা দেশ কাল পাত্রানুসারে ও ঋষিবাক্যানুযায়ী করিলেই অনায়াসে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহা অর্থসাধ্যও নহে, শ্রমসাধ্যও নহে, কেবল একটু অশ্রদ্ধা ও আলস্যমাত্র ত্যাগ করিলেই হয়।

একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, উপরে ব্রহ্ম হইতে নীচে তৃণাদি পর্য্যন্ত—লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই তন্ন তন্ন করিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন, কিন্তু রোগের বিষয়টা তেমন বিশেষরূপে বলেন নাই, অথচ দেখিতে পাওয়া যায় রোগটা সর্ব্বশরীর সাধারণ, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দৈনিক

আচার আহার বিহার ইত্যাদি কার্য্য করিলে স্বভাবতঃই রোগ হইবে না, সুতরাং নিষ্প্রয়োজন বিধায়ই রোগের বিষয় বলেন নাই।

সেজন্য স্বাস্থ্য নৈরুজ্য ও আয়ুষ্যের কারণ প্রাতে গাত্রোত্থান হইতে রাত্রে শয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত দৈনিক ক্রিয়াই উপদিষ্ট হইতেছে—

অতি প্রত্যূষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ ও মহাপুরুষগণের নাম স্মরণ করিবে,* তৎপরে শয্যায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সহস্রারে গুরুচিন্তা করিয়া গুরুমন্ত্র দশবার জপ করিয়া গুরুকে প্রণাম করিবে।* পরে "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার পূর্ব্বক দক্ষিণ চরণ পৃথিবীতে অর্পণ করিবে। (১)

তৎপরে শালগ্রামাদি দেবতা প্রণাম ও তুলসী প্রণাম করিয়া, বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী স্ত্রী, অগ্নি, গো প্রভৃতি দর্শন করিবে। পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা মত্ত, উলঙ্গ ও ছিন্ন নাসিক ব্যক্তিকে দেখিবে না, ইহারা কুপ্রভাত সূচক। (২) দিবসে প্রাতে ও সায়ংকালে উত্তর মুখ এবং রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে, কিন্তু ছায়া বা যে স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হয় এবং অন্ধকারে মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম নাই। ইহা মনু প্রভৃতির মত।

---

* "ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনীরাহুকেতু, কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং, সৌভাগ্যং তস্য বর্দ্ধতে॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্তবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ, যেন সাগরপর্য্যন্তাং ধনুষা নির্জ্জিতা মহী।
যস্য সংকীর্ত্তনাম কল্যমুত্থায় মানবঃ, ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ, ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলি নাশনং॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং, আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

* "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং, ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥"

(১) "সমুদ্রমেখলে দেবি! পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্বমে॥"

(২) দৈনিক কৃত্য সম্বন্ধে অশেষবিশেষ আহ্নিকাচার তত্ত্বাদি পুস্তক বা কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে জ্ঞাতব্য।

ব্যাস হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলেন—(আহ্নিক আচার তত্ত্বে মহাভারত।)

"প্রত্যাদিত্যং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজং।
মেহন্তি যে চ পথিষু তে ভবন্তি গতায়ুষঃ॥"

অর্থ—যাহারা সূর্য্য জল গো ও ব্রাহ্মণের অভিমুখী হইয়া এবং পথে মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহাদের আয়ুর পরিমাণ কমিয়া যায়।

জল শৌচের পরে, প্রথমে কেবল বামহস্তে দশবার মৃত্তিকা দ্বারা ধৌত করিবে, পরে দুই হস্ত সাত বার মৃত্তিকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ পূর্ব্বক ধৌত করিবে, উভয় করপৃষ্ঠে সাতবার, উভয় পাদতলে তিনবার মৃত্তিকা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ধৌত করিবে। তৎপরে তৃণাদি দ্বারা তিন বার নখ শোধন করিয়া পাদ-প্রক্ষালন করিবে। শূদ্রের মৃত্তিকা শৌচে বারের নিয়ম নাই। যাহাতে দুর্গন্ধ দূর হয় তন্মাত্র করিবে।

অতঃপর মুখ প্রক্ষালন—

"আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাপশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥"

এই মন্ত্রোচ্চারণের সহিত আয়ু ও বল প্রভৃতি প্রার্থনা পূর্ব্বক, কদম্ব নিম্বাদি কাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে। অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী ও প্রতিপৎ তিথিতে; রবিবারে, দক্ষিণ মুখে, এবং পীড়িত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না। (১)

উক্ত নিষিদ্ধ তিথি ও বারে দ্বাদশ জলগণ্ডুষ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেই, মুখশুদ্ধি সম্পন্ন হয় জানিবে।

কপোলদ্বয় স্ফীত করিয়া জলে মুখ এমন ভাবে পরিপূর্ণ করিবে যে, মুখ কুহরে পূরিত জলের চাড়ে যেন চক্ষুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলিতে চাড় লাগিয়া, অভ্যন্তরের ময়লা গুলি বাহিরে চক্ষুর কোণে আসিয়া জমা হয়, তৎপরে বাম চক্ষু প্রকাশ করিয়া তাহাতে মধ্যবেগে জলের ঝাঁপটা নয় বার, এই প্রকার দক্ষিণ চক্ষুতে দশ বার ও ভ্রূমধ্যে নয় বার জলের ঝাপটা দিয়া মুখের জলটা ফেলিয়া দিবে।

পরে সমর্থ ব্যক্তি যথা বিধি স্নান করিবে, অসমর্থ ব্যক্তি আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা আপাদ মস্তক মার্জ্জন করিয়া মন্ত্রস্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। (২) যদি বিশেষ কার্য্যানুরোধ থাকে,

---

(১) "কদম্ববিল্বখদিরকরবীরবটার্জ্জুনাঃ। তগরং বৃহতীজাতী করঞ্জার্কাতিমুক্তকাঃ।
জম্বুমধূকাপামার্গশিরসোড়ুম্বরাসনাঃ। ক্ষীরিকণ্টকবৃক্ষাস্থাঃ প্রশস্তা দন্তধাবনে॥
গুবাকতালহিন্তালখর্জ্জুরৈঃ কেতকীযুতৈঃ। নারীকেলেন ত্যাড়াচ নকুর্য্যাদ্দন্তধাবনং॥
অমাবস্যাসু ষষ্ঠ্যাঞ্চ নবম্যাং প্রতিপত্যপি। বর্জ্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু তথৈবার্কস্য বাসরে॥
মৃত্যুঃস্যাদ্দক্ষিণাস্যেন পশ্চিমাস্যেন চাময়ঃ। পূর্ব্বাস্যেনোত্তরাস্যেন সম্পদো দন্তধাবনাৎ॥
দন্তানূর্দ্ধমধোঘৃষ্ট্বা প্রাতঃ সিঞ্চেচ্চ লোচনে। তোয়পূর্ণমুখস্তেন চক্ষুরাশু প্রসীদতি॥"
(ইত্যাদি বহুতর শব্দকল্পদ্রুমে দ্রষ্টব্য।)

(২) প্রাতঃসন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়াম যথারীতি অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার বিশেষ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বলা যাইবে।

তবে প্রাতঃক্রিয়ার পরেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ও ভোজনাদি অগত্যা করিবে। মনু বলেন—(৪।৯৪) "ঋষয়ো দীর্ঘ সন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ॥" অর্থ-ঋষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যা করিতেন, সেজন্য দীর্ঘায়ু ছিলেন।

প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য।

প্রাতঃ সন্ধ্যা শেষ করিয়া কেশপ্রসাধন, দর্পণাবলোকন পূর্ব্বক দধি ও গো প্রভৃতি দূর্ব্বাক্ষত, মঙ্গল দ্রব্য (৩) দর্শন ও স্পর্শন করিয়া পুষ্পাহরণার্থ বহির্গত হইবে।

শত্রু, পতিত, উন্মত্ত, বহুশত্রুতে আক্রান্ত, কুটিলমতি, বন্ধ্যা, বন্ধ্যাভর্ত্তা, নীচলোক, মিথ্যাবাদী, অমিতব্যয়শীল, পরাপবাদকারী এবং শঠ ব্যক্তির সহিত সংসর্গ বা বন্ধুত্ব করিবে না। এক হস্তে নেত্র স্পর্শ করিবে না, করিলে চক্ষুর তেজ নষ্ট হয়। মুখ আচ্ছাদন না করিয়া জৃম্ভন উচ্চহাস্য করিবেনা এবং কাসিবে না। সশব্দ অধোবায়ু ত্যাগ করিবে না, নখে নখ বাজাইবে না, নিরর্থক তৃণ চ্ছেদ করিবে না, মৃত্তিকায় অঙ্কন করিবে না, এবং দন্তে শ্মশ্রু কাটিবে না। (১)

দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, লিখন ও পঠন ইত্যাদি আবশ্যক—কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

তৃতীয় যামার্দ্ধে মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, প্রজা, দীন, দুঃখী, আশ্রিত, অতিথি ও অভ্যাগতাদির পোষণের জন্য অনিন্দনীয় অর্থাগমের চেষ্টা করিবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধকৃত্য।

সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে বিশেষতঃ শিরে, কর্ণে ও পাদতলে তৈল মর্দ্দন করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পুর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শুক্রবারে তিল তৈল নিষিদ্ধ। সর্ষপতৈল ফুলেলতৈল বা পক্বতৈল সকল তিথি ও সকল বারেই বিহিত। (২)

---

(৩) "লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ, ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য, আপোরাজা তথাষ্টমঃ॥
আচান্তস্তু ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনং। ইত্যাদি আহ্নিকতত্ত্বে জ্ঞাতব্য।

(১) "বিদ্বিষ্ট পতিতোন্মত্ত বহুবৈরাতি কূটকৈঃ। বন্ধকী বন্ধকী ভর্ত্তৃ ক্ষুদ্রকা নৃতকৈঃসহ॥ তথাতি ব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃশঠৈঃ। বুধোমৈত্রীং নকুর্ব্বীত নৈকং পন্থনমাশ্রয়েৎ॥ না সম্বৃত মুখোজৃম্ভেৎ হাসকাসৌ বিবর্জ্জয়েৎ। নৈচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ॥ নখান্নবাদয়েৎ ছিন্দ্যাৎ ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ। ন শ্মশ্রুভক্ষয়েল্লোষ্ঠং মৃদ্নীয়ান্ন বিচক্ষণঃ॥ চক্ষুঃ পরিহিতাকাঙ্ক্ষী ন স্পৃশেদেক পাণি না॥" (আহ্নিকতত্ত্বে বিষ্ণুপুরাণে)

(২) "অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা। শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষণ শীলয়েৎ॥" "অতৈলং সার্ষপংতৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।" ইত্যাদি।

তৎপরে যথাবিধি স্নান করিবে, বিশেষ এই যে স্রোতঃপ্রবাহে স্রোত সংমুখে, অন্যত্র সূর্য্যাভিমুখে' এবং নদীর প্রথম প্রবাহের (জোয়ার) জল স্নানে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। (৩)

অঙ্গের তৈলাপসারণের জন্য বল্মীকাদি নিষিদ্ধ মৃত্তিকা ব্যতীত। (৪) পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা মন্ত্রপূর্ব্বক তৈলা ও গাত্রশোধন করিবে।

এ স্থলে হিন্দুর শরীরে মৃত্তিকা শোধন স্বাস্থ্যকর? না অম্লক্ষার (সাবান) শোধন স্বাস্থ্যকর? ইহা বিবেচ্য—সাবানে শরীরটা অতিরিক্ত পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়, মৃত্তিকায় তেমন হয় না, অতিরিক্ত পরিষ্কারটা গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অর্থাৎ যাহারা একমাত্র নামাবলী বা চাদর অথবা অনাবৃত শরীরে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, অথবা গ্রীষ্ম সময়ে অন্তরে বাহিরে উত্তপ্ত হইয়া অনাবৃত শরীরে ব্যজন বায়ু সেবন করেন, বা শয়ন বা পর্য্যটন করেন, তাহাদের পক্ষে সাবান মর্দ্দন স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। কেন না—

বৈদ্য শাস্ত্রে আছে—

"জীবস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাস্মিন্ বীজে রক্তে মলেঽপি চ।"

প্রাকৃতিক নিয়মে এই মানব দেহে দ্বাদশ প্রকার মল অবস্থিত আছে * এই মলগুলি দৈহিক বিষবিশেষ, উহা দেহ রক্ষার বিশেষ কারণ, দেহ রক্ষায় যতটুকু মলের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত মলই বিরেচন দ্বারা মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাদি রূপে বহির্গত হয়, তাহাতেই মানব সুস্থ থাকে, তন্মধ্যে একটা মলও যদি এককালে একটুকু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে মানব মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারে না, যেমন "ওলাউঠা" রোগে রোগীর মলাশয়ে একটুকু মাত্র বিষ্ঠা সঞ্চিত থাকে না বলিয়াই মৃত্যু অনিবার্য্য হয়, এইরূপে অন্যান্য মল সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

মানবের শরীর হইতে যে ঘর্ম্মনামক একটা মল নির্গত হয়, তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই রোমকূপ গুলি রুদ্ধ থাকে, তা না থাকিলে বাহিরের দূষিত বায়ু বা দূষিত বিবিধ বিষাক্ত পরমাণু সেই রোমছিদ্রে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্যই আর্য্য-জাতির পক্ষে সাবান্ মাখাটা উচিত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা সাবান মাখিলেই অম্লক্ষার পদার্থের আকর্ষণে এক কণিকা মাত্র ও মল শরীরে বা রোমকূপে থাকিতে পারে না, স্নানের গুণে তখনই আর ঘর্ম্ম যোগায় না, সুতরাং তখন ৫৪ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার* রোম ছিদ্র-

---

(৩) "স্রোতসাংসং মুখোমজ্জেৎ যত্রাপঃ প্রবহন্তিবৈ। স্থাবরেষু গৃহে চৈব সূর্য্যসংমুখমাপ্লবেৎ।" "অগ্রাহ্যাস্তাগতা আপো নদ্যাঃ প্রথম বেগিতাঃ॥"

(৪) "মৃত্তিকাসপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকে মূষিকোৎকরে। অন্তর্জ্জলে শ্মশানে চ বৃক্ষমূলে সুরালয়ে। পরমানা বশিষ্টেচ শ্রেয়ঃ কাঙ্ক্ষৈঃ সদা নরৈঃ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব)

(*) "বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্র-বিট্ ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে মলা নৃণাং॥" (অত্রি ৩১। মনু ৫। ১৩৫)

* (যাজ্ঞবল্ক্য), প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ১০৩ শ্লোক।

গুলি এবং ৩ লক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ মূল, একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ সেই অনাবৃত শরীরের রোমছিদ্র পথে দূষিত বায়ু ও বিবিধ দূষিত বিষাক্ত পরমাণু প্রবিষ্ট হইয়া কালান্তরে মানবকে অসুস্থ করিয়া থাকে।

কিন্তু যাহারা শীত প্রধান দেশবাসী এবং অহিন্দু, তাহারা সাবান মাখিয়া স্নান করে, অমনি পদাগ্র হইতে কণ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত হস্ত পদানুরূপ পরিচ্ছদ একটার উপরে স্তরে স্তরে অনেকটা জবরজঙ্গ ভাবে পরিধান করে, তাহাদের সেই ফাঁকা রোমছিদ্রে দূষিত বায়ু বা বিষাক্ত পরমাণু প্রবিষ্ট হইতে অবসরই পায়না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সাবান মাখাটা অনুপকারী নাও হইতে পারে। এজন্য যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক ইংরেজী ধরণে চলেন, তাহাদের পক্ষে কথঞ্চিৎ সাবান মাখা খাটিলেও, বঙ্গীয় কুলের গৃহ লক্ষ্মী এক বস্ত্রাবৃত মাতৃবর্গদের সম্বন্ধে সাবান্ ব্যবহার অতীব গর্হিত। *

আমাদের হিন্দুগণের স্নানের সময় এজন্য মৃত্তিকা মাখা, বিশেষ উপকারের, কেননা উহাতে অম্লক্ষার পদার্থ না থাকায় রোমকূপের আবশ্যকীয় আবরণ ময়লা টুকু থাকিয়াই যায় বলিয়া, দুষ্ট বায়ু ও দুষ্ট পরমাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। যদিও কোনও কোনও দুই দশটা রোমকূপের আবরণ ময়লা উঠিয়া যায়, তাহা ও সুস্নিগ্ধ সদ্‌গন্ধ কর্পূর কুঙ্কুম (জাফরাণ) মৃগমদ মিশ্রিত চন্দনানুলেপনে, অথবা কেবল চন্দন বা ভস্মানুলেপনে রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং দূষিত বায়ু ও উক্ত চন্দনানুলিপ্ত দেহস্পর্শে পূত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুকূলই হয় এজন্যই স্নানানন্তর অনুলেপনের বিধি শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। এবং স্নানানন্তর রুদ্রাক্ষমালা ধারণে দুষ্টবায়ু ও দুষ্ট পরমাণু বিনষ্ট হইয়া যায়, সংস্কারপূত রুদ্রাক্ষ শরীরে থাকিলে সংক্রামক ব্যাধি বসন্তাদিও স্পর্শ করিতে পারে না। (১) এজন্য মৃত্তিকা শোধনই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর নিজের ধৌতবস্ত্র বা তসরবস্ত্র পরিধান পুর্ব্বক মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে, অন্যের পরিহিত বস্ত্র ও গামছা ব্যবহার করিবে না। ইহাই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত আছে—

"বস্ত্রং নান্যধৃতং ধার্য্যং"

"উপানহঞ্চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ"

অর্থ—অন্যের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। অন্যের ব্যবহৃত জুতা এবং বস্ত্র পরিবে না, পরিলে সংক্রামক রোগ জন্মে। সর্ব্ববেদ পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র সন্ধ্যার নিত্যতা সম্বন্ধে উৎকীর্ত্তন করিয়াছেন, এসম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধ্যা রহিত ব্রাহ্মণের জীবন বৃথা, দয়া দাক্ষিণ্য সত্যবাদিতা দান শৌচ সন্তোষ পরোপকার তীর্থস্নান, অধিক কি বলিব? দৈবকার্য্য পৈত্রকার্য্য ও লৌকিক কার্য্য সমস্তই বৃথা, সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চর্ম্মকার হইতেও অপবিত্র, ইহা সমস্ত শাস্ত্রেরই মত, দ্বিপক্ষ সন্ধ্যাবর্জ্জিত হইলে ব্রাহ্মণ, শূদ্রজাতিতে পরিণত হয়। সন্ধ্যার ঐহিক, এবং পারত্রিক লৌকিক অলৌকিক

(*) ইহা মহাত্মা বিচক্ষণাগ্রণী জষ্টিশ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ।

(১) বৈদ্যক রাজনিঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

মহোপকারিতার হেতু নির্দ্দেশ করা অল্পসময়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অসম্ভব, উহা বিশেষ প্রণিধান গম্য, এবং তপঃস্বাধ্যায় নিরত ব্রাহ্মণের শ্রোতব্য।

"সন্ধ্যা"—সম্যক্ প্রকার ধ্যানের বিষয় বিধায়ই ইহার নাম সন্ধ্যা, প্রথমে এই সন্ধ্যা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই ধ্যানে উপস্থিতা হয়েন, ব্রহ্মা হইতেই সন্ধ্যার জন্ম, তাই সন্ধ্যা ব্রহ্মার কন্যা, সন্ধ্যার মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য আনন্দদাত্রীত্ব ও লৌকিক অলৌকিক উপকারিতা গুণে ব্রহ্মা সন্ধ্যাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সন্ধ্যা ব্রহ্মার নিজস্ব ও চতুর্ব্বেদের সার।

সন্ধ্যার সময় আদি মধ্যে ও অন্তে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচমন করিতে হয়, আচমনের জলটা তাম্রময় কোষায় তুলসী বা বিল্বপত্রে মিশ্রিত থাকিবে, ঐ জলটা ছোট তাম্রময় কুশীতে লইয়া গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী বাহির করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ (করমূল) দ্বারা অত্যল্প পরিমাণে পান করিতে হয়, ইহারই নাম আচমন—এক প্রকার বহুশক্তি সম্পন্ন জলময় ঔষধ বিশেষ, স্বাস্থ্যজনক।

সেই সন্ধ্যান্তর্গত প্রাণায়াম কিন্তু সন্ধ্যার জীবন স্বরূপ, ইহা হংসারূঢ় (নিশ্বাস উচ্ছ্বাসাধিষ্ঠিত) ব্রহ্মা ধ্যানে জানিয়া ছিলেন। এখন সেই প্রাণায়াম বিষয় বক্তব্য।—

"প্রাণায়াম" অর্থ—প্রাণ—জীবনের আয়াম-দৈর্ঘ্য নিষ্পন্ন হয় যাহা হইতে, এজন্য ইহাকে প্রাণায়াম বলে, অর্থাৎ প্রাণায়াম দীর্ঘজীবনের কারণ। প্রাণায়ামের মত শারীরিক ও মানসিক দোষ নাশক অগ্নিবর্দ্ধক নাড়ী পরিষ্কারক হৃৎপিণ্ড সংশোধক ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ক্রিয়া আর দ্বিতীয় নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত এইরূপ—

নারায়ণের স্তবে মহাত্মা ধ্রুব বলিয়াছিলেন—

"প্রাণায়ামোঽসি সর্ব্বেষু সাধনেষু শুচিস্বহো।" (কাশীখণ্ড. ২১। ৪২)

অর্থ—হে ভগবন্! যত কিছু পবিত্র সাধন আছে, তন্মধ্যে আপনি প্রাণায়াম।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বধৃত অগ্নি পুরাণে গায়ত্রীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—

"কুর্ব্বাণোঽপীহ পাপানি যে ত্বাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।
উভে সন্ধ্যে ন তেষাং হি বিদ্যতে ভুবি পাতকং॥
ত্রিঃপঠে দায়ত প্রাণঃ প্রাণায়ামেন যো দ্বিজঃ।
বর্ত্ততে ন সলিপ্যেত পাতকৈরুপ পাতকৈঃ"

অর্থ—হে পাবনি! (গায়ত্রি!) পাপ কর্ম্ম করিয়াও যে সকল পাপী প্রাতে এবং সায়ংকালে তোমাকে চিন্তা করে, পৃথিবীতে তাহাদের আর কোন পাপই থাকিতে পারে না, এবং যে ব্রাহ্মণ তোমার (গায়ত্রীর) দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম তৎপর হয়, সে মহাপাতক বা উপপাতক দ্বারা লিপ্ত হয়না।

বৃহদ্বিষ্ণু বলেন—

"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু"॥

অর্থ—সর্ব্বপাপ বিনাশের জন্য দ্বিজগণ প্রাণায়াম করিবে, যেহেতু ব্রাহ্মণের সকল পাপই একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা দূরীভূত হয়।

বিষ্ণু ও অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে—

"সর্ব্বদোষং হরং প্রোক্তং প্রাণায়ামং দ্বিজন্মনাং।
ততস্তভাধিকং নাস্তি তপঃ পরম সাধনং॥"

অর্থ—ব্রাহ্মণগণের প্রাণায়ামই একমাত্র শারীরিক দোষ নাশ করিতে সমর্থ, এই প্রাণায়াম অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

মহর্ষি অত্রি বলেন—

কর্ম্মণা মনসাবাচা যদহ্না কুরুতে ত্বঘং।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈস্তু শুধ্যতি॥"

অর্থ—দিবাভাগে কর্ম্ম মন ও বাক্যদ্বারা যতকিছু পাপ করা যায়, তৎসমুদয় পাপ সায়ং সন্ধ্যার প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলেই বিনষ্ট হয়॥

বশিষ্ঠ বলেন—

প্রাণায়ামান্ ধারয়েত্রীন্ যথাবিধিমতন্দ্রিতঃ।
অহোরাত্র কৃতংপাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদহ্না কৃতমেনসং।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি॥
কর্ম্মণা মনসাবাচা যদ্রাত্র্যা কৃতমেনসং।
উত্তিষ্ঠন্ পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি॥

অর্থ—মানব আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মানুসারে পূরক কুম্ভক ও রেচক রূপ প্রাণায়াম তিনবার অনুষ্ঠান করিলে অহোরাত্র কৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা দিবসে যে কিছু পাপ করা যায়, সায়ংসন্ধ্যার প্রাণায়ামদ্বারা তৎ সমুদয় বিনষ্ট হয়। এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা যে কিছু পাপ রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত পাপ প্রাতঃসন্ধ্যান্তর্গত প্রাণায়ামে বিদূরিত হয়।

বৃদ্ধাপস্তম্ব বলেন—

পূর্ব্বযুক্তেষু পাপেষু তথান্যেস্বপি সর্ব্বশঃ।
প্রাণায়ামাস্ত্রয়োঽভ্যস্তাঃ সূর্য্যস্যোদয়নংপ্রতি॥
জায়ন্তে তদ্বিনাশায় তমসামিব ভাস্করঃ॥
সূর্য্যস্যোদয়নং প্রাপ্য নির্ম্মলা ধূতকল্মষাঃ॥
ভবন্তি ভাস্করাকারা বিধূমা ইব পাবকাঃ॥

অর্থ—পূর্ব্ব কথিত এবং অন্যান্য পাপ সকল, প্রাতঃকালে ক্রমোৎক্রমে পূরক তিনবার, কুম্ভক তিনবার, ও রেচক তিনবার করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই পাপরাশি শরীর হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ তখনই ভাস্কর অথবা নির্ধূম অনল তুল্য তেজস্বী হয়।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

" যদহ্না কুরুতে পাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ত্রৈকাল্যসন্ধ্যা করণাৎ প্রাণায়ামৈর্ব্ব্যপোহতি ॥
দহ্যন্তে ধমায়মানানাং ধাতূনাংহি যথা মলাঃ ॥
তথে ন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥
যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষান্ দহতি পাবকঃ।
এবমন্তর্গতৈশ্চৈনঃ প্রাণায়ামেন দহ্যতে ॥ "

অর্থ—অহোরাত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায় মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ অর্জ্জন করে, তাহা প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যানুষ্ঠানে ও তৎসহ প্রাণায়াম করণে বিনষ্ট হয়। যেমন স্বর্ণ রজতাদি ধাতু দ্রব্যের ময়লা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রধ্বাপনী (চোঙ্গ) দ্বারা ফুৎকার বায়ু যোগে দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত পাপও প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। যেমন পার্ব্বতীয় ধাতুর দোষ অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সে প্রকার শরীরাভ্যন্তরস্থ পাপ প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

বৃহস্পতি বলেন—

" প্রাণায়ামৈর্দ্দহে দ্দোষান্ মনোবাগ্ দেহ সম্ভবান্ "।

অর্থ—মনে মনে কথায় এবং শরীর দ্বারা কৃতপাপ সকল প্রাণায়াম করিলেই নষ্ট হয়।

বৌধায়ন বলেন—

" এতদাদ্যং তপঃ শ্রেষ্ঠমেতদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং।
সর্ব্বদেবোপকারার্থমেত দেব বিশিষ্যতে " ॥

অর্থ—এই প্রাণায়ামই আদি এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তপস্যা ও ধর্ম্ম, দেবতাগণও প্রাণায়াম দ্বারাই উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অত্রি এবং বশিষ্ঠ বলেন—

" আবর্ত্তয়েৎ যদা যুক্তঃ প্রাণায়ামং পুনঃ পুনঃ।
আকেশাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যত উত্তমং ॥ "

অর্থ—যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক বারংবার প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তাহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র যাবৎ উত্তমরূপে তপ অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তাহার সমগ্রশরীরই প্রাণায়াম কৃত বায়ু সংসর্গে পরিষ্কৃত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণে কথিত আছে—

" আকেশাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যন্ সুদারুণং।
আত্মানং শোধয়েদ্ যস্তু প্রাণায়ামৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ "

অর্থ—যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা পুনঃ পুনঃ শরীর সংশোধন করে, জানিবে যে, সে কেশাগ্র হইতে নখাগ্র যাবৎ কঠোর তপস্যার ফল উপার্জ্জন করে॥

মনু বলেন—

" দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

অর্থ—মলাক্ত স্বর্ণ রৌপাদি ধাতুকে যেমন অগ্নিতে প্রধ্মাপনী দ্বারা ফুৎকার বায়ু সংযোগে প্রতপ্ত করিলে তাহার ময়লা দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু নিগৃহীত হইলে ইন্দ্রিয়ার্জ্জিত দোষ সকল দগ্ধ হইয়া যায়।

বৃহদ্ যম বলেন—

" যথাহি শৈল-ধাতূনাং ধ্মায়তাং নশ্যতে রজঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং তথা দোষান্ প্রাণায়ামৈশ্চ নির্দ্দহেৎ॥ "

অর্থ—পর্ব্বতের খনি হইতে নানা ময়লার সহিত স্বর্ণাদি ধাতুদ্রব্য আগুনে পোড়াইলে যেমন সমস্ত ময়লা পুড়িয়া যাইয়া স্বর্ণাদি নির্ম্মল হয়, সে প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সমস্ত দগ্ধ করা উচিত।

বৃহস্পতি বলেন—

ধম্যমানং যথা দহেৎ ধাতূনাং সংভৃতং মলং।
তথেন্দ্রিয় কৃতো দোষো প্রাণায়ামেন দহ্যতে॥

অর্থ—যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিলে স্বর্ণাদি ধাতুদ্রব্যের সঞ্চিত ময়লা দগ্ধ হয়, সে প্রকার ইন্দ্রিয়কৃত দোষ প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

ঋষিদের মধ্যে প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কাহারই মত দ্বৈধ নাই, তথাপি যদি নব্য শিক্ষার প্রভাবে এ সম্বন্ধে " কেনর " অবতারণা করা হয়, যদি কেহ বলে যে কেন প্রাণায়ামে শরীর সংশোধিত হয়; ইন্দ্রিয়ের দোষ কেন নষ্ট হয়? সে জন্য ইহার উত্তরটা ভাল করিয়া প্রনিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে—

প্রত্যক্ষেই প্রত্যহ দেখিতেছ ঘরের তৈজসপাত্রগুলি কিছুদিন না মাজিলে উহাতে মরিচা কলঙ্ক দাগ পড়ে, ঘরখানা প্রত্যহ না ঝাট্ দিলে, না জল ছড়া দিলে ধূল বালিতে ময়লা যুক্ত হয়, তাহা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং অস্বাস্থ্যকর হয়, ঐ তৈজসপাত্র ও ঘর প্রত্যহ মাজিয়া রাখিলেই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর হয়।

এই শরীর সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বুঝিতে হয়, নানাবিধ মলাক্ত শরীরটা ভিতরে বাহিরে

যদি তিনবেলা পরিষ্কার রাখা যায়, তবে সুশ্রী স্বাস্থ্যকর ও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে," নচেৎ ভিতরে ময়লা পড়িয়া অসময়েই শরীরটা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ইহাই ইংরেজীধরণের ভদ্র হিন্দুদের (শরীরে দূষিত পরমাণু প্রবেশের জন্য) অস্বাস্থ্য এবং অল্পায়ুর কারণ, অবশ্যই ইহা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি গত, সর্ব্ব সাধারণ নহে, যাহাই হউক, উক্তরূপে তাঁহারা ব্যবহার করিয়া কেবল শরীরাভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর বস্তু প্রবেশ করাইয়া থাকেন, কিন্তু বাহির করিতে জানে না বা করেন না।

এখন প্রাচীন ধরণের হিন্দু এবং ইংরেজী ধরণের হিন্দু শরীরে অস্বাস্থ্যকর কতগুলি মারাত্মক বস্তু অহরহ প্রবেশ করিয়া ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয় তাহা বক্তব্য—

মনু বলেন— (৪,৭৩।)

"রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"

অর্থ—রাত্রিকালে গাছতলায় যাইবে না, কেননা তাহা দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে, রাত্রিকালে বৃক্ষ হইতে এক প্রকার "অঙ্গারক নামক" দূষিত বায়ু নিঃসৃত হয়, বিশেষতঃ তেতুলগাছ গাবগাছ ও বাঁশগাছ হইতেই সমধিক পরিমাণে ঐ বায়ু নির্গত হয়, হইতে পারে এজন্যই তেতুল গাবও বাঁশগাছে ভূতের আবাস এইরূপ জন প্রবাদ শুনাযায়। বায়ুটাও পঞ্চভূতের অন্তর্গত চতুর্থভূত বটে।

যাহা হউক প্রত্যক্ষ দেখাযায়, শাস্ত্রে দুর্ব্বাকে "অমর" তৃণ বলিয়াছে, কিন্তু সেই অমর তৃণ দুর্ব্বা পর্য্যন্ত তেতুল, গাব, ও বাঁশঝোপের তলায় জন্মেনা, উহাদের তলার মৃত্তিকা যেন দগ্ধ প্রায় পরিষ্কার থাকে, কারণ সেই গাছ হইতে নিঃসৃত বায়ুস্পর্শে, এবং তাহাদের পত্র শাখাদি হইতে শিশির বা বর্ষার জলবিন্দু পাইতে তন্নিম্নস্থ মৃত্তিকা অঙ্গারে দগ্ধবৎ হইয়া যায়।

কিন্তু আমরা গৃহস্থ, নিজের বা বন্ধু বান্ধবের প্রয়োজনে রাত্রিকালে ও আমাদের তেতুল ও গাবতলা দিয়া যাতায়াত অপরিহার্য্য, সুতরাং সেই সেই গাছের দূষিত বায়ু আমাদের নাশারন্ধ্রে বা রোমকূপে অবশ্যই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, বাহির করিবার উপায় আমরা জানিনা। কিন্তু ব্যাধি বা মৃত্যু কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন ই বাঞ্ছনীয়। এবং আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য শাকাদি ও জলের সহিত অজ্ঞাতসারে কত কত বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করে? এবং এই যে রাস্তার উপরে যত খাদ্য দ্রব্যের দোকান সাজান রহিয়াছে, তাহাতে রাস্তা ঝাঁটান কত কত ঘৃণিত ঘোড়ার গাধার কুকুরের ময়লার পরমাণু আসিয়াও কি পড়েনা? না তাহা সেই মিষ্টান্নের সহিত আমাদের মুখছিদ্রে শরীরে প্রবিষ্ট হয় না? নিশ্চই হইয়াথাকে, এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া একদিন দুইদিন দশদিনে না হউক—একবৎসর, দুইবৎসর বা দশবৎসর পরেও ক্রমে অন্তরে সঞ্চিত হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধিজন্মাইয়া থাকে।

"সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে।"

অর্থ—বৃক্ষমূলে জল সেচন করা হয়, কিন্তু তাহার বলে ছয়মাস পরে অগ্রভাগে ফল পরিদৃষ্ট হয়। সেইরূপ সঞ্চিত বিষাক্ত পরমাণুর অসৎ ফল একদিন না একদিন ভোগ করিতে হইবেই।

এবং আমাদের শয়ন ও গমনাগমনের ব্যত্যয় প্রযুক্ত দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত শিরা স্থানভ্রষ্ট হয়, গ্রন্থিতে রস আবদ্ধ হয়, ইহা দিগকেই বা প্রকৃতিস্থ ও সঞ্চালিত করিবার উপায় কি? না উপায়, ইন্দ্রিয় রস রক্ত স্নায়ু ও শিরা প্রভৃতির সংশোধক দোষ নাশক একমাত্র প্রাণায়াম। কেননা প্রাণায়ামের বীজমন্ত্র বিশেষ দ্বারা পুরকেতে পুষ্প চন্দন ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল, তুলসী ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা পবিত্র বাহিরের বায়ু, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত অভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, কুম্ভকে বায়ু সমস্ত শিরায় শিরায় আপাদমস্তকে প্রবাহিত হওয়া দূষিত বিষাক্ত পরমাণুপুঞ্জকে লইয়া ছিদ্রানুসন্ধান পূর্ব্বক, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দন্তমূল ও রোমকূপ পথের মুখে উপস্থিত হয়, এবং রেচকে সেই মল ও বিষাক্ত পরমাণু মিশ্র বায়ু, চক্ষু কর্ণ নাসা দন্তমূল হইতেও সূক্ষ্মরূপে রোমকূপ পথে নির্গত হয়। ইহা গুরূপদেশ রীতিতে বীজ মন্ত্রদ্বারা মাত্রানিয়মে ক্রমোৎক্রমে তিন তিন বার করিতে হয়।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে—মৃত্তিকা জল, অনল ও বায়ু এই চারিটা পদার্থ অপর মলাক্ত পদার্থকে নির্ম্মল করে, উদ্ভিজ্জ তেজোরূপ অগ্নিযোগে ও অনল দাহে তৈজসপাত্রাদি নির্ম্মল হয়, কলঙ্কিত তৈজসপাত্র মৃত্তিকা ঘর্ষণে, মৃত্তিকাদি যুক্তপাত্র জলদ্বারা প্রক্ষালনে এবং ধূলিযুক্ত পাত্র ফুৎকার মারুতে বা অন্যবিধ বায়ুর আঘাতে পরিষ্কৃত হয়, ইহা প্রত্যক্ষই দেখাযায়, কিন্তু এসকল স্থূল মৃত্তিকা, জল, অনল, বায়ু প্রবেশের অযোগ্য বিধায় শরীরাভ্যন্তর পরিষ্কার করিতে পারেনা, অথচ শরীরাভ্যন্তর দৈনন্দিন পরিষ্কার না করিলে অচির দিনেই লোক অকর্ম্মণ্য অসুস্থ হইয়া পড়ে, এজন্য যোগ বিজ্ঞানে বিজ্ঞ মহর্ষিগণ সূক্ষ্মরূপে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু শরীরের ভিতরে নিয়া পরিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিরা জানিতেন আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, সেই কোন কোনও শব্দেতে সূক্ষ্মরূপে বা শক্তিরূপে ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু অবস্থিত আছে, সেই সেই শব্দ বিশেষেরই নাম বীজমন্ত্র-অর্থাৎ গুপ্ত ভাষণ, ইহা সাধারণের জ্ঞানগম্য নহে, কেবল গুরুর নিকট ভক্তিমান্ শিষ্যই উহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে। যথা "লং" ইহার নাম পৃথিবী বীজ বা মন্ত্র, ইহার নাম যে পৃথিবী মন্ত্র ইহা "কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের" মত নহে, বা "ভুও" নাম নহে, সত্য সত্যই "ল" এই শব্দের ভিতরে মৃত্তিকার গুণ বা শক্তি আছে। এইরূপ জলবীজ, বহ্নিবীজ, বায়ুবীজ সম্বন্ধেও জানিবে। বহ্নিবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে মাঘ মাসের শীতেও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয়, ইহা স্বয়ং ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিতে যে জিহ্বাগ্র দ্রুত কম্পিত হয়, তাহাতেই আভ্যন্তরীণ নিশ্চলাগ্নি প্রধ্মাপিত ও প্রকম্পিত হইয়া অগ্নির কার্য্য করে। অত এব দেহাভ্যন্তর স্থিত দূষিত পার্থিব পরমাণু জলীয়পরমাণু তৈজস

পরমাণু ও বায়বীয়পরমাণু সমূহকে গুরুর উপদেশ মার্গে পৃথিবী, বরুণ, বহ্নি ও বায়ু বীজদ্বারা যথাক্রমে মাজিয়া, ধুইয়া, পোড়াইয়া ও উড়াইয়া দিতে হয়। তবেই ইন্দ্রিয়-কৃতদোষ সমস্ত নষ্ট হইয়া শরীর বিশোধিত হয়। ইহাই যোগীযাগ্যবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বলিয়াছেন যথা—

"তথা নিরোধ-সংযোগাদ্দেবতাত্রয়-চিন্তনাৎ।
অগ্নের্ব্বায়োরপাং যোগাদাত্মা শুধ্যেত বৈ ত্রিভিঃ॥

অর্থ—প্রাণায়ামানুষ্ঠান, তৎসহকৃত নাভিস্থানে সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মা, হৃদয়ে রক্ষণশক্তি সম্পন্ন বিষ্ণু, এবং সহস্রারে সংহারশক্তি সম্পন্ন রুদ্রের চিন্তা, এবং তদানীং সেই সেই বীজ মন্ত্র শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরে স্ফুরিত ক্ষিতি, অগ্নি, বায়ু ও জল এই তিনের দ্বারা শরীর পরিশোধিত হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর অগ্নিপুরাণে কথিত আছে—

"নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততো জলং।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামৈর্ব্বিশুধ্যতি"॥

অর্থ—প্রাণবায়ুর যথারীতি নিরোধ করিলে হৃদয়াকাশচারী বায়ু উৎপন্ন হয়, এই বায়ু হইতে কুম্ভকে অগ্নি জন্মে, উক্ত অগ্নি হইতে ঘর্ম্মাদি রূপ জল উৎপন্ন হয়,* এই তিনের প্রক্রিয়া দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থিত ময়লা উঠিয়া যায়, তাহাতেই শরীর সংশোধিত ও পরিষ্কৃত হয়।

এখন বুঝিতে পারিলে "কেন প্রাণায়ামে শরীর সংশোধিত হয়? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ কেন নষ্ট হয়"?

ফলতঃ যোগী যাজ্ঞবল্ক্য জেদ্ করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো হপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ"॥*

অর্থ—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যথাবিধি মহা ব্যাহৃতি ও প্রণব যোগে যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা, ইহা অপেক্ষায় আর উচ্চ কঠোর তপস্যা নাই, কাশীখণ্ডে আছে—

"প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাংপ্রণবো যথা"। ২০।৭১

অর্থ—সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রণব শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার সমস্ত তপস্যার মধ্যে প্রাণায়াম ই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

পূর্ব্বে শরীর তত্ত্ববিৎ বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় ভীষটাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন—

"দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজ-দেবতা-গো,—
গুর্ব্বর্চ্চন-প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
ইত্যুক্ত-পুণ্যনিচয়ৈ রুপচীয়মানাঃ;
প্রাক্ পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রয়ান্তি॥"

---

* "আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"। ইতি শ্রুতি—

(*) প্রণায়াম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বচন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"অর্থ—যদি এই দেহে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতকর্ম্ম ফলে দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে, তবে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, প্রাণিগণে দয়া, ব্রাহ্মণ দেবতা গাভী এবং গুরু দেবের অর্চ্চনা ও প্রণাম এবং কঠোর তপস্যা অর্থাৎ যথা শাস্ত্র গুরূপদেশ মার্গে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম দ্বারা সেই অসাধ্য ব্যাধিও প্রশমিত হয়; অন্য রোগের ত কথাই নাই, তাহাত অল্প সময়ের মধ্যে অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠান করিলেই নিবৃত্তি হইয়া যায়।

তাহাই মহাযোগী ঘেরণ্ড বলিয়াছেন—

"ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বব্যাধি-ক্ষয়োভবেৎ"॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাশশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ॥
জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥

অর্থ—পূর্ব্বকথিত প্রাণায়াম যদি গুরুর উপদেশ অনুসারে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা যায়, পরে প্রাণাদি বায়ুকে যথা ইচ্ছায় তথায় হয় পাদাগ্রে নয় মস্তকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়, এবং সমুচিত রূপে অভ্যাস প্রাণায়ামে সকল রোগই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যদি অনুচিত ভাবে অর্থাৎ যে'ন খামখেয়ালি, যেদিন ইচ্ছা করা গে'ল, দুই দিন করা গে'ল না, এক দিন সকালে, এক দিন বিকালে, এক দিন অল্প মাত্রায়, এক দিন অধিক মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে, বায়ুর ব্যতিক্রমে হিক্কারোগ, শ্বাসকাশ, শিরঃশূল, কর্ণশূল, চক্ষুরোগ ইত্যাদি সকল রোগই হইতে পারে।

এইজন্যই ব্রাহ্মণগণ বালক অবস্থাতে আট বৎসর বয়সেই উপনয়নের পরে, পুত্রাদিকে প্রাণায়াম অভ্যাস করাইয়া থাকে, প্রাণায়ামটা এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যায়াম, বালক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কোমল থাকিতে থাকিতে যেমন সুবিধা, পরে তত সুবিধা নহে।

অনেকেই জানেন যে, লোকে মেড়ার লড়াই দর্শন করাইয়া থাকে। ঐ ক্রীড়ায় পটু করিবার উদ্দেশ্যে মেষকে শিশু অবস্থায় হাঁটুর উপরে শোয়াইয়া আস্তে আস্তে শ্লথমুষ্টিতে উহার ঘাড়ে প্রহার করে, এরূপ কিলাইয়া কিলাইয়া দুই তিন মাস পরে ক্রমে ছোট মুগুর দ্বারা আঘাত করে; আবার দুই তিন মাস পরে তদপেক্ষায় ভারি মুগুর দিয়া, সকাল বিকাল আঘাত করিতে থাকে; আবার কিছুদিন পরে, পাঁচ সাত সের ওজনের মুগুর দ্বারা নির্ঘাত রূপে পিটাইতে থাকে, ক্রমে যখন এইরূপ পিটান সহ্য হয়, তখন মেষের ঘাড় বজ্রসারবৎ সুদৃঢ় হয়, এমন কি পাষাণও ঢুসাইয়া দ্বিখণ্ড করে, ঘাড়ে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না।

মানবের দেহ মধ্যে হৃৎপিণ্ড—ফুস্‌ফুসই প্রধান রক্ত কারক যন্ত্র, এই হৃৎপিণ্ডটাকে বিশুদ্ধ দৃঢ় করিবার একমাত্র প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট উপায়, মেষ-গ্রীবা যেমন ক্রমে ক্রমে আঘাতে আঘাতে লৌহ সদৃশ সুদৃঢ় হয়, তেমনি বালকাবস্থা হইতে প্রাণায়ামের বায়ুর আঘাতে হৃৎপিণ্ড স্ফীত (প্রথমে মৃদু মাত্রায়, পরে মধ্য মাত্রায়, শেষে তীব্র মাত্রায়) সুদৃঢ় হয়। হৃৎপিণ্ডের উচ্চতার সঙ্গে

সঙ্গে বক্ষঃস্থলও স্ফীত হইয়া উঠে এবং হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে প্রবিষ্ট শ্লেষ্মা দূষিত বায়ু ও দূষিত পরমাণু সমস্তকেই প্রাণায়ামের পূরক কুম্ভক বায়ু, হৃৎপিণ্ড হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ইন্দ্রিয় পথে রোম ছিদ্রে, পরে বিরেচিত বায়ুর সঙ্গে বাহির করিয়া দেয়। তখন মনুষ্য নির্ব্যাধি দেবশরীর হয়।

ফল কথা শরীর শোধনের নিমিত্ত বৈদ্যের ঔষধ এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এক দিকে, আর সুধু সমুচিত প্রাণায়াম অন্য দিকে। একথার সত্যতা কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

মহাভারতে উক্ত আছে—

"শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ সুস্থলক্ষণং॥
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে"॥

(শান্তি-রাজ ১৬।১১-১২।)

অর্থ—শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটা শরীরের উপকারক, এই গুণদায়ক পদার্থ তিনটা সমান ভাগে থাকাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই তিনের মধ্যে যদি একটা উদ্রিক্ত অর্থাৎ সাম্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাড়িয়া উঠে, তখনই শরীর অসুস্থ হইবে, এবং তখন সমতা বিধানার্থ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সেই উপায় মোটা বুদ্ধিতে শাস্ত্রোক্ত ঔষধ, আর সূক্ষ্মরূপে ধরিতে হইলে, প্রাণায়াম বুঝিতে হইবে। কেন না উষ্ণ বহ্নিবীজের প্রক্রিয়ায় শ্লেষ্মা এবং শীত নিবৃত্তি হয়, এবং বরুণ বীজ দ্বারা উষ্ণ পিত্ত এবং শারীরিক উত্তাপ নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন যোগশাস্ত্রেও ইহার ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

এখন অনেক চিকিৎসকই বলিয়া থাকেন যে, "তুমি ওয়াল্‌টিয়ারে বা মশূরির পাহাড়ে যাইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন কর!" কি আশ্চর্য্য? এরূপ বায়ু পরিবর্ত্তন কয়জনের হইতে পারে? স্বাস্থ্যভঙ্গ কেবল বাছিয়া বাছিয়া কি রাজা জমিদারের হয়? না দরিদ্রেরও হইয়া থাকে? তবে কি গরিব বেচারারা মরিয়া যাইবে? আর বড়লোকগুলি মার্কণ্ডেয় হইয়া থাকিবে। কৈ? তাওত বড় একটা দেখিতে পাই না, অনেক বড়লোকেই ত স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, কোন্ দেশে যাইয়া কে কতগুলি স্বাস্থ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিয়াছেন? স্বাস্থ্য কি একটা গাছের ফল?

বায়ু পরিবর্ত্তন কথাটা মিথ্যা নহে; কিন্তু তোমারা বায়ু পরিবর্ত্তন বুঝ এ দেশের বাতাস ছাড়িয়া দার্জিলিং, মধুপুর, সিমলা, দেরাদুন ওয়াল্‌টিয়ার ইত্যাদি অন্য দেশের বাতাস সংগ্রহ করা। আমরা কিন্তু শাস্ত্রের দাস, আমরা বায়ু পরিবর্ত্তন কথায় কি বুঝি? যখন দেখি যে তিথিতে যে সময়ে যে নাসিকায় বায়ুর চলাচল উচিত, সেই তিথিতে সেই সময়ে সেই নাসায় বায়ু প্রবাহ না চলিলেই বুঝিলাম দৈহিক বায়ু ব্যতিক্রমে চলিতেছে, অচিরে আমাকে রোগে অভিভূত করিবে। অতএব এই বিপরীত ভাবাপন্ন বায়ুকে পরিবর্ত্তন করিয়া—উল্টাইয়া যথা যুক্ত

ভাবে প্রবাহিত করান, ইহাই বায়ু পরিবর্ত্তন। ইহাই যোগিবর নাগভট্ট ত্রিপুরাসার সমুচ্চয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—যথা।

আরভ্য শুক্লান্য পক্ষাদিভূতাং
তিথিং ত্রীণিদেবা দিনান্যভ্যুদেতি।
পুটে দক্ষিণে ত্রীনি বামে তু যাবৎ,
কুহূরেবমেবং ক্রমেনাভ্যুদীয়াৎ ॥
একস্য পক্ষস্য ব্যতিক্রমেণ
রোগাভিভূতির্ভবতীহপুংসাং ॥

অর্থ—সুস্থ শরীরে শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়ার সময় বিশেষে বাম নাসায় বায়ু প্রবাহিত হইবে, তৎপরে চতুর্থী পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিথিতে দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত হইবে। পুনর্ব্বার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে বাম নাসায় প্রবাহিত হইবে;* এই ক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাস রীতি মত প্রবাহিত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমার কোন রোগ বা শোকাদি উপস্থিত হইবে না। আর যদি এক পক্ষ কাল তিথি অনুসারে যথারীতি বায়ুপ্রবাহ না চলে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, আমার রোগ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিয়া যথারীতি প্রবাহিত করিবার জন্য গুরুর উপদেশানুসারে চেষ্টা করিয়া বিপরীত প্রবাহ ফিরাইবে। শাস্ত্রে ইহাকেই বায়ু পরিবর্ত্তন বলে।

অতএব আমার বিবেচনায় যদি মানব যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা দৈহিকবায়ুর পরিবর্ত্তন রূপ তপস্যা করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই কেবল বায়ু প্রক্রিয়াতেই বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্যভাব কাটিয়া যাইয়া নীরোগ হইতে পারে।

আরও বলি, সুস্থ দেহের নিয়ম এই যে এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ যাবৎ একুশ হাজার নিঃশ্বাস ও(২১০০০)একুশ হাজার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়।* প্রাণ বায়ু যত উপার্জ্জিত, ততই ব্যয়িত, সুতরাং তহবিল শূন্য। রাম প্রসাদ গাহিয়াছেন "একুশহাজার ছয় শ জমা, কোম্পানিতে মালগুজারি"। যদি কেহ গুরুর উপদেশানুসারে একুশ হাজার প্রাণ নিঃশ্বাস উপার্জ্জন করিয়া কৌশল পূর্ব্বক একুশহাজার উচ্ছ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় শত নিঃশ্বাস ব্যয় না করিয়া প্রত্যহ তহবিলে জমা রাখিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মনে কর, এক বৎসরে কত প্রাণ সঞ্চিত হইয়া যায়, এই নিয়মে সে কত দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজের ষোল বৎসর পরমায়ুকে বাড়াইয়া বত্রিশ বৎসর করিয়াছিলেন, ইহা কে না জানে? এবং মার্কণ্ডেয়াদি ঋষির কথা আর কি বলিব? অতএব নিশ্চয় জানিবে যে, তাঁহাদেরও আয়ুবৃদ্ধির মূল কারণ প্রাণায়াম রূপ মহাতপস্যাই।

---

* এ স্থলে শাস্ত্র আদেশে সময়টা গোপন রাখিলাম, স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম না।

* ষট্ শতানি দিবা রাত্রৌ মহাস্ত্রাণ্যেকবিংশতিমজপানাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা।

মনে কর—এক বড়লোক শিশুকাঠ্ এবং উত্তম লোহার কল কব্জা দ্বারা এক খানা নিখুৎ গাড়ী প্রস্তুত করাইল, এবং মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই গাড়ী খানা কতদিন টিকিবে? মিস্ত্রী বলিল—যদি প্রত্যহ কল কব্জাগুলি মাজিয়া ঘসিয়া সযত্নে রাখেন এবং প্রত্যহ দশটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত চালান, তবে নিশ্চয়ই দুই বৎসর বেশ চলিবে, তিন বৎসরের সময় মেরামত ধরিবে, তবু আরও দুই বৎসর চলিবে, পরে গাড়ীখানা আর চলিবে না, ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

বাবু মিস্ত্রীর কথা ভুলিয়া গেলেন, কল কব্জা পরিষ্কার রাখিলেন না, মরচা ধরিল, আর এক প্রাতঃকাল হইতে অপর প্রাতঃকাল যাবৎ "কালী ঘাটের ছেক্ড়া গাড়ী" উপাধি লাভ করিয়া, এক বৎসরের সময় বাবুর সখের গাড়ী পঞ্চত্ব পাইল। বাবু অবশ্যই দুঃখিত হইলেন ও গাড়ী নির্ম্মিতা মিস্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ত্রী! গাড়ী ত এক বৎসরেই ভাঙ্গিয়া গেল, কৈ পাঁচ বৎসর ত গেল না।" মিস্ত্রী কহিল, "বাবু! আমার কথা মিথ্যা হয় নাই, হিসাব খতাইলে বুঝিতে পারিবেন যে, পাঁচ বৎসরের বেশীই গাড়ী চলিয়াছে। কেন না দেখুন আমি বলিয়াছিলাম, দশটা হইতে ছয়টার কথা, মনে করুন আট ঘণ্টা চালাইলে, কথার কথা ধরিয়া লউন যেন গাড়ীর চাকাটা, পঞ্চাশ হাজার বার আবর্ত্তিত হইত ঘুরিত; কিন্তু আপনি আট ঘণ্টা স্থলে চব্বিশ ঘণ্টা চাকা গুলিকে ঘুরাইলেন, এক দিনেই তিন দিনের আয়ুঃক্ষয় হইয়া গেল, এই হিসাবে দুই বৎসরেই ছয় বৎসরের চাকার ঘুরাণের কায হইয়া গেল, সুতরাং গাড়ীর কি অপরাধ?" তখন বাবু বুঝিলেন কথাটা ঠিক।

এইরূপে নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও বুঝিবে, যদি নিয়মিত একুশ হাজার ছয় শত নিঃশ্বাস হইতে প্রত্যহ আহার বিহারাদির দোষে অধিক ব্যয় হইয়া যায়, তবেই আয়ুঃক্ষয় হইয়া গেল বুঝিতে হইবে, আর অধিক ব্যয় না হইলেই আয়ু জমা রহিল বুঝিতে হইবে।

মানবের ললাটে সত্য সত্যই বিধাতাপুরুষ আসিয়া জন্মের ষষ্ঠাহে "এতদিন তুমি বাঁচিবে" এরূপ লিখিয়া যায় না; কিন্তু পিতা মাতার যে অবস্থায় যে উপাদানে যেমন সময় যে ভাবে গর্ভাশয়ে শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই শরীরে কতগুলি নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসরূপ বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহাই নির্ঘণ্ট থাকে। এই নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসের হিসাব সূক্ষ্ম বিধায় জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রে জন্মলগ্ন, তিথি ও নক্ষত্রাদি অনুসারে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন বৎসররূপ আয়ু নির্ণয় করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—

"বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ব্বায়ু র্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং প্রভুর্ব্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থ—প্রাণিগণের নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসরূপ বায়ুই আয়ু জানিবে, এবং বল ও বায়ু, শরীরটাকে বায়ুতেই ধরিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বায়ুময়, অতএব বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

ঐ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসরূপ আয়ুর ক্ষয় দুই প্রকার, সংখ্যাগত ও আয়তন গত। সংখ্যার কথা বলা হইল, এখন আয়তনের কথা বক্তব্য। পবন বিজয় স্বরোদয়ে লিখিত আছে—

"দেহাদ্বিনির্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গমনে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতি স্তথা॥

চতুর্ব্বিশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোহধিকং ॥
স্বভাবেহস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে" ॥

অর্থ—স্বভাবতঃ প্রাণবায়ু দেহ হইতে নির্গত হইয়া দ্বাদশাঙ্গুলি বাহিরে যায়, এবং গমনে ১৬ ষোল অঙ্গুলি, ভোজনে ২০ অঙ্গুলি, ধাবনে ২৪ অঙ্গুলি, নিদ্রায় ৩০ অঙ্গুলি, স্ত্রী সহবাসে ৩৬ অঙ্গুলি ও ব্যায়ামের সময় তদপেক্ষা অধিক প্রবাহিত হয়। যিনি অভ্যাস দ্বারা নিঃশ্বাসের বহির্গমন স্বাভাবিক রাখিতে পারেন, তাহারই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, আর যাহার স্বাভাবিক হইতে অধিক পরিমাণে নিশ্বাস বহির্গত হয়, তিনিই অল্পায়ুঃ হইবেন।

অতএব স্বাভাবিক সুস্থদেহে প্রবাহিত দ্বাদশাঙ্গুলি আয়তন বিশিষ্ট বায়ুকে গুরূপদেশ নিয়মে যদি ক্রমে কমাইয়া, চারি অঙ্গুলি, দুই অঙ্গুলি এবং শেষে নাসা দন্ত পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসের আয়তন অভ্যস্ত করা হয় এবং অনিয়ত গমন, অনিয়ত ভোজন, অনিয়ত ধাবন ও অনিয়ত নিদ্রাত্যাগ করিয়া ১৬ অঙ্গুলি, ২০ অঙ্গুলি, ২৪ অঙ্গুলি, ৩০ অঙ্গুলি অপেক্ষায় নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাসের আয়তন কমান যায়, তবেই সমধিক আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, নচেৎ আয়ুঃ ক্ষয় হয়।

তাই ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

"প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ"

অর্থ—প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সমান ভাবে নাসার অভ্যন্তরে বিচরণ করাইবে। অর্থাৎ উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতে নাসা দন্তের বাহির হইতে বায়ু আকর্ষণ করিবে না এবং নিশ্বাসও নাসা দন্তের বাহিরে যাইবে না। কিন্তু বস্তি স্থান হইতে নাসাদন্ত যাবৎই বায়ুর আনা গোনা হইবে। এবং

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা"। ৬।১৭

অর্থ—যাহারা আহার, গমন, বাক্য, শব্দশ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, গন্ধগ্রহণ, নিদ্রা ও জাগরণ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আচরণ করে, তাহাদেরই সম্বন্ধে প্রাণায়ামাদি যোগ সমস্ত দুঃখ বিনাশ করে।

যদিও অল্প বয়সেই প্রাণক্রিয়া সুগম বটে, সে জন্য অধিক বয়সে প্রাণায়াম শিক্ষা একেবারে হইবে না ইহাও ঠিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য ও অভ্যাস সাপেক্ষ, তাই উক্ত হইয়াছে।

"যুবা বৃদ্ধোহতিবৃদ্ধো বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোহপি বা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগেষ্বতন্দ্রিয়ঃ ॥

(হঠযোগপ্রদীপ)

অর্থ—মানব যুবাই হউক, আর বৃদ্ধাতিবৃদ্ধই হউক এবং রুগ্ন দেহই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, অভ্যাস বশে প্রাণায়াম সিদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেই, ইহাতে আর তর্ক বিতর্ক নাই।

উক্তরূপে প্রাণায়াম পূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যা সমাধা করিয়া যথাক্রমে তর্পণ ও গায়ত্রী জপ শেষ করিবে। তর্পণের শক্তিতে বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, মশক, দংশক, পিপীলিকা, পশু, পক্ষী, সর্প, মনুষ্য, পিতৃলোক ও দেবতাগণ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন। এই জীবনোপম জল সকলেরই বাঞ্ছনীয়, এই জলদানরূপ কৃতজ্ঞতা সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষ, এই সত্ত্ব সঞ্চয়ে আয়ু ও আরোগ্য বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?।

তৎপরে দেবপূজা করিবে—

সম্প্রদায় অনুসারে যাহার যিনি অভীষ্ট দেব, তিনি শিব, শক্তি, সূর্য্য, বিষ্ণু ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে অন্যতমকে মুখ্যরূপে (*) অর্চ্চনা করিবেন। তন্মধ্যে কর্ম্মাঙ্গ বিধায় পঞ্চ দেবতার পূজা গৌণভাবে হইলেও শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা বিশেষ নিত্য, শিব ও বিষ্ণু পূজা ব্যতীত জলবিন্দু পানও নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে তুলসীচন্দনাক্তমালা শালগ্রামশিলা ধৌত মন্ত্রপূত বিষ্ণুপাদোদক সকল রোগাধিকারেই মহৌষধ, ইহা শিবের ব্যবস্থা—যথা—"অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশনম্।"

উক্ত শিবাদিপঞ্চদেবতার পূজা অস্মদ্দেশে তন্ত্রোক্তই প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে প্রাণায়াম এবং ভূতশুদ্ধি বিশেষ আলোচ্য।

প্রচার সংবাদ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামদত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ ধর্ম্মোপদেশক মহাশয় কিছু দিন হইল গড়মুক্তেশ্বর, রোহতক, অলোয়ার, জয়পুর, কাল্পী, কানপুর জিলান্তর্গত অকবর পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক না না বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসী মহাশয় ইতিমধ্যে সিন্ধু-সাগর, শিকার পুর, লাহোর এবং গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত হরগোবিন্দ পুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা দানে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনেলাল ঝা উপদেশক মহাশয় ২৫ মার্চ্চ হইতে ৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত জনক ধর্ম্ম মণ্ডলের অন্তর্গত সঝওয়াড় বরেঠা, ভুমরী প্রভৃতি স্থানে, রামনাম, গোরক্ষা, সন্ধ্যা গায়ত্রী, পতিব্রতাধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া, ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

---

* যদ্যপি শিবাদি দেবতা এক ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত। কেবল নাম এবং রূপেরই ভেদ, বস্তুর ভেদ নাই, তথাপি পিতৃপিতামহাদি ক্রমে উপাসনা দ্বারা যেই দেবতা আরাধিত হইয়া আসি হইয়াছেন বা যে দেবতাতে আরাধ্যত্ব রূপে স্বত্ব স্থির হইয়া রহিয়াছে, পুত্রাদির স্থাবর সম্পত্তির মত উত্তরাধিকারীরূপে অনায়াসে সেই দেবতা আরাধন করার স্বত্বটাই সুগম হয়, পৈত্রিক দেবতা ছাড়া, নূতন দেবতাতে স্বত্ব স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে।

শ্রীপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা উপদেশক মহাশয় কয়নাল জিলাস্থ ইস্মিলাবাদের গোরক্ষিণী সভার বার্ষিকোৎসবে এবং অম্বালা জিলাস্থ চুরানার ব্রহ্মচারী আশ্রমের উৎসবে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দ্বারা প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। আশ্রমের জন্য ৫০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাইয়ালাল ধর্ম্মোপদেশক মহাশয় (সাহজাহান পুরী) ২৯ মার্চ্চ হোসিয়ার পুর হইতে অবোহর মণ্ডী পৌছেন। এবং চারি দিন তত্রত্য সনাতন ধর্ম্ম সভায় থাকিয়া পতিব্রতা, অবতার এবং ভক্তি সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গকে প্রচুর ধর্ম্মানন্দে আনন্দিত করিয়াছিলেন। সভা ভবনের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তৎ সময়েই সাড়ে তিন হাজার টাকা একত্রিত হয় সভা হইতে। ৫৲ টাকা মহামণ্ডলের উপদেশক কোষের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হয়। তথা হইতে উপদেশক মহাশয় ২৬ মার্চ্চ ফজিলকা সনাতন ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হন এবং ৫ দিন সেখানে অবস্থিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, পাতিব্রত্য এবং দেবপূজা সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা দেন। এখানে ২৬ জন মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন এবং মং ৫৲ টাকা উপদেশক কোষে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেঠ রামনারায়ণ লালজী, এবং শেঠ শিবপদ রায়জী বার্ষিক ১২৲ টাকা দানে মহামণ্ডলের সহায়ক সভা শ্রেণীভুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি ফিরোজপুর সভার উৎসবে উপস্থিত হইয়া ৪ দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক ভক্তি, মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং দান বিষয়ে ৩টী বক্তৃতা দেন। উক্ত সভার উৎসব অতি ধূমধামে সম্পন্ন হইয়াছে এবং উপদেশক কোষে ১২৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

অবৈতনিক ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাদেব বাজপেয়ী মহাশয় গত মার্চ্চ মাসে শমশাবাদ ও বটেশ্বর জিলা আগরা এবং শিকোহাবাদ ও সরসাগঞ্জ জিল মৈনপুরী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করতঃ বিবিধধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। পুরাতন ধর্ম্মসভাগুলিকে শ্রীমহামণ্ডলের শাখা সভায় পরিণত করিয়াছেন এবং নূতন শাখা সভাও সংস্থাপিত করিয়াছেন। শিকোহাবাদে ২৬ এবং সরসাগঞ্জে ২০ জন সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়।

অবৈতনিক উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাইয়ালাল উপাধ্যায় মহাশয় ১৭ই মার্চ্চ হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত কানপুর জিলান্তঃপাতী আকবরপুরের সনাতন ধর্ম্মসভায় অবতার পতিব্রতা ধর্ম্ম এবং মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা দিয়া নগরবাসীকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছেন। প্রায় ১২০০ শ্রোতা সভায় আসিয়াছিলেন। উক্তসভা হইতে ৫৲ টাকা উপদেশক কোষের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪ জন মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য হন। তথা হইতে ভূপালের ইচ্ছাবর ধর্ম্ম সভার বার্ষিকোৎসবে উপস্থিত হন। ৩১শে মার্চ্চ উৎসব আরম্ভ হয়। এই দিন মহাসমারোহে শ্রীবেদ ভগবানের বিগ্রহ সহ নগর সংকীর্ত্তন এবং সনাতন ধর্ম্মের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশক মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়। পশ্চাৎ তিন দিন মূর্ত্তি পূজা, পাতিব্রত্য, অবতার এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে ৪টী উত্তম বক্তৃতা হইয়াছিল। তৎপরে একদিন সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদজী মহাশয়ের বাটীতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটী অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়। নগরের সমস্ত ভদ্র মহিলাগণ তথায় সম-

বেত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্বত্বপরিপূর্ণ বক্তৃতায় হিন্দু ধর্ম্মের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে। মং ২০৲ টাকা উপদেশক কোষে প্রদান করার কথা নিশ্চিত হইয়াছে।

আমাদের বৈতনিক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল শর্ম্মা মহাশয় শ্রীমহামণ্ডলের আদেশানুযায়ী ১ মে বদাজ জিলান্তর্গত মড়িকাওলি সনাতন ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসবে উপদেশ দানের নিমিত্ত গিয়াছিলেন। ধর্ম্মের মহিমা, উপাসনা ও সাকার নিরাকর সম্বন্দে ৩টী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেথান হইতে করিয়ামই পাঠশালার উৎসবে যোগদিয়া বিদ্যা এবং দানধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই দিন বক্তৃতা দেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০০ শ্রোতা বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইতেন। পাঠশালার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে ২০০৲ টাকা নগদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কৃষকগণ হাল প্রতি ৫ সের অন্ন দান করিতে স্বীকার করে।

গিদ্ধৌরের স্বধর্ম্মব্রত মহারাজা বাহাদুর প্রজাগণের মনে স্বধর্ম্মানুরতা বৃদ্ধি কল্পে কএজন প্রচারক প্রেরণের জন্য মহামণ্ডলকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উক্ত উপদেশক মহাশয় তথায় প্রেরিত হন এবং মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং দেবপূজা সম্বন্ধে ৩ টী বক্তৃতা দেন। পরে মহারাজের রাজ্যান্তর্গত জমুই নামক স্থানে মহারাজের কনিষ্টভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজা মহেশ্বরী প্রসাদ সিংহজী স্বয়ং উপদেশক মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া বক্তৃতা প্রদানের বন্দোবস্ত করান। সেখানে সনাতন ধর্ম্মের মহত্ব, অবতার, পঞ্চ মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে আরও তিনটী অতি তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়। সভাতে ইসাই মুসলমান, এবং ইউরোপীয়ান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতেন। সকলেই সনাতন ধর্ম্মের বক্তৃতা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে একটী শাস্ত্র সভা স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজার সুযোগ্য পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমৌলীশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমার সাহেব ২৫৲ এবং শ্রীযুক্ত রাজা মহেশ্বরী প্রসাদ সিংহ সাহেব ২৫৲ মহামণ্ডলের বার্ষিক সহায়তা কল্পে প্রদান করিয়াছেন। ২২ জন শ্রীমহামণ্ডলের নূতন সাধারণ সভ্য হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৫ জন কেবল স্বধর্ম্মব্রত শ্রীযুক্ত গোপী সিংহ মহাশয়ের ঘর হইতেই হইয়াছেন। মেল পুরেও একদিন ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। আমরা মহারাজা তাঁহার পরিবারবর্গ এবং কুটুম্ব গণের স্বধর্ম্ম রক্ষণাভিলাষ দর্শনে অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। ইঁহারা সকলই হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদ পাত্র। বিপথ হইতে স্বধর্ম্মী গণের রক্ষণের জন্য অন্যান্য মহারাজগণকে এইরূপ উদ্যোগী হওয়া হিন্দু সাধারণের প্রার্থণীয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ শর্ম্মা, উপদেশক মহাশয় ৮ হরিদ্বারে নানাবিষয়িনী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। এই মার্চ্চ মাসে ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সহায্যার্থ ২৬৬৶ নগদ ধুতি, চাদর প্রভৃতি অনেক বস্ত্র এবং সোনা রূপার অঙ্গুরীয়ক মাকড়ী প্রভৃতি যাত্রিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২১ জন মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। উপদেশক মহাশয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসী হোসিয়ারপুর জালকর নুর মহল এবং চিলগা প্রভৃতি স্থানে মূর্ত্তি পূজাদি বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। উঁহার বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণ বহু উপকৃত হইতেছেন।

শ্রীহরিঃ শরণং।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০১০।

৩০ ভাগ। ৮ম হইতে ১২শ সংখ্যা। } কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন। { সন ১৩১৬ সাল। ইং ১৯০৯—১০ খৃঃ।

প্রার্থনাপঞ্চক।

(১)

ততঃ প্রকাশাৎ প্রথমপ্রকাশে।
জগৎ-প্রকাশং কুরুতে প্রকাশৈঃ।
স এব সূর্য্যঃ সবিতা প্রকাশ্যঃ
প্রত্যক্ষদেবোঽবতু বোহি সৌরান্॥

(২)

তদেবসচ্চিৎ পরমার্থতত্ত্ব-
মোঙ্কাররূপং পরিগৃহ্য শক্ত্যা।
সংসার-বিঘ্নম্ প্রহরন্নুপাস্যা
গণেশদেবোঽবতু গাণপত্যান্॥

(৩)

তদেব চৈতন্যমনন্যসর্ব্বং
নিমিত্তমাপ্তা প্রকৃতিঃ প্রসূতে।
প্রধানশক্তির্জ্জগদম্বিকা সা
সর্ব্বাপদো রক্ষতু সর্ব্বশাক্তান্॥

(৪)

স এবশান্তো জগদীশ্বরঃ স
সংহারশক্তিশ্চ হরস্ত্রিশূলী।
ত্রিতাপহারী স্বয়মাশুতোষঃ
শিবঃসদা রক্ষতু শৈববৃন্দান্॥

(৫)

ততোঽপ্যভিন্নঃ পরিপূর্ণসত্ত্বো

বিশ্বস্য গোপ্তা করুণাবতারঃ।

অজ্ঞানদৃষ্টিং স্বশুদর্শনেন

বিষ্ণুঃস হন্ত্বাবতু বৈষ্ণবাংস্তান্॥

জীবনশিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মাধ্যাহ্নিক ইষ্টদেবতা পূজায়—

এখন এই একটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পূর্ব্বে প্রাণায়ামের সম্বন্ধে যত প্রশংসা বোধক বচন উক্ত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ প্রমাণই সাবিত্রী প্রাণায়াম সম্বন্ধেই অভিহিত, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক প্রাণায়াম সম্বন্ধে নহে। কথাটা সত্য বটে।—

কিন্তু সাবিত্রী প্রাণায়াম প্রথম শিক্ষার্থীর ও কলির দুর্ব্বল লোকের পক্ষে সমধিক কষ্টকর, অথবা অসাধ্য বলিলেও হয়, কেন না "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে॥" এই শাস্ত্রোক্ত মাত্রা নিয়মে গণণায় দেখা যায় সাবিত্রী প্রাণায়ামের পূরকে ৯৫ মাত্রা, কুম্ভকে ৯৫ মাত্রা, এবং রেচকেও ৯৫ মাত্রা। এইরূপ প্রাণায়াম প্রথমে ধরিয়া মাত্রই হইতে পারে না, এজন্য পুরাণ ও তন্ত্রে একাক্ষর বীজ মন্ত্রের আড়াই মাত্রার ১৬ বারে পূরক, অর্থাৎ ১৬ বারে ৪০ মাত্রা হয়, আড়াই মাত্রা একাক্ষর বীজ মন্ত্রের ৬৪ বারে কুম্ভক, অর্থাৎ ৬৪ বারে ১৬০ মাত্রা হয়, এবং ঐ একাক্ষর বীজের ৩২ বারে রেচক, অর্থাৎ ৩২ বারে ৮০ মাত্রা হয়, এই নিয়ম পূর্ণমাত্রায় শিক্ষিতের পক্ষে বুঝিবে।

কিন্তু যাহারা প্রথম শিক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে উক্ত পূর্ণমাত্রার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ-দ্বিমাত্রক (২॥০) বীজমন্ত্রের ৪ বারে পূরক, অর্থাৎ ৪ বারে ১০ মাত্রা হয়। এবং উহার ৮ বারে রেচক, অর্থাৎ ৮ বারে ২০ মাত্রা হয়। এইরূপ সূক্ষ্মমাত্রায় অভ্যাস করিতে করিতে হৃৎপিণ্ড ক্রমশঃ দৃঢ় ও স্ফীত হইলে পরে ১৬, ৬৪ ও ৩২ বারে পূরক কুম্ভক ও রেচক অক্লেশে হইতে পারে, তখন মূলমন্ত্র প্রাণায়াম বা সাবিত্রী প্রাণায়াম তাহাদের পক্ষে অতি সুগম ও আনন্দ-দায়ক হইয়া থাকে, এইরূপ অভ্যাসশীল সাধকের ত্রিসীমায়ও ব্যাধি বা অকালমৃত্যু আসিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ মন্ত্রীদের প্রাণায়াম রেচক পূরক কুম্ভকান্ত। এবং এক সাত ও বিশ বারে প্রাণায়াম জানিবে। পরন্তু ইহাদের পক্ষে কতকটা আহারাদির নিয়ম রাখিলে ভাল হয়। যথা—

সুস্নিগ্ধ মধুরাহার শ্চতুর্থাংশ বিবর্জ্জিতঃ।

ভুজ্যতে শিব সংপ্রীত্যৈ মিতাহারঃ স উচ্যতে॥ ১॥

ভোজনমহিতং বিদ্যাৎ পুনরস্যোষ্ণীকৃতং রুক্ষং।

অতিলবণমম্লযুক্তং কদশন শাকোৎকটং বর্জ্যং॥ ২॥

বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জন প্রান্তং বহ্নিস্ত্রীপথি সেবনং।
প্রাতঃ স্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিং ত্যজেৎ॥ ৩॥
অথাসনে দৃঢ়ো যোগী বশী হিতমিতাশনঃ।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রাণায়ামান্ সমভ্যসেৎ॥ ৪॥
(হঠযোগ প্রদীপিকা)

অর্থ—যাহারা গৃহস্থ, তাহারা নিত্য আহ্নিক পূজার অন্তর্গত প্রাণায়াম করিবে, তাহারা স্নিগ্ধ-তৈল ঘৃতাদি এবং মধুর রসবিশিষ্ট শর্করাদি নিজের প্রীতির অনুরূপ ভোজন করিবে, কিন্তু উদরের ত্রিভাগ পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন করিবে। চতুর্থ ভাগশূন্য রাখিবে, ইহারই নাম মিতাহার। ১।

যোগিগণের মধ্যে কথা আছে—

"আঁতে তিতা দাঁতে নুন, জলে কর্পূর পাণে চুণ,
আহার কর তিন কোণ।
সকাল বিকাল নিকাল যায় (ময়লা)
তার কোড়ি না বৈদ্যে খায়॥"

যে সমস্ত ব্যঞ্জন পর্য্যুসিত হইয়া অতি শীতল হইয়া যায়, তাহাকে পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া, অতি রুক্ষ ছোলা ভাজা প্রভৃতি, অতি লবণ, অত্যম্ল, ব্রণাজনক বস্তু, এবং অধিক শাক আহার করিবে না॥ ২॥

দুষ্টলোকের সংসর্গ, অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্নির উত্তাপ, অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ ও পর্য্যটন, প্রাতঃস্নান, এবং শরীরশোষক অত্যুপবাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে॥ ৩॥

অনন্তর যে কোনও একটা সুখাসন অভ্যাস করিয়া জিতেন্দ্রিয় হিতকর ও পরিমিত আহারশীল হইয়া গুরুর উপদেশানুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে॥ ৪॥

উক্ত প্রবন্ধে বিচরিত সবীজ প্রাণায়াম গৃহস্থের সম্বন্ধেই হিতকর বুঝিবে, যাহাদের স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব ও সমাজে বাদ বিসম্বাদ নিয়া অগত্যা থাকিতে হইবে, বা যাহারা অপরিহার্য্য কারণ বা প্রতিবন্ধকে কতকটা আহার ও নিদ্রাদির নিয়ত নিয়ম রক্ষাদি করিতে সমর্থ হইবে না, অথচ সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ পূজা ইত্যাদি না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, তাহাদের উক্ত প্রাণায়াম এবং তৎ সম্বন্ধে আহারাদির নিয়ম কদাচিৎ রক্ষা না হইলেও অনিষ্ট হইবে না, ইহাই গৃহীর আচারণীয় প্রাণায়ামের একটা অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। কিন্তু যোগীদের তাহা নহে। নির্ব্বীজাদি প্রভেদে প্রাণায়াম বহুবিধ, এস্থানে অনাবশ্যকীয় বিধায় তাহা বিবৃত হইল না। এজন্যই যোগীদিগের এবং গৃহস্থের প্রাণায়ামের বিশেষ পার্থক্য, সেই নির্ব্বীজাদি প্রাণায়াম গৃহীর পক্ষে অহিতকর জানিবে।

পরন্তু, আহারের অগ্র পূর্ব্বেও পরে শৌচের এবং প্রস্রাবের সহয় কয়টী নিয়ম গুরুর নিকটে অবশ্য অবশ্যই গৃহস্থ প্রাণায়ামীদিগের শিক্ষণীয়।

তবেই নিত্য আহ্নিকের অঙ্গ প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে প্রাণায়ামীদিগের শরীরে গ্রন্থিবাত, উদরাময়, প্রস্রাবের ও হৃৎপিণ্ডের শ্লেষ্মজনিত দোষ নিশ্চয়ই জন্মিবে না, জন্মিলেও সাংঘাতিক হইবে না, পাঞ্চ ভৌতিক-শরীরের স্বভাবতঃ অন্যান্য রোগ হইবে না এমন নহে কিন্তু মারাত্মক হইবে না, ইহাই প্রাণায়ামের মহিমা।

বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রাণায়ামের মধ্যে তান্ত্রিক প্রাণায়ামের আবার ইহাও বিশেষত্ব যে, তান্ত্রিক প্রাণায়ামের আদি মধ্য ও অন্তে ঋষিগণ বেদান্ত পাতঞ্জল ও সাংখ্য দর্শনের সার সিদ্ধান্তিত অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন।

যথা মূলাধার স্থিত দীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে সহস্রারাবস্থিত পরমাত্মায় লীনকরণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের একত্ব সাধনে অদ্বৈত বাদ বেদান্তের গুহ্য তত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক জীবাত্মার সহস্রার প্রাপনোপদেশে পাতঞ্জলের সবীজ সমাধি তত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই পরমাত্মাতে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্বের লয় সাধনোপদেশ দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি পুরুষের বিবেকোপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে।

এখন ভূতশুদ্ধির বিষয় বক্তব্য, "ভূতশুদ্ধি"—ইহাও ঈশ্বরোপাসনা সন্ধ্যা পূজা ও প্রাণায়ামের উপাঙ্গ বিশেষ, ভোজনাদি পাত্রের প্রাত্যহিক মার্জ্জনাদি দ্বারা শুদ্ধির ন্যায় গুরূপদেশমার্গে এই পাঞ্চ ভৌতিকারব্ধ শরীর গত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের শুদ্ধি বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা শারীরিক ভূত পঞ্চকের প্রত্যহ পরিশোধন না করিলে এই ভৌতিক দেহ অল্পদিনেই দুরারোগ্য রোগে বিনাশ পথের পথিক হইবে, ইহাস্থির নিশ্চয়। কিন্তু ভূতশুদ্ধি করিলে প্রত্যহ নূতন কলেবরটা চন্দ্রবীজের চন্দ্রামৃত দ্বারা প্লাবিত হয়, এবং পৃথ্বীবীজ জপদ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়া কর্ম্মক্ষম হয়। এই প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধিরপ্রকার তন্ত্র শাস্ত্রের লৌহপেটিকায় নিহিত, ইহার চাবি গুরুর নিকটে জানিবে। সেজন্যই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে" অর্থাৎ গুরুর নিকটে উপদেশ লইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবে।

মন্ত্রশক্তি।—

এখন মন্ত্র শক্তির বিষয়টা বলিয়া জিজ্ঞাসুগণের মনের সংশয় নিবৃত্তির চেষ্টা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময় অনেকেরই মন্ত্র বিষয় কতক গুলি আপত্তি শুনাযায় যথা—

কেহ বলেন ব্রাহ্মণের বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্রই যথেষ্ট, তার উপরে আবার তান্ত্রিক মন্ত্র কেন? কথাটা অংশতঃ সত্যবটে। কিন্তু আমি বলি এজন্মই হউক, আর পর জন্মেই হউক, উক্ত সাবিত্রী মন্ত্রের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তির জন্যই তান্ত্রিক মন্ত্র সুগম উপায়। কেন না সাবিত্রী মন্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় পরিদৃশ্যমান সূর্য্য নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম, সেই নিরাকার অবাঙ্‌মনস গোচর, কিম্ভূত কিমাকৃতি পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি বা উপাসনা, তমোগুণ বহুল কলিযুগের সাধকের সাধ্যাতীত, সেজন্যই তান্ত্রিক মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

তাই গীতায় বলেন—"ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং" অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসকদিগের তৎ প্রাপ্তির পথ অধিক ক্লেশ সঙ্কুল। তাই তন্ত্রেবলে—

"আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥

অর্থ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধানেই কলিযুগে অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিবে, অন্য বৈদিক বা পৌরাণিক বিধানে উপাসনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইবে না।

তন্ত্রোক্ত বিবর্ত্তিত পরব্রহ্ম ধরিতে ছুইতে পারা যায়, সে জন্য পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র বিশিষ্ট শিবাদি স্থূল দেবতার মধ্য দিয়া সেই—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং" সূক্ষ্ম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এজন্মে না হউক বহু জন্মের পর লাভ হইলেই বা হানি কি? ব্রহ্ম পদার্থটা কিছু "ওঠ্ছুঁড়ী? তোর বিয়ের" মত এত তাড়া তাড়ি পাইবার বস্তু নহে। তাই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"—অর্থ—অনেক জন্মের পরে জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে (ব্রহ্মকে) পাইতে পারে।

অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত স্থূলরূপ বিশিষ্ট পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র শিবাদি দেবতা সাধকের পক্ষে সমধিক হিতকর বিধায়ই তান্ত্রিকী দীক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা। পূর্ব্বতন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ও ভগবান্ শঙ্কর সেই সেই দেবতার অব্যক্ত নাম বিশেষকেই "মন্ত্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"মন্ত্র" অর্থে মন্ত্রণা, গুপ্ত ভাষণ (মন্ত্রি গুপ্তভাষণে, মন্ত্রি ধাতু হইতে মন্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন) উক্ত মন্ত্রের রহস্য অতীব গভীর। শব্দমাত্রেরই একটা অর্থ আছে, অন্যের কথা বলা বাহুল্য, অস্মদাদি শব্দে পশুরও একটা সঙ্কেত পরিগ্রহ আছে দেখা যায়, কুকুরটা "তু" শব্দ করিলেই নিকটে আসে, "ছুঃ" শব্দটা করিলেই পালাইয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

তবে বলিতে পার শিবাদি দেবতার "শিব" প্রভৃতি ব্যক্ত নাম থাকিতে একটা কিম্ভূত-কিমাকৃতি বিদ্‌কুটে ক্রীং শ্রীং অব্যক্তনামের প্রয়োজন কি? ব্যক্ত শিব! নারায়ণ! শম্ভো! ইত্যাদি নামে ডাকিলেই বেশ হয়। বেশ হয় বটে, ঐ নামে হৃদয়ের আবেগের সময় প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে অন্তর্যামী তিনি জানিতেও পারেন। আমাদিগের একটা হৃদয়ের বলবৎ আশ্রয় এবং আশ্বাস লাভও হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মনের ডাকটা সুষ্ঠু হয় না; মনে প্রাণে ডাকিতে হইবে এবং অনীর্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিতে হইলেই বীজমন্ত্রে ডাকিতে হয়, এবং বীজ মন্ত্রের এমনি একটা শক্তি আছে যে, যে সাধক গুরূপদেশমার্গে একাগ্রচিত্তে জপ করে, সেই জপের সময় সংখ্যায় এবং প্রমাণে নিশ্বাস উচ্ছ্বাস অনেক কমিয়া যায়, অন্য সময় যদি মিনিটে ১০টা নিশ্বাস উচ্ছ্বাস দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণে প্রবাহিত হয়, কিন্তু জপ করিতে বসিলে মিনিটে পাচটা নিশ্বাস উচ্ছ্বাস চতুরঙ্গুল প্রমাণে প্রবাহিত হয়। ইহা অনুষ্ঠানেই প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই হিসাবে প্রাণবায়ু প্রত্যহ সঞ্চিত হইতে হইতে আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রধান কারণ বীজমন্ত্র জপই হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ জন্যই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"॥

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে আমি "জপ যজ্ঞ" অর্থাৎ মন্ত্র জপের মত আর কোনও যজ্ঞই উৎকৃষ্ট নহে। কেননা জপ যজ্ঞে বাহিরের সামগ্রী কিছুরই অপেক্ষা করে না, শুচি অশুচি গমনে উপবেশনে সকল অবস্থাতেই জপ যজ্ঞ হইতে পারে।

এই বীজমন্ত্রগুলি এমনি ভাবে ভগবান্ শঙ্কর বিরচন করিয়াছেন যে, উহা রীতিমত উচ্চারণ করিলে জিহ্বার মৃদু মৃদু স্পন্দন জনিত শরীরাভ্যন্তরে উদরে কণ্ঠে মস্তকে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে সূক্ষ্মরূপে বায়ুর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য, ও বল পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। টেলিগ্রাফের তারে একটুক্ মাত্র টিপি লাগিলেই যেমন দূর দূরান্তরে তাড়িত চালিত হয়, বীজমন্ত্র উচ্চারণেও ঠিক শরীরের মধ্যেও সেইরূপ ক্রিয়া হয়। ইহা অনেকেই জানেন যে—

"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥
(পাণিনি শিক্ষা)

অর্থ—জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠ ও তালুতে অভিহত বায়ুর সংযোগে বক্ষ কণ্ঠ মস্তক জিহ্বামূল দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু এই আট স্থান হইতে বর্ণ উচ্চারিত হয়॥

লোকে কথা বলিবার সময় শব্দের আঘাতে প্রতিঘাতে কখন বক্ষ, কখন উদর, কখন কণ্ঠ ইত্যাদিস্থান এক একবার উচু এক একবার নিচু হয়, এরূপ অস্ফুটভাবে উচ্চারিত বীজ মন্ত্রের আঘাতে প্রতিঘাতেও আপাদমস্তকে ক্রিয়া হইতে থাকে, এই জাতীয় ক্রিয়াতেই মানবের রজস্তমোভাব বিলীন করে এবং অলৌকিক আনন্দ প্রদান করে।

কিন্তু সকল বীজ মন্ত্র সকলের পুষ্টিসাধন করে না, সকলের হিতকর হয় না, হয় ত যে মন্ত্র একের অনুকূল হইবে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থ হইবে, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও দীর্ঘ জীবনের হেতু হইবে, আবার সেই মন্ত্র অপরের সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রে মন্ত্রোদ্ধারের প্রক্রিয়া বিধান করিয়াছে, যাহার যেরূপ রাশি নক্ষত্র ও নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে গণনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া যাহার শরীরের উপযোগী যেই বীজমন্ত্র হইবে, ইহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া গুরু তাহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিবেন্।

মন্ত্রের নাম ব্যক্তিভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, যেমন "ঋণী" "ধনী" "সিদ্ধ" "সাধ্য" "সুসিদ্ধ" ও "অরি" ইত্যাদি রূপ অনেক মন্ত্র আছে।

তন্ত্র শাস্ত্রে এক এক বিদ্যার অসংখ্য মন্ত্র আছে, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে তোমার হিতকর মন্ত্রটা বাছিয়া বাহির করা সহজ নহে, এজন্যই সৎগুরুর একান্ত আবশ্যক। উক্ত বীজ মন্ত্রগুলি নিরর্থক নহে, তাহার প্রতিপাদ্য অর্থও অতি আশ্চর্য্য; সেই মন্ত্রার্থ নির্ণয় করিবার জন্যই ভগবান্ শঙ্কর বীজাভিধান সৃষ্টি করিয়াছেন, সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে বৈদিক গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য অর্থ ও বীজ মন্ত্রের অর্থ একই দাঁড়াইবে, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বৈদিক গায়ত্রীর অর্থ নিরাকার ব্রহ্ম, আর বীজ মন্ত্রের অর্থ সাকার ব্রহ্মসাধনার পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মাপেক্ষায় সাকার ব্রহ্মই সমধিক হিতকর ও সুবিধাজনক। এজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন যে

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাং" গীতা ইহার অর্থ—অব্যক্ত—নিরাকার ব্রহ্মে যাহাদের চিত্তের আসক্তি, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ।

অধিক কি বলিব? মুসলমান জাতীর মধ্যে জ্ঞানী ঋষি সাধক মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মগণ, যেন হিন্দুর আচার ব্যবহারকে বিপরীত অর্থাৎ উল্টাইয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সহিত "মরা মরা" বলিতে রামের মত একই লক্ষ্য স্থির রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এবং মন্ত্রের বা ঈশ্বরের নামের বেলাও বিপরীত ভাবে কিঞ্চিৎ শ্রুতিভেদ করিয়া একই বীজ মন্ত্র ঠিক রাখিয়াছেন।

যেমন "হলীম্" "করীম্" "কলীম্" "রহিম্" ইত্যাদি নামের আগুক্ষরের স্বরবর্ণটা ছাড়িয়া দিয়া উচ্চারণ করিলেই অবিকল তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র হইয়া যায়, সুতরাং তাহারাও আমাদের মন্ত্রের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়াই চতুরতা পূর্ব্বক হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরোপাসনা অবিকল রাখিয়াছেন, প্রতিপাগ্য বিষয়ও একই হয়। যেমন অ, উ, ম, এই সমস্তপ্রণবের বিপরীত ক্রমে উ, অ, ম, এই ব্যস্তপ্রণব "বম্" শব্দদ্বারা ভগবান্ শঙ্করের প্রীতি সাধন হয়, তেমন হলীম্, কলীম্, করীম্ ও রহীম্, শব্দোচ্চারণে ঈশ্বরের প্রীতি সাধন হইবে না কেন? তবে এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে, আমাদের বীজ মন্ত্রও তাহাদের শাস্ত্রোনুমোদিত নহে, এবং তাহাদের সেই সেই হলীম্, কলীম্ ইত্যাদি মন্ত্র বা ঈশ্বরের নামও আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত নহে বিধায়ই নিজ নিজ শাস্ত্রীয়তা রক্ষাই সকলের পক্ষে শ্রেয়।

উক্তরূপে যথাশাস্ত্র পূজা সম্পন্ন করিয়া বলি কর্ম্ম ও বৈশ্বদেব হবন কর্ম্ম করিবে।

সন্ধ্যা তর্পণ ও শিব পূজার মত পঞ্চ মহাযজ্ঞও গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞ—১ ব্রহ্ম যজ্ঞ, ২ পিতৃযজ্ঞ, ৩ দেব যজ্ঞ, ৪ নৃযজ্ঞ, ৫ ভূত যজ্ঞ।

১ ব্রহ্ম যজ্ঞ বেদপাঠ—অসমর্থ পক্ষে চারিবেদের প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ স্তব কবচাদি পাঠ।

২ পিতৃ যজ্ঞ—পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, অসমর্থ পক্ষে তর্পণমাত্র।

৩ দেবযজ্ঞ—পূজা হোম প্রভৃতি বৈশ্বদেব বিধি।

৪ ভূত যজ্ঞ—যথাশক্তি কাক পিপীলিকা প্রভৃতিকে যথাবিধি অন্নদান বিশেষ।

৫ নৃযজ্ঞ—যথাশক্তি অতিথি সেবা।

উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের মাহাত্ম্যে গৃহস্থের প্রত্যহ অনিবার্য্য পঞ্চসূনা* পাপ নষ্ট হয়।

অনন্তর ভোজন।

মনুবলেন—(৫।৪)

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

অর্থ—বেদের অনভ্যাস—অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত সমাহারাদিস্বরে শ্বাস উচ্ছ্বাসের বহিষ্করণ

* "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমোদৈবো বলির্ভৌতো তোনৃযজ্ঞোঽতিথি সেবনং॥ মনু, ৩।৭। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বা হয়ন॥ মনু।৬১।

ও বিধারণের অভাবে, নিজনিজ সদাচার ত্যাগ এবং সামর্থ্য স্বত্বে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, কিন্তু অন্নদোষে—অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর দোষে তদপেক্ষায় আয়ুঃক্ষয়—অধিক হয়, আয়ুঃক্ষয় অন্নদোষে যেমন হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। আরও বলেন—(৫।১০৬)

"সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং পরং স্মৃতং।
যোঽন্নে শুচিঃ স হি শুচির্নমৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥*

অর্থ—যত প্রকার শৌচ—পবিত্রতা আছে, তন্মধ্যে অন্নের পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা, যে ব্যক্তি অন্নের দ্বারা পবিত্র তিনিই যথার্থ পবিত্র, নচেৎ কেবল স্নান বা মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলেই যে পবিত্র হয় তাহা নহে।

অতএব স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্নপাক বিচার।—স্বহস্তে পক্ক অন্ন (অৰ্দ্ধ সিদ্ধ অপক্ক হইলেও) অমৃত তুল্য, মাতা পিতা গুরু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্কান্নের ত কথাই নাই, ইহাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র এবং স্বাস্থ্যআয়ুর্ব্বর্দ্ধক, তৎপরে পত্নীর পক্কান্ন, তৎপরে জ্ঞাতির পক্কান্ন। কিন্তু জ্ঞাতি যদি শত্রুভাবাপন্ন হয়, তবে তাহার পক্কান্ন হিতকর নহে। তৎপরে সন্ধ্যা আহ্নিকপূত আচারনিষ্ঠ স্ব স্ব জাতির অন্ন পবিত্র।

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বটে, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেরই পক্কান্ন বা স্পৃষ্টান্ন ভক্ষণীয় নহে; কেননা, অত্রি মহর্ষি বলেন,—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালঃ বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ ১॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ২॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥ ৩॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ ৪॥
অস্ত্রাহতাশ্ব ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ ৫॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ ৬॥
লাক্ষা লবণ সংমিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাং।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৭॥

* "অন্নশৌচং" এস্থলে কোন কোন পুস্তকে "অর্থশৌচং" এইরূপ পাঠ আছে।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৮॥

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৯॥

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ১০॥

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ১১॥ (৩৬৩—৩৭৩)

অর্থ—ব্রাহ্মণ দশপ্রকার—যথা—১ দেবব্রাহ্মণ। ২ মুনি ব্রাহ্মণ। ৩ দ্বিজ ব্রাহ্মণ। ৪ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। ৫ বৈশ্যব্রাহ্মণ। ৬ শূদ্রব্রাহ্মণ। ৭ নিষাদ ব্রাহ্মণ। ৮ পশুব্রাহ্মণ। ৯ ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ। ১০ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।

সন্ধ্যা স্নান জপ হোম প্রত্যহ দেবতার্চ্চন অতিথি সেবা এবং বৈশ্বদেবহোমে যে নিরত, তাহাকে দেবব্রাহ্মণ কহে।২। যিনি শাকফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, নিয়ত বনবাসী এবং পিতৃলোকের নিত্যশ্রাদ্ধ তৎপর, তাঁহাকে মুনি ব্রাহ্মণ কহে॥ ৩॥ যিনি বেদান্ত পাঠে নিরত, নিঃসঙ্গ, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রোক্ত শাস্ত্রের বিচারজ্ঞ তাঁহাকে দ্বিজ ব্রাহ্মণ কহে॥ ৪॥ যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সংগ্রামে বীর পুরুষগণকে জয় করিতে পারেন, বা অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কহে॥ ৫॥ যে ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম গোরক্ষণ ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত, তাহাকে বৈশ্য ব্রাহ্মণ কহে॥ ৬॥ যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা লবণ কুসুম্ভ দুগ্ধ ঘৃত মধু ও মাংস বিক্রয় করে, তাহাকে শূদ্র ব্রাহ্মণ কহে॥ ৭॥ যে ব্রাহ্মণ চুরি ডাকাইতি করে, পরস্ত্রীকাতর পরমর্ম্মপীড়ক বা মৎস্য মাংসপ্রিয়, তাহাকে নিষাদ ব্রাহ্মণ বলা যায়॥ ৮॥ যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য কাহাকে বলে তাহাও জানেনা, কেবল গলায় পৈতা আছে বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে পশু ব্রাহ্মণ জানিবে॥ ৯॥ যে ব্রাহ্মণ বাপী কূপ পুষ্করিণী দীর্ঘিকা ও পুষ্পোদ্যান জন সাধারণের ব্যবহারার্থ বাধা করে, তাহাকে ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ কহে॥ ১০॥ যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন মহাগণ্ডমূর্খ সর্ব্ব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট এবং সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাহাকে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলে॥ ১১॥

সুতরাং শূদ্রব্রাহ্মণ নিষাদব্রাহ্মণ পশুব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল ব্রাহ্মণের পক্কান্ন কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারেই না, কেন না, ইহারা সর্ব্বদাই তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাদের বস্ত্র অপবিত্র, দেহ অপবিত্র, মন অপবিত্র, নানাবিধ কুৎসিত রোগ, ইহাদের পক্ক ও স্পৃষ্ট অন্নে ঝটিতি দূষিত তাড়িত সংক্রামিত হইয়া ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অস্বাস্থ্য সম্পাদন করে ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু যাঁহার অন্তরে স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা অকৃত্রিমভাবে বিরাজিত, সেই দেবীপ্রতিমা মাতা মাতৃতুল্যা এবং পত্নী প্রভৃতি যাহা যত্নপূর্ব্বক পাক করিবে, তাহার পরমাণুতে পরমাণুতে স্নেহ

জড়িত থাকিবে, সুতরাং সেই অন্ন আকণ্ঠ পূর্ণ আহার করিলেও অসুখ জন্মাইবে না, বরং উহা সুজীর্ণ হইয়া রস রক্তাদিরূপে ঝটিতি পরিণত হইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর অনুকূল হইবে।

ভোজন সময়—ছন্দোগ পরিশিষ্টে —

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্য বাসিনাং নিত্যং।
অহনি চ তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহর যামান্তঃ॥"

অর্থ—পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে প্রত্যহই দিনের মধ্যে দুইবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দিবসে দেড় প্রহরের মধ্যে, এবং রাত্রিতে এক প্রহরের মধ্যে আহার করিবে।

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে বলেন—

যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ॥"

অর্থ—এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে শরীরে রসবৃদ্ধি হয়, আর তৃতীয়প্রহর অন্তে আহার করিলে রসক্ষয় হয়; ইহা দোষের বিষয়।

অতএব উভয় শ্লোকের এক বাক্যতায় ইহাই উপপন্ন হইল যে—দিবসে এক প্রহরের পরে আড়াই প্রহরের মধ্যে, এবং রাত্রে চারি দণ্ডের পরে চারি দণ্ডের মধ্যে আহার কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা হইতে চারি দণ্ড রাত্র ভাক্ত দিবার অন্তর্গত জানিবে।

অসময়ে ভোজনের কুফল—ভাবপ্রকাশ—

"অপ্রাপ্তকালোভূঞ্জানোহপ্যসমর্থতন্নুর্নরঃ। তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি॥"

অর্থ—আহারের সময় উপস্থিত না হইতে আহার করিলে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং শিরোগত পীড়া ও বিসূচিকাদি জন্মে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হওয়াও বিচিত্র নহে।

বিশেষতঃ মাতা প্রভৃতি কুললক্ষ্মীগণ অল্প বস্তুতে একটুকু বস্তুও অপচয় না করিয়া যেমন সুচারু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পাক কার্য্য করিবেন, অপর্য্যাপ্ত তৈল ঘৃতে বহুতর বস্তু বিনষ্ট করিয়াও পাচক ঠাকুর বা রাঁধুনী ঠাকুরাণী দ্বারা তেমন পাক কখনই হইতে পারে না, কেন না পয়সা দিয়া স্নেহ শ্রদ্ধা ও প্রীতি মিলে না, তাহারা আধা সিদ্ধ আধা কাঁচা রাঁধিয়া দিয়া ছুটি পাইলেই আড্ডায় যাইয়া আমোদ করিতে পারে, এ দিকে তুমি খাও আর নাই খাও। অতএব স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুষ্কামিগণের বিষ্ণুর লক্ষ্মীর মত, শিবের অন্নপূর্ণার মত যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীর মত গৃহলক্ষ্মীদেরই পাচিতান্ন সেবন করা উচিত। অন্ততঃ পক্ষে সন্ধ্যাগায়ত্রীপূত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের পক্কান্নও ভাল, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণাদির ও অবীরার পক্কান্ন অত্যন্ত সাংক্রামিক বিষদোষে দুষ্ট জানিবে।

বরং দুই এক বেলা উপবাস করিয়া থাকায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে না, সামান্য কষ্ট হইবে মাত্র, কিন্তু রেলওয়ে বা ষ্টীমারে সেই অপবিত্র ধূলিকঙ্করযুক্ত পূতি দুর্গন্ধপূর্ণ ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট খাদ্য কদাচও খাইবে না, ম্লেচ্ছাদির সহিত এক বেঞ্চে বসিয়া জল বা অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য কখনই খাওয়া উচিত নহে, উহা নিতান্ত সংক্রামকদোষে দূষিত ইহারই পরিণামফল অস্বাস্থ্য ও অনায়ুষ্য।

ভোজনের নিয়ম—জল দ্বারা হস্ত পাদ ও মুখ আর্দ্র করিয়া আহার করিতে বসিবে, ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, * পূর্ব্ব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখে আহার প্রশস্ত। জীবৎপিতৃকের দক্ষিণ মুখ, ও পুত্রবন্তের উত্তর মুখে নিষিদ্ধ। কোণাকুণিভাবে আহারে বসিবে না।

ভোজন পাত্র—সুবর্ণ, রজত, কাংশ্য, প্রস্তর, কদলীপত্র, পদ্মপত্র এবং শালপত্র প্রশস্ত। লৌহ, তাম্র, পিত্তল ও কাচপাত্র নিষিদ্ধ।

আহার্য্য বস্তু—মানবের দেহটা অন্নের পরিণাম। উহা পিতৃপিতামহ ও মাতৃমাতামহাদি ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় অনেক দূর হইতে পরিণত হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠে আবর্ত্তিত ক্রীড়াকন্দুকের মত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পিতৃপিতামহাদি ও মাতৃমাতামহাদির আহার্য্যবস্তুই এই শরীরের উপাদান। স্বজাতীয় বস্তুই স্বজাতীয় বস্তুর পুষ্টিসাধন করে, যেমন জল জলের, অনল অনলের, মৃত্তিকা মৃত্তিকার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে জন্য যাহার পূর্ব্বপুরুষ যে জাতীয় আহার্য্য বস্তু ব্যবহার করিত তাহার শরীর সেই উপাদানভূত আহার্য্যবস্তু সেবনেই নীরোগ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে। বিপরীত ব্যবহারে অনিষ্ট হইবে।

সত্ত্ব রজ ও তম—এই ত্রিগুণময় দেহ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ আহারে সুস্থ থাকে, কেবল শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা শুদ্ধ রাজসিক বা কেবল তামসিক আহারে সুস্থ থাকে না। যেমন ঘৃত, দুগ্ধ সাত্ত্বিক, কটু (ঝাল), লবণ, মৎস্য, মাংস রাজসিক, পূতি, শুষ্ক ও পর্য্যুসিত ইত্যাদি তামসিক আহার্য্য। কিন্তু অধিক মাত্রায় যে যাহা আহার করে, তাহার আহারে তদনুরূপেই সাত্ত্বিকাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আবার প্রকৃতির অনুরোধেও আহার্য্যের ভেদ হয়, যথা,—সত্ত্বপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আহার, রজঃপ্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের রাজসিক আহার, ও তমঃপ্রকৃতি শূদ্রের তামসিক আহার উপযোগী। কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা রজঃপ্রকৃতি বা তমঃপ্রকৃতি তাহাদের রাজসিক বা তামসিক আহারই অনুকূল। কেননা ব্যাঘ্র মাংসাহারে ও কুক্কুর বিষ্ঠাহারেই পুষ্ট হয়, ঘৃত খাইলে মরিয়া যায়। আবার শূদ্রের মধ্যেও যাহারা সাত্ত্বিক বা রাজসিক তাহাদের পক্ষে সাত্ত্বিক ও রাজসিক আহারই শ্রেয়ঃ।

এখন ইহার উপরে এই একটা আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহাদের পিতৃপিতামহ মৎস্য মাংস আহার করিত, তাহারা যদি অদৃষ্টগুণে সত্ত্বপ্রকৃতি হয়—মৎস্য মাংসে বীতস্পৃহ হয়, তাহাদের কি কর্ত্তব্য? তাহাদের সাত্ত্বিক আহারটা শরীরের উপকারক হইবে কি না? কেন না—ইহার শরীরের উপাদান পিতৃমাতৃভুক্ত রজস্তমঃস্বভাব মৎস্য মাংসাদির পরমাণু, সাত্ত্বিক আহারের সহিত রাজসিক তামসিকের নিত্য বিরোধিতা। কুক্কুর পিতৃপিতামহক্রমে পূতিদুর্গন্ধ মল মাংসভোজী, সে যদি নিত্য হবিষ্যান্ন বা ঘৃতাদি সাত্ত্বিক আহার করে, তবে

---

* "পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভূমৌ পাত্রং নিধায়চ"। কূর্ম্ম ১৮।
"আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত, নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুঃ প্রবিন্দতি॥" মনু। ৪। ৭৮॥

তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, বরং মরিয়া যাইতে পারে। এখন এরূপ ব্যক্তির প্রকৃতিতে টানিতেছে সত্বের দিকে, পিতৃপিতামহের আহার্য্য বস্তুতে টানিতেছে রজস্তমের দিকে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইতেছে এই—

সত্বপ্রকৃতি মানব প্রকৃতির আকর্ষণে সাত্বিক আহারের প্রেমিক হইলেও ঝটিতি রাজসিক তামসিক মৎস্য মাংস আহার পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ছাড়িবে, তাড়াতাড়ি ছাড়িলে নিশ্চয়ই অস্বস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। প্রথমে প্রতিমাসে চারি রবিবারে, ও পঞ্চপর্ব্বে মৎস্য মাংস আহার করিবে না, এইরূপে কিছুদিন গেলে কার্ত্তিক মাসে মৎস্য মাংস আহার করিবে না, তৎপরে আবার কিছুদিন গেলে মাঘমাসে নিরামিষ ভোজন করিবে, আবার কিছুদিন পরে বৈশাখ মাসে নিরামিষ আহার করিবে, এইরূপে ধীরে ধীরে রাজসিক তামসিক আহার ছাড়িয়া সাত্বিক আহার সহাইলে তাহার "আয়ু সত্ব বল আরোগ্য সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি" হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। *

নিষিদ্ধ আহার্য্য—প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি, রবিবারে ও পঞ্চপর্ব্বে মৎস্য-মাংসাদি, অমাবস্যা পূর্ণিমায় রাত্রে অন্ন, রাত্রে দধি শ্রীফল, ছাতু ও তিল, কার্ত্তিকমাসে মৎস্য, শয়নে কূর্ম্ম মাংস একাদশী জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রীতে অন্ন। সংযোগ বিরুদ্ধ—শাক, অম্ল, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস, এবং লবণের সহিত দুগ্ধ, এবং মৎস্যমাংসের সহিত গুড় বা চিনি এবং ঘৃতের সহিত মৎস্য নিত্যই সংযোগবিরুদ্ধ অর্থাৎ বিষতুল্য হয়। নিকৃষ্ট কুক্কুট মাংসাদি স্বাস্থ্যকামী আহার করিবে না, আহার করিলে কখনই স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে না, দীর্ঘায়ু হইবে না। ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান ইংরেজী ধরণের হিন্দুসমাজে অকালমৃত্যু।

ভোজন—স্নান না করিয়া কখনই আহার করিবে না, যেহেতু স্নান না করিলে পাচকাগ্নি বৃদ্ধি হয় না, বিশেষতঃ অস্নাত আহারে তৃপ্তিই হয় না। এজন্যই শাস্ত্রকারেরা নির্ব্বন্ধসহকারে নিষেধ করিয়াছেন—

"অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূযশোণিতং।"

অর্থ—সুস্থশরীরে থাকিয়া স্নান না করিয়া যে খায়, সে বিষ্ঠা খায়, এবং সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া যে খায়, সে পূয রক্ত খায়।

পরন্তু—"ইক্ষুরাপস্তথাক্ষীরং তাম্বূলং ফলমৌষধং।
ভক্ষয়িত্বা প্রকুর্ব্বীত স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥"

অর্থ—ইক্ষু, জল, দুগ্ধ, তাম্বুল, ফল এবং ঔষধ ভক্ষণ করিয়াও স্নান দান পূজা ও পাঠ ইত্যাদি ক্রিয়া করিতে পারা যায়।

উক্ত বচনোক্ত ব্যবহার বঙ্গদেশের বাহিরেই প্রায় দেখা যায়। বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবহার নাই।

* "আয়ুঃ সত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।" গীতা ১৭।৮।

ভোজনের সময় হস্তে প্রশস্ত হীরকাদি রত্ন বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় ধারণ করিবে*। ঐ রত্ন জল প্রোক্ষণে এবং তৎস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কীটাণু মরিয়া যায়। ভোজনের পূর্ব্বে ১০।১৫ মিনিট এবং পরে ২০।২৫ মিনিট দক্ষিণ নাসিকার বায়ুর প্রবাহ রাখা উচিত, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, অন্নের শীঘ্র পরিপাক হয়।†

ভোজনের সময় অন্ন উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া উহা ব্রহ্ম স্বরূপ মনে করিয়া মনে মনে প্রণাম করিবে, তৎপরে ভোজন পাত্রের চতুর্দ্দিকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্যাস বলেন—

"অপ্যেক পঙ্‌ক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কস্যান্তে প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥
ভস্মস্তম্ব জলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ॥"

অর্থ—আত্মীয় পরিজনের সহিতও এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করা উচিত নহে, কেন না, কাহার শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে যে কত মহাপাতক (যাহা অন্নে সংক্রামিত হইয়া ভোক্তার শরীরে প্রবেশ করে) আছে, ইহা কে জানে? অতএব সমাজে উহা একান্ত অপরিহার্য্য। এজন্য ভস্ম, খড়, অথবা জলদ্বারা পঙ্‌ক্তি ভেদ করিয়া আত্মরক্ষা পূর্ব্বক আহার করিবে।

এইরূপে পঙ্‌ক্তিচ্ছেদ করিলে আর পাপীর শরীরের দূষিত তাড়িত অন্নে সংক্রামিত হইতে পারে না, বলিয়াই ঐ অন্ন ভোজনে আর কোনও শারীরিক অপকার হইতে পারে না।

ভোজনে যাহাদের দৃষ্টি হিতকর—

"পিতৃ মাতৃ সুহৃদ্বৈদ্যাপাপকৃদ্ধংসবর্হিণাং।
সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা॥"

অর্থ—পিতা, মাতা, বন্ধু, বৈদ্য, পুণ্যাত্মা, হংস, ময়ুর, সারস ও চকোরের দৃষ্টিতে অন্নের দোষ নষ্ট হয়।

চকোরের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে—অন্নে কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ আছে কিনা? তাহা চকোরের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

"চকোরস্য বিরজ্যেতে নয়নে বিষদর্শনাৎ।" (মৎস্য পুঃ)

অর্থ—ভোজনীয় বস্তুতে বিষ সংস্রব থাকিলে তদ্দর্শনে চকোরের চক্ষু বিকৃত হয়—চোক্ বুজিয়া থাকে, চোক্ ঢুলু ঢুলু হয়, না থাকিলে অবিকৃত থাকে।

বোধ হয় এজন্যই চকোর পক্ষী সমস্ত বিষের বিষ—বিষনাশক—বিষ শোষক সূর্য্য তেজের

* "প্রশস্ত রত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযত্নো গৃহী।
অন্নং প্রশস্তং পর্য্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ॥"
"তেষু রক্ষো বিষব্যালব্যাধিয়াঘ্নষ হানি চ।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ।" (আহ্নিক তত্ত্ব)

† ইহার উপায় উপদেশ সাপেক্ষ।

ভয়ে দিবসে অন্ধকার স্থান আশ্রয় করে, রাত্রিতে সূর্য্য রশ্মির বিষজ্বালা নিবৃত্তির জন্য অমৃত ময় চন্দ্ররশ্মি পান করিয়া সুস্থ হয়।

ভোজনে যাহাদের দৃষ্টি দূষণীয়—

"হীন দীন ক্ষুধার্ত্তানাং পাষণ্ড স্ত্রৈণ রোগিণাং।
কুক্কুটাহি-শুনাং দৃষ্টির্ভোজনে নৈব শোভনা॥"

অর্থ—ছোট লোক, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, নাস্তিক, স্ত্রৈণ, রোগী, কুক্কুট, সর্প এবং কুক্কুরের দৃষ্টি ভোজনের সময় দূষণীয়, ইহাদের বিষদৃষ্টি অন্নে সংক্রামিত হইয়া অজীর্ণ রোগ জন্মায়।

যদি কোনও ক্রমে ইহাদের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে সেই দোষ বিনাশের জন্য এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহার অর্থ চিন্তা করিতে করিতে ভোজন করিবে। যথা—

"অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণু র্ভোক্তা দেবো মহেশ্বর।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানং দৃষ্টি দোষো ন ধাবতে॥
অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণং।
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমন্তং স্মরাম্যহং॥" *

অর্থ—অন্ন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তদ্গত রস বিষ্ণু স্বরূপ, এবং ভোজন করিতেছেন মহেশ্বর, এই রূপ চিন্তা করিয়া ভোজন করিলে, তবে দৃষ্টিদোষ থাকে না। অঞ্জনাপুত্র, কুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হনুমান্‌কে দৃষ্টিদোষ নিবারণার্থ স্মরণ করিতেছি।

তৎপরে যথাশাস্ত্র কুল-প্রথানুসারে ভূরাদি পঞ্চদেবতা বা নাগাদি নব বায়ুকে ভূমিতে অন্নোৎসর্গ করিয়া পাত্রস্থিত অন্নব্যঞ্জন, নিরামিষ হউক আর সামিষই হউক সমস্ত ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া † এক গণ্ডুষ জল এই ভাবিয়া পান করিবে, যে—"হে জল! তুমি অমৃত স্বরূপ হইয়া অন্নের নীচের পাতনিকা রূপে থাক।"

তৎপরে যথাবিধি পঞ্চপ্রাণাহুতি প্রদান করিয়া, মনঃসংযোগপূর্ব্বক আহার করিবে। প্রথমে ঘৃত, তিক্ত, ভাজা বড়া, শাক সূপ, মধ্যে অম্ল, অন্তে মধুর রস ‡ ভোজন করিবে।

দেবল ঋষি বলেন—"ন ভুঞ্জীত ঘৃতং নিত্যং গৃহস্থো ভোজন দ্বয়ং।"

অর্থ—গৃহস্থ দুই বেলা ঘৃত ভোজন করিবে না।

জলপানের নিয়ম—ভাবপ্রকাশ—

"অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং অনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারিপিবেদভূরি॥"

অর্থ—অত্যন্ত জলপানে ও একবারে কিঞ্চিন্মাত্রও জলপান না করায় অন্ন পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না; এইজন্য পাচকাগ্নির বৃদ্ধি নিমিত্ত বারংবার কিন্তু অল্পে অল্পে জল পান করিবে।

* ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুম "ভোজন" শব্দ দ্রষ্টব্য।

† "যদন্না হি নরা রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥" মহাভা, অনু, ৬৬।৬১।

‡ কি কি বস্তু প্রথমে, মধ্যে বা অন্তে যাইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

শাস্ত্রান্তরে আছে---

"আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং, মধ্যে বারি কফাপহং।

অন্তে বারি পচেদন্নং সর্ব্বং বার্য্যমৃতোপমং॥"

অর্থ—আহারের প্রথম ভাগে জল পান করিলে পিত্ত, মধ্যভাগে কফ্ ও শেষভাগে বায়ু প্রশমিত হয়।

আহারের পরিমাণ—

"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্ভাগমেকং জলেন তু।

বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" (রাজবল্লভ).

অর্থ---ভক্ষ্য বস্তুদ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা এক ভাগ পূর্ণ করিবে, এবং নিশ্বাস উচ্ছ্বাস যথারীতি প্রবাহিত হইবার জন্য উদরের চতুর্থভাগ শূন্য রাখিবে।

এই রূপে যথাবিধি আহার করিয়া "হে অমৃত সদৃশ জল! তুমি আমার ভক্ষ্য বস্তুর উপরের আবরণ স্বরূপ হও" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গণ্ডূষ করিবে।

নাশ্নীয়াৎ ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নীতাং।" (মনু ৪।৪৩)

অর্থ—স্ত্রীর সহিত আহার করিবে না, এবং স্ত্রীকে আহার করিবার সময় দেখিবে না।

ভোজনোত্তর নিয়ম।—

ভোজনান্তে বাহিরে যাইয়া* উত্তমরূপে আচমন করিবে, যেন একটুকুও উচ্ছিষ্ট মুখে না থাকে। পরে সেই আর্দ্র হস্তদ্বয় "স্বর্যাতিঞ্চ" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘর্ষণ করিয়া তিন বার দুই চক্ষুতে দিবে, ইহাতে চক্ষুর "তিমির রোগ" নষ্ট হয়, এবং দৃষ্টিশক্তি উত্তমরূপে জন্মে। †

তৎপরে " বড়বাগ্নি " " বাতাপির্ভক্ষিতো যেন " " অগস্তিরগ্নি " " বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয় " " বিষ্ণুরত্তা " " অগ্নিরাপ্যায়তাং " এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা উদর মার্জ্জন করিয়া উদরে তিনটী ফুৎকার প্রদান করিবে। ‡

ভোজনোত্তর স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিয়া তাম্বুলাস্বাদন করিয়া পরে ধীরভাবে কিছুক্ষণ চলিয়া

---

* "যস্তু ভোজনশালায়াং ভোক্তু কাম উপস্পৃশেৎ।
আসনস্থো নচান্যত্র স বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তি দূষকঃ॥" (আপস্তম্ব)

† "স্বর্যাতিঞ্চ সুকন্যাঞ্চ চ্যবনং শক্রমশ্বিনৌ।
ভোজনান্তে স্মরেদ্যস্তু তস্য চক্ষুর্ন হীয়তে॥"
"ভুক্ত্বা পাণিতলে দৃষ্ট্বা চক্ষুর্যোর্দীয়তে যদি।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥" (ভাব প্রকাশ)

‡ "বড়বাগ্নিমগস্ত্যঞ্চ কুম্ভকর্ণং শনৈশ্চরং। অন্নস্য পরিপাকার্থং স্মরেদ্‌ভীমঞ্চ পঞ্চকং॥"
"বাতাপির্ভক্ষিতো যেন পীতো যেন মহোদধি র্যস্যাখাদিতং পীতং তদগস্ত্যো জরিষ্যতি॥"
"অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ত্বশেষং।
সুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং, যচ্ছত্বরোগং মম চাস্ত দেহে॥"

বেড়াইবে, এক ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবে না। শাস্ত্রে আছে—

" ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবন্ন বিকৃতিং গতঃ।
ততঃ শত পদং গত্বা বাম পার্শ্বেন সংবিশেৎ॥
এবঞ্চাধোগতঞ্চান্নং সুখং তিষ্ঠতি জীর্য্যতি॥ "

অর্থ—আহারান্তে রাজার মত অর্থাৎ বীরাসনে বা পদ্মাসনে বসিবে, তৎপরে শতবার গমনাগমন করিয়া বাম পার্শ্বে হেলান দিয়া বসিবে, বা শয়ন করিবে। এই রূপ ব্যবহারে অধোগত ভুক্তান্ন উত্তমরূপে অবস্থিত হয় এবং অনায়াসে জীর্ণ হয়।

বৈদ্য শাস্ত্রে আছে—

"ভুক্তে্‌ পবিশতস্তুন্দঃ শয় নস্য বপু র্মহৎ।
আয়ুশ্চং ক্রমমাণস্য মৃত্যু র্ধাবতি ধাবতঃ॥"

অর্থ—আহারান্তে বসিয়া থাকিলে পেট ঝোলা হয়, চিত হইয়া শয়ন করিলে শরীর ভাল থাকে, আর পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ পা চালি করিয়া বেড়াইলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আর আহারান্তেই ধাবমান হইলে মৃত্যুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

এই আহারান্তে ধাবন ক্রিয়া হইতেই নব্যশিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের অস্বাস্থ্য বা অল্পায়ুর কারণ কি না? ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। আহারান্তে বিশ্রাম না করিয়া দৌড়িলে ভুক্ত অন্ন যথানিয়মে আমাশয়ে ও পাকাশয়ে সুস্থিত না হইয়া ধাবন ক্রিয়ার আঘাত প্রতিঘাতে উদ্বেলিত হইয়া পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অজীর্ণাদি রোগ অনিবার্য্য। একে অসময়ে আহার, তাহার উপরে দৌড়াদৌড়ি ইহাতে অস্বাস্থ্যতার অপরাধ কি?

আহারান্তে বিশ্রাম সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্র আরও বলে—

শ্বাসানষ্টৌ সমুত্তানস্তান্ দ্বিঃপার্শ্বেতু দক্ষিণে।
ততস্তদ্দ্বিগুণান্ বামে পশ্চাৎ স্বপ্যাদ্ যথা সুখং॥
বামদিশায়ামনলো নাভেরূর্দ্ধোঽস্তি জন্তূনাং।
তস্মাত্তু বামপার্শ্বে শয়ীত ভুক্তপ্রপাকার্থং॥" (ভাবপ্রকাশ)

অর্থ—আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া চিত হইয়া শয়ন করিয়া আটটা নিশ্বাস ফেলিবে, পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া ষোলটা নিশ্বাস ফেলিবে, তৎপরে বাম পার্শ্বে শুইয়া বত্রিশটা নিশ্বাস ফেলিবে, তৎপরে ইচ্ছানুসারে শয়ন করিবে। কেন না মানবের নাভির উর্দ্ধে বাম দিকে পাচকাগ্নি অবস্থিত আছে, সে জন্য আহার্য্য বস্তুর পরিপাকার্থ বামপার্শ্বে শয়ন করিবে।

"বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণাম মেতু॥"
"বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা। সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্ন মিদং তথা॥"
"অগ্নিরাপ্যায় য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ। দত্তাবকাশো নভসাজরয়ত্বস্তু মে সুখং॥
অন্নংবলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ। ভবত্বেতৎ পরিণতো মমা স্ত্বব্যাহতং সুখং॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপরে যাহার যেমন ইচ্ছা তদনুরূপ কার্য্য করিবে এবং ক্ষুধা বোধ হইলে অপরাহ্নে কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি আহার করিতে পারে, তাহাই শাস্ত্র বলেন—

"দিবাপুনর্নভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলেভ্যঃ॥" (আপস্তম্ব)

অর্থ—ফলমূলাদি সূক্ষ্ম আহার ব্যতীত অন্য খৈ, চিড়া, লুচি, রুটি কিছুই দিবাভাগে আর খাইবে না।

শাস্ত্রান্তরে আছে—

"মোদকং কন্দুপক্কঞ্চ গব্যাঢ্যং ঘৃতসংস্কৃতং।
পুনঃ পুনর্ভোজনে চ পুনরন্নং ন দুষ্যতি॥"

অর্থ—মোদক, সন্দেশ প্রভৃতি খৈ চিড়া ছোলা ভাজা ইত্যাদি এবং দুগ্ধ ঘৃতাদি নির্মিত ভক্ষ্যদ্রব্য বারংবার খাইয়া অর্থাৎ "জলপান" খাইয়াও পরে অন্নাহার দোষাবহ নহে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম যাম কৃত্য।

"ইতিহাস পুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ।
অষ্টমে লোকযাত্রা চ বহিঃ সন্ধ্যা ততঃ পরং॥"

অর্থ—দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ—অর্থাৎ আড়াই প্রহরের পরে এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি সচ্ছাস্ত্র পাঠ সৎ প্রসঙ্গ ইত্যাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া চারি দণ্ড বেলা থাকিতে একবার লোক যাত্রা মেলা রঙ্গ তামাসা বা আত্মীয় কুটুম্বদিগের সুখে দুঃখে তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বেড়াইতে বাহির হইবে। তৎপরে যথাশাস্ত্র সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। এবং দিবসোক্ত কার্য্য যদি প্রমাদ ক্রমে বাধ হয়, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে সমাধা করিবে।

রাত্রিকৃত্য।

তৎপরে মধ্যাহ্নাহারের ন্যায় চারিদণ্ড রাত্রের পরে এক প্রহর রাত্রের মধ্যে পুনর্ব্বার আহার করিবে। গৃহস্থের রাত্রি ভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই শাস্ত্রকার গণের উপদেশ।

বৈদ্যশাস্ত্রে বলে—

রাত্রাবভোজনং যস্য ক্ষীয়স্তে তস্য ধাতবঃ।

অর্থ—যাহারা রাত্রিতে আহার করে না, তাহাদের মাংসাদি সপ্ত ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—

"সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতং।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ॥"

অর্থ—মানবগণের রাত্রি ও দিবা এই দুই সময়েই আহার করা বেদের অনুমোদিত, ইহার মধ্যে আর আহার করা কর্ত্তব্য নহে, এই প্রকার আহারবিধি "অগ্নিহোত্র" সম জানিবে।

ভোজনে নিষিদ্ধ—

"অনারোগ্যমনায়ুষ্য মস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থ—পরিমাণে এবং সংখ্যায় যে অতি ভোজন করিবে, তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না, আয়ু কমিয়া যাইবে, পাপাক্রান্ত হইবে, স্বর্গের আশা থাকিবে না, বিশেষতঃ লোকে রাক্ষস রাক্ষস বলিয়া বিদ্বেষ করিবে, অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বহির্ভূত অতিরিক্ত আহার করিবে না।

টুল বা মোড়া ইত্যাদির উপরে ভোজন পাত্র রাখিয়া, বা তাহাতে বসিয়া, স্ত্রীর সহিত, অভক্ষ্য দ্রব্য, অপেয় পান, মাথায় টুপী বা পাগড়ী বান্ধিয়া, জুতা পায় দিয়া, অর্দ্ধ রাত্রে, অজীর্ণে, আর্দ্রবস্ত্রে, ভগ্নাসনে, ভূমিতে, শয়ন করিয়া, শয্যায় বসিয়া, ভগ্নপাত্রে, অন্ধকারে, ও মুখযোগে পানাবশিষ্ট জল, রাত্রিকালে তিল, ছাতু, দধি, শ্রীফল, উচ্ছিষ্ট ঘৃত, শয়নে কুষ্মমাংস, রবিবারে ও পর্ব্বে আমিষ, কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে মাংস, অনির্দ্দশ ও বিবৎস গোর দুগ্ধ ভোজন করিবে না। *

শয়ন কৃত্য।

ত্রিদোষশমনী খট্টা, তূলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা, কাষ্ঠপট্টিস্তু বাতুলা॥" (ভাবপ্রকাশ)

অর্থ—খাট এবং খাটিয়ায় শয়নে ত্রিদোষ প্রশমিত হয়, তোষকে শয়নে বাত ও কফের দোষ নষ্ট হয়, ভূশয্যায় শরীর স্থূল ও বলবৃদ্ধি হয়, এবং কাষ্ঠফলকে শয়নে বায়ু বৃদ্ধি হয়।

মনু বলেন—

"নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসর্পণং॥" ৪।১৩৪।

অর্থ—পরোপভুক্ত স্ত্রী সংসর্গে যেমন নিশ্চয়ই পুরুষের আয়ুঃ ক্ষয় হয়, এমন আয়ুঃক্ষয়কর জগতে আর কিছুই নাই।

এজন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপ নিষেধ করিয়াছে—

"আসনং বসনং শয্যা দারাপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচি রেতানি ন পরেষাং কদাচন॥"

অর্থ—আসন বস্ত্র শয্যা পত্নী পুত্র পৌত্রাদি অপত্য ও জলপাত্র এ সকল নিজেরই পবিত্র, অপরের আসন বস্ত্রাদি সকল বস্তুই সংক্রামক দোষে দূষিত, এজন্য কদাচও পবিত্র নহে।

বিশেষতঃ—

"পরদাররতিঃ পুংসাস্তভয়ত্র ভয়প্রদা।"

অর্থ—পুরুষের পরদারপ্রীতি ইহলোক ও পরলোকে ভয়ের কারণ।

অতএব আপন আপন পুত্রাদির সহিত রাত্রি ভোজনান্তে যথাযথ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ শিরে শয্যায় ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে রাত্রি দশ দণ্ডের পরে শয়ন করিবে।

ঈশ্বর চিন্তায় প্রাত্যহিক নিদ্রার ফল এই যে—মহানিদ্রার সময়ও অভ্যাসবশতঃ মনে

* ভোজন সম্বন্ধীয় বিশেষ শব্দকল্পদ্রুমের ভোজন শব্দে ও আহ্নিক তত্ত্বে দ্রষ্টব্য। এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণও শব্দকল্পদ্রুমে জানিবে।

ঈশ্বরভাব উপস্থিত হয়, সে জন্য অনায়াসে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারলাভ হইতে পারে। ইহাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

অর্থ—হে অর্জ্জুন! মানব মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করে, সেই সেই সংস্কার বশতঃ সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।

ইতি জীবনশিক্ষায় স্বাস্থ্যদীর্ঘায়ুষ্কর কৃত্যে ষষ্ঠোপদেশ সমাপ্ত।

ক্ষৌরকৃত্য।—জ্যোতিস্তত্ত্বে।

"অক্ষৌরিভেঽপি কর্ত্তব্যং চন্দ্র চন্দ্রজয়োর্দ্দিনে।
মানংহন্তি গুরুঃ ক্ষৌরে কুজঃ শুক্রং ধনং রবিঃ॥
আয়ুরঙ্গারকো হন্তি সর্ব্বং হন্তি শনৈশ্চরঃ॥

অর্থ—ক্ষৌরকর্ম্মে সোম এবং বুধবারে কোনও নিষিদ্ধ নক্ষত্রেরও বিচার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ সোম ও বুধবারে ক্ষৌর অতি প্রশস্ত, বৃহস্পতিবারে আয়ুঃ, শুক্রবারে পুত্রকন্যা, রবিবারে ধন, মঙ্গল বারে আয়ুঃ ক্ষয় হয়, ও শনিবারে ক্ষৌর হইলে সমস্তই বিনষ্ট হয়।

কিন্তু সামবেদীয় ব্রাহ্মণের মঙ্গলবার ক্ষৌরে নিষিদ্ধ নহে (১) এবং জন্মমাস সম্পূর্ণ, বা জন্মমাসের দশদিন, অথবা আট দিন বাদ দিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম বিধেয়, কিন্তু জন্ম বার সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। উক্তনিষিদ্ধ দিন বাদ দিয়া অষ্ট দিনান্তর পূর্ব্বমুখ বা উত্তর পূর্ব্ব মুখে বসিয়া ক্ষৌরী হইবে। (২)

রজকের বস্ত্রক্ষালন কৃত্য।—

"নন্দমঙ্গলষষ্ঠ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
বস্ত্রাণাং ক্ষারসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলং॥

অর্থ—শনি মঙ্গলবার, ষষ্ঠী, দ্বাদশী অমাবস্যা এবং অপরাপর শ্রাদ্ধদিবসে ধোপার কাপড় দিবে না, দিলে সপ্তমপুরুষ যাবৎ দগ্ধ হয়।

কে বলিতে পারে? যে নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রে শারীরিক তাড়িত অনুবিদ্ধ না থাকে, এবং শনিবার প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনের গুণে নানাজাতির নানাবিধ বস্ত্রনির্ণেজক রজকের দৈহিক তাড়িত অস্মদাদির বস্ত্রে মিশ্রিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর দূষিত পদার্থ স্থায়ীভাবে না জন্মায়, যাহা অগ্নিপাকে বা জলক্ষালনেও বিদূরিত হইতে পারে না? এ জন্যই নিষিদ্ধদিনে কাপড় ধোপায় দেওয়া উচিত হয় না।

ইতি জীবন শিক্ষায় স্বাস্থ্য দীর্ঘায়ুষ্কর ক্ষৌরাদি সপ্তমোপদেশ সমাপ্ত।

অষ্টম চরমোপদেশ।

শাস্ত্রীয় উপদেশ শেষ হইল। এখন বন্ধুভাবে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি—

(১) "সামগানাং কুজঃ শুভঃ।" (২) "ত্রিঃপক্ষস্য কেশশ্মশ্রুনখান্ ছিন্দ্যাৎ॥ (চরক, শরীর ১)

যাহারা ইংরেজী ধরণে শিক্ষিত, প্রায়ই তাহারা সুচরিত্র, স্বদেশ হিতৈষী স্বার্থত্যাগী, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়া দীর্ঘজীবী হইলেই দেশের গ্রামের প্রতিবেশীর ও পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের হিত সাধনে সমর্থ হইবে, নচেৎ সমস্তই বৃথা।

জন্মভূমি যাহাদের মুখাপেক্ষিণী হইয়া সুখের আশা করিয়া ছিল, তাহারা বর্ষে বর্ষে নদী স্রোতের মত তীব্রবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল, আর মাতা জন্মভূমি চিরদিনের জন্য অমূল্য রত্ন হারাইয়া অতল শোক-জলধিতে প্লাবিত হইল।

আর্য্য শরীরে অনার্য্য আচার ব্যবহার সহিবে কেন? যাহারা যুবক তাহারা কোথায় লোহা খাইয়া জীর্ণ করিবে, তাহাত দূরের কথা, এখন ডাক্তার বাবুর কৃপায়, ও বিদেশী ঔষধের প্রভাবে সকল দিন দুই বেলা দুধ্ সাগু ও অদৃষ্টে ঘটে না, এইত দশা। ঈশ্বরের কৃপায় যাহাদের ভোগ সামগ্রী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাদের ভোগের শক্তি নাই, ভোগ করিতে অবসর পাইতেছে না, কেন না অল্পায়ুঃ।

সেজন্য বলিতেছি—এখনো সময় আছে, এখনো শিরায় রক্ত প্রধাবিত হইতেছে, এখনো ইন্দ্রিয় সজীব আছে, নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস বহিতেছে, ঋষিগণের উপদেশ বিনা তর্কে শিরোধার্য্য কর, হিন্দু হিন্দুর ঋষি বাক্য লঙ্ঘন করাই এই সর্ব্বনাশের মূল। এখন কলিযুগ, সত্যযুগের ধর্ম্ম, সত্যের ব্রাহ্মণ কোথায় পাইবে? তাই মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—

"যুগে যুগে চ যোধর্ম্ম স্তত্র তত্রচ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে যতঃ॥" (১।৩২)

অর্থ—যে যুগের যে ধর্ম্ম ও যে যুগের যে ব্রাহ্মণ তাহার অবজ্ঞা করিবে না, যে হেতু সেই ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ যেমন যুগ, তদনুরূপই হইয়া থাকে।

এখন কলিযুগ, এখনো একপাদ ধর্ম্ম আছে, শতের মধ্যে পঁচিশ জন ধার্ম্মিক আছে, শত ব্রাহ্মণের মধ্যে পঁচিশজন কলিকালের অনুরূপ সদ্‌ব্রাহ্মণ আছে।

অতএব যদি স্বাস্থ্য সুখ দীর্ঘ জীবন সাত্ত্বিক বলপুষ্টি নিত্য নিত্য মনস্তুষ্টি ইচ্ছা কর, তবে ঋষি বাক্যের উপরে কারণানুসন্ধান পরিত্যাগ কর, নিজ নিজ বর্ণ ধর্ম্মানুসারে পিতৃ-পিতামহগণের সদাচরণ অনুসরণ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার কর, গুরূপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক প্রাণায়াম ও ঈশ্বরোপাসনা কর।

এখন আর ব্যাস বসিষ্ঠ বাল্মীকি প্রভৃতি গুরু কোথায় পাইবে? সুতরাং এখন স্বদেশীয় সমাজে যে সকল গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিতান্ত অসত্যবাদী লোভী দাম্ভিক ব্রাহ্মণ-তপঃপরাজিত, ইহাদিগকে বাদ দিয়া শান্ত শিষ্ট ঈশ্বর নিষ্ঠ গৃহস্থ সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও, প্রাতে শয্যা কৃত্য, শৌচ, যথা কালে সন্ধ্যা, সংক্ষিপ্ত পূজা, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম গুরু দেব ও দ্বিজে ভক্তি কর।

এখনকার বিলাসী ধনিগণ চিংড়িমাছ ঘৃতে ভাজাইয়া উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করান, ছানার ডাল্‌না করান, অন্যান্য ব্যঞ্জনে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সুস্বাদু করান, আবার অনেকে দুগ্ধভাণ্ডে মাছ দিয়া খান।

কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে মৎস্যে ঘৃত সংযোগ, ছানায় ও দুগ্ধে লবণ সংযোগ, মৎস্যে দুগ্ধ সংযোগে বিষ উৎপন্ন হয়, এই জাতীয় ম্লেচ্ছাহার হিন্দুর শরীরে কখনই স্বাস্থ্য সাধন করিতে পারে না, উহা শাস্ত্র ও লোক বিরুদ্ধ। এই জাতীয় ম্লেচ্ছাহারই যে হিন্দুর নূতন ম্লেচ্ছ রোগ "পেলেগ" এবং "বেরি বেরি" ইত্যাদি রোগের কারণ নহে, ইহা কেহ শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ? অতএব শাস্ত্রানুযায়ী ভোজন, ভোজনোত্তর কর্ম্ম, ইত্যাদি অনুষ্ঠান কর, ইহাতে অর্থব্যয় নাই, বরং ব্যয়ের অল্পতাই হইয়া থাকে, পরীক্ষা করিয়া দেখ, ছয় মাসেই ইহার সংফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সংবৎসরে বলিষ্ঠ নীরোগ দেবশরীর হইবে। ষাট্ বৎসর বয়সেও চল্লিশ বৎসরের মত দেখাইবে, দেহ সবল, কর্ম্মক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, কান্তিমান্ হইবে, সদা মন প্রফুল্ল, হৃদয়েঅপূর্ব্ব আনন্দ পাইবে। উদরাময় ও শিরঃপীড়া কিরূপ ? জানিবে না, সাত্বিক বলের সহিত সাত্বিক প্রবৃত্তি জন্মিবে, গ্রন্থি বাত অপসারিত হইবে, আহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তবেই ইচ্ছা করিলে ১০৮। বা ১২০ বৎসর অনায়াসে বাচিতে পারিবে। জন্মভূমির উন্নতি সাধন করিতে পারিবে, দেশ আনন্দে ও নির্ম্মল যশে প্লাবিত হইবে, অন্তে নন্দন কাননের সমীরণ সেবনে মানব জীবন সফল করিবে।

ইতি জীবন শিক্ষায় অষ্টম চরমোপদেশ সমাপ্ত।

নারায়ণ! শিব শঙ্কর হর!!!

পুস্তকোদ্ধার।

নিগমাগম চন্দ্রিকা হইতে অনূদিত।

সর্ব্বহৃদয়বিহারী, জীব ত্রিতাপহারী শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ প্রভাবেই জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হইয়া থাকে। জীব স্বকীয় মলিন কর্ম্ম সংস্কারের বশীভূত হইয়া দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি বেগানুসারে অজ্ঞানরূপ জড়তা গ্রস্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পরম কারুণিক পরমাত্মার কৃপায় পুনঃ জ্ঞান পদের অধিকারী হইয়া মুক্তি ভূমির প্রতি অগ্রসর হইয়া থাকে। জীবগণের মধ্যে জীব হিতকারী জ্ঞান সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, কারণ জ্ঞান নিত্য পদার্থ। তবে ভেদ এই যে, সৃষ্টি অর্থাৎ জীবের বন্ধন দশায় জ্ঞান দ্বৈত ভাব ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু মুক্তাবস্থায় দ্বৈত ভাবের লয় হইয়া অদ্বৈত রূপে পরমাত্মাতেই জ্ঞানের স্থিতি হইয়া থাকে। বন্ধন এবং মুক্তভাব বিচার দ্বারা জ্ঞানাবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও জ্ঞান যে নিত্য পদার্থ ইহা অবশ্য স্বী-কর্ত্তব্য। সৃষ্টি বিস্তার অবস্থায় একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই সৃষ্টির অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ অবস্থায় উচ্চাবচ সর্ব্ববিধ জ্ঞানই দ্বৈত জ্ঞান হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ উক্ত দ্বৈতজ্ঞানকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ দ্বিবিধ সংজ্ঞায় জীবগণকে সংজ্ঞিত করিতে পারা যায় ; যথা জড় রাজ্যগত জীব ও চেতন রাজ্য গত জীব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীব জড় রাজ্যের অন্তর্গত ; কারণ উক্ত জীব সমূহের স্ব স্ব জ্ঞান জনিত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতি পারতন্ত্র্য ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উদাহরণ রূপে বুঝা যাইতে পারে যে, মনুষ্যেতর জীব সমূহের আহার নিদ্রাদি যাবতীয়

ক্রিয়া যেরূপ প্রকৃতির প্রেরণা চিরদিন হইয়া আসিতেছে ঠিক সেই ভাবেই হইয়া থাকে; উহাদের স্বভাবে কোন নূতন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। এবং মনুষ্যগণকেই চেতন রাজ্যের অন্তর্গত জীবরূপে স্বীকার করিতে পারা যায়; কারণ স্বকীয় জ্ঞানোন্নতি হেতু মনুষ্যগণই যথাশক্তি নিজ নিজ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবান্ কৃপা করতঃ জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণকে এতদূর অধিকার দিয়াছেন যে, উহারা যথেচ্ছ জ্ঞানোন্নতি করিতে পারে এবং পুরুষার্থ শক্তি দ্বারা ক্রমোন্নত হওত অবশেষে পরব্রহ্মে লীন হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

জ্ঞান নিত্য এবং অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিত্য বস্তু। জ্ঞানের ক্রমবিকাশ মনুষ্যগণের মধ্যে হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। আরও যেহেতু একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই পরমানন্দ প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব, অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কেবল উন্নত মানবগণের মধ্যেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। পরন্তু ভেদ এই যে, যতদিন মনুষ্যের মধ্যে মলিন কর্ম্ম সংস্কার প্রবল থাকে, জ্ঞানোন্নতির বিকাশ ততদিন ন্যূন হওয়াই সম্ভব, এবং শুদ্ধ-কর্ম্ম-বিপাক সময়েই শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া যায়। এই অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ভূমণ্ডলে কখনও জ্ঞানের প্রকাশ ও কখনও তিরোভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অনাদিসিদ্ধ সৃষ্টিধারা প্রভাবে সত্য ত্রেতাদি যুগের আবির্ভাব এবং প্রত্যেক যুগে যুগান্তরের অন্তর্ভাব হয়। এই হেতু প্রাকৃতিক নীতি অনুসারে ঐ সমস্ত যুগে জীব-কল্যাণার্থ জ্ঞান প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক বেদ ও তৎসম্মত শাস্ত্ররাশির উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীমৎস্যাবতার এবং হয়গ্রীবাবতার দ্বারা বেদ সমূহের রক্ষা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাসরূপ বিষ্ণু অবতার এবং শ্রীশঙ্কররূপ শিবাবতার আদি দ্বারা বেদবিভাগ ও বেদসম্মত শাস্ত্র সমূহের রক্ষা হইয়া আসিতেছে। তদনন্তর শ্রীভোজ এবং শ্রীবিক্রম আদি রাজবিভূতি দ্বারাও শাস্ত্র সংরক্ষণ বিষয়ে সমূহ সহায়তা প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ নিত্য সিদ্ধ শ্রীভগবৎ প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেও জ্ঞানের বিকাশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতীতকালে জীব হিতকারী শ্রীভগবান্ যেরূপ অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বেদের উদ্ধার করিয়াছেন এবং স্বকীয় বিভূতি সমূহ দ্বারা বিদ্যার রক্ষা ও উন্নতি করিয়া আসিতেছেন, সেই প্রকার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালেও হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান ঘোর কলিযুগেও এই আবশ্যকীয় কার্য্যে সফলতা লাভ হইতে চলিয়াছে। উদাহরণরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যবন সাম্রাজ্য সময়ে ক্ষত্রিয়রত্ন জয়সিংহ আদি রাজাগণ দ্বারা কিছু কার্য্য হইয়াছিল এবং তৎপশ্চাৎ বর্ত্তমান আংগ্লসাম্রাজ্য মধ্যেও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এবং কতিপয় ইউরোপীয় প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহরূপে কিছু কার্য্য হইয়াছে। পরন্তু ভগবদ্বিভূতি অথবা অবতার দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইতে পারে, সাধারণ মনুষ্য দ্বারা তাহা কদাপি হওয়া সম্ভব নহে। সাধারণ মনুষ্য প্রায়ই অহঙ্কার অথবা স্বার্থের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং ঐ কার্য্য পরোপকার বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনুষ্ঠান করিলেও উপরোক্ত কারণ হেতু ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা অনুষ্ঠিত ভগবদ্বিভূতির কার্য্যের সহিত অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণ মনুষ্যগণ দ্বারা জ্ঞানোন্নতিকর কার্য্যে মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু যখন ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা যথাযথ রূপে কার্য্য হয়, তখনই জীব ত্রিতাপনাশক জ্ঞানের সংরক্ষণ এবং প্রচার হইয়া থাকে।

অনিষ্ট নিবৃত্তি ও ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যাবতীয় জীব সদা তৎপর। এ সংসারে যথার্থ ইষ্ট কি, তাহার অনুসন্ধান করিবার এখানে কিছু আবশ্যকতা নাই। পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সমস্ত জীবই নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে অনিষ্ট নিবৃত্তি ও ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে যত্নশীল থাকে। কেবল এই দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি দ্বারাই জীবগণ কর্ম্মপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এখন বিচার করা উচিত যে জীবগণের সাধ্য বস্তু কি কি। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে। অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥" সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, মানবের যাবতীয় ইচ্ছা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষ নিমিত্ত হইয়া থাকে। পুনঃ সাধ্য চতুর্ব্বিধ হওয়ায় সাধনও চতুর্ব্বিধ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারগণ সাধনের পর ভেদ বর্ণন করিয়াছেন যথা বিদ্যা, বল, ধন ও ধর্ম্ম। এবং সাধ্য চতুর্ব্বিধ ও সাধন চতুর্ব্বিধ হওয়ায় কর্ত্তাও চারি প্রকার হওয়া সম্ভব। এই অভ্রান্ত নিয়ম অনুসারে চারি প্রকার কর্ত্তাও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—কর্ত্তা, অনুকর্ত্তা, উপকর্ত্তা ও অধিকর্ত্তা। সাধ্য, সাধন এবং সাধকরূপ ত্রিপুটির সম্মিলনে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যদ্যপি উক্ত চতুর্ব্বিধ অধিকারই স্ব স্ব ভূমি অনুসারে যথাবন্নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি জ্ঞানোন্নতি বিচার দ্বারা উহাদিগকে উন্নত ও অবনত অবস্থায় বিভক্ত করিতে পারা যায়। সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থির হইবে যে, জ্ঞান পরিণামরূপ বিদ্যাই পুরুষার্থ বিচারে পরম হিতকরী হইয়া থাকে। যদ্যপি ধর্ম্মলক্ষ্যই যাবতীয় লক্ষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিদ্যা ব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণতালাভ অসম্ভব। ভক্তিমার্গের উপর দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায়—জ্ঞানরূপ বিদ্যাদ্বারাই ভক্তির দৃঢ়তা হইয়া থাকে। ভক্ত, বিদ্যার সহায়তায় ভগবানের স্বরূপ যতই অবগত হয়, ততই তাহার হৃদয়ে ভক্তিভাব দৃঢ়তা অবলম্বন করে। এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, বিদ্যার সহায়তা ভিন্ন বিহিত কর্ম্মকাণ্ডে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। কারণ বৈধাবৈধ কর্ম্ম বিচার এবং কর্ম্মসাধনপদ্ধতি বিদ্যার সহায়তায় যতদিন না অবগত হওয়া যায়, ততদিন কর্ম্মী কখনও কর্ম্মকাণ্ডে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। এবং ধর্ম্মের যোগাদি সাধনবিভাগ ও জ্ঞান অধিকার পক্ষে ত বিদ্যাই প্রধান অবলম্বনীয়। এই সমস্ত বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ধর্ম্মলক্ষ্যসাধন বিষয়ে জ্ঞানবিকাশিনী বিদ্যাই পরম হিতকারিণী। অপিচ বল এবং ধনের বিচারে বিদ্যাই মুখ্য অবলম্বনীয়; কারণ ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, বিদ্যার সাহায্যেই বল এবং ধনের শক্তি শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রত্যুত ইহা বলিতে পারা যায় যে, এই চতুর্ব্বিধ মানবীয় সাধ্যবস্তুর মধ্যে বিদ্যা মূলস্বরূপ, বল শাখা প্রশাখা স্বরূপ, ধন পত্রপুষ্প স্বরূপ এবং ধর্ম্ম ফল স্বরূপ। অতএব ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে প্রধান সহায়ক বিদ্যা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব হিতকরী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জীব সমূহের হিতার্থ বিদ্যাই সর্ব্ব প্রধান।

আর্য্য মহর্ষিগণ উক্ত প্রত্যেক সাধ্য বস্তুকেই পঞ্চধা বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনুসারে বিদ্যারই পঞ্চধা হইবার প্রমাণ সকল সংগৃহীত হইতেছে। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে "পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতী মপিযন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সোদ্দেশ্যে ভবৎ সরিৎ॥" অর্থাৎ যে স্থানে সরস্বতী পঞ্চস্রোত রূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়া পুনঃ পঞ্চধা বিস্তার লাভ করেন, তত্রত্য ভূমি সর্ব্বপ্রকার উন্নত ভাব সমূহ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতিতে বিদ্যারূপ সরস্বতীর পঞ্চধা বিভক্ত হওয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয় আরও উক্ত হইয়াছে যথা—"পুস্তকমন্তঃকরণম্ গুরুঃ শিষ্যস্তথৈবচ। গুণগৃহীতা খ্যাতা চ পঞ্চস্রোতঃ সরস্বতী॥" অর্থাৎ পুস্তক, অন্তঃকরণ, গুরু, শিষ্য এবং গুণগৃহীতাবৃত্তি, সরস্বতীর এই পঞ্চস্রোত বলা যাইতে পারে। এই পাঁচ আধার হইতেই বিদ্যারূপিণী সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথম আধার পুস্তকই বিচার্য্য। এই জন্য এস্থলে পুস্তক বিভাগেরই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রহ্মাণ্ডং পিণ্ডনাদশ্চ বিন্দুরক্ষরমেব চ। পঞ্চৈব পুস্তকান্যাহুঃ যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ড, নাদ, বিন্দু এবং অক্ষর যোগ-শাস্ত্রবিদ্গণ পুস্তকের এই পাঁচ ভেদ করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য সাধ্যবস্তু এবং বিদ্যার অন্যান্য বিভাগের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ একশত বিভাগ হইয়া যাইবে। এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দ্বারাই শতপ্রকার মনোবৃত্তি এবং শতপ্রকার ধর্ম্মাদি বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্বন্ধ কেবল বিদ্যার সহিত এবং স্থূলতঃ জ্ঞানরূপিণী বিদ্যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অক্ষরময় পুস্তকসমূহের সহিত; এ কারণ বিদ্যাকার্য্যে অক্ষরযুক্ত পুস্তকই প্রধান অবলম্বনীয়। যদ্যপি উক্ত শতবৃত্তি সকলই জীবহিতার্থ অবশ্যকরণীয় এবং উহাদের পূর্ণতায় জগতের পূর্ণোন্নতি হইয়া থাকে, তথাপি সকলের মধ্যে অক্ষরময় পুস্তকই পরমাবশ্যকীয়। কারণ অন্যান্য প্রকার পুস্তক স্থূলরূপে থাকিতে পারে না, পরন্তু অক্ষরনির্ম্মিত পুস্তকলিপিই স্থূলতরভাবে জীবকল্যাণ-বিধান করিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য প্রকার পুস্তক আধারলোপ হইলে শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হয়, পরন্তু স্থূলভাবাপন্ন অক্ষরময় পুস্তকসমূহই চিরস্থায়ী থাকে। পূর্ব্ববিচার দ্বারা যখন সিদ্ধ হইয়াছে যে, চতুর্বিধ সাধ্যবস্তুর মধ্যে বিদ্যাই সর্ব্বহিতকরী এবং পরমাবশ্যকীয় এবং ইহাও নিশ্চয় হইয়াছে যে, বিদ্যা-সংরক্ষণ-বিষয়ে স্থূলরূপে একমাত্র অক্ষরময় পুস্তকই আশ্রয়ভূত হইতে পারে আর যদ্যপি বিদ্যার অন্যান্য ভেদও আছে, পরন্তু মনুষ্যগণ উহাদের কোনটিকেই স্থূলরূপে ধারণ করিতে পারে না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, গুণ এবং প্রয়োজনবিচারে অক্ষরময় পুস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জীবকল্যাণবিধানবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় এই যে, অক্ষরময় পুস্তকসমূহ জীবকল্যাণ প্রদানের শ্রেষ্ঠতম উপায় হইলেও অধুনা আর্য্যসন্তান উহার উপকারিতাশক্তি বিস্মৃত হইয়াছে। যদ্যপি ইহা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষই আদি জ্ঞানভূমি, এবং পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের জ্ঞানগরিমা ভূমণ্ডলে পূর্ণতাযুক্ত ছিল এবং আর্য্য আচার্য্যগণ প্রণীত পুস্তকসমূহ দ্বারাই সমস্ত পৃথিবীতে জ্ঞানজ্যোতির বিস্তার হইয়াছে; এবং যদ্যপি ইহাও অভ্রান্ত অনুমান যে রত্নগর্ভা ভারতভূমি এই-রূপ গ্রন্থরত্নসমূহদ্বারা পূর্ণই রহিবে, তথাপি দীনহীন এবং নিরুৎসাহপূর্ণ ভারতসন্তানগণ একবারেই বিস্মৃত হইয়াছে যে, পুস্তকসমূহ উহাদের ঈদৃশ হিতকারী এবং তৎসংরক্ষণার্থ উহাদের কর্ত্তব্য

কি। অতএব হিন্দুসন্তান মাত্রের নিকট এই নিবেদন যে, উঁহারা যেন স্ব স্বরূপ ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয় এবং বিদ্যাপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুস্তকসমূহের সংরক্ষণবিষয়ে পূর্ণভাবে কটিবদ্ধ হয়, কারণ একমাত্র প্রাচীন-পুস্তক-সংরক্ষণ দ্বারাই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিমধিকমিতি।

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক

এক সত্যস্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম এই চরাচর নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আবহমান কাল নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি চারিযুগেই ধর্ম্মের সত্যপ্রমাণ সমস্ত বেদ দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়া সর্ব্বজীবকে পরম শুভময় ফল দান করিতে সর্ব্বদাই কল্পবৃক্ষরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী কল্পতরুরূপী সত্যসনাতন ধর্ম্মের প্রধান মূল চতুর্ব্বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সচ্চরিত্রতাই ইহার শাখা প্রশাখাদি, সাধুবৃন্দের সদাচার সদ্ব্যবহারই সত্যধর্ম্মস্বরূপ কল্পতরুর পল্লব পত্র পুষ্প সমূহ এবং ইহার ফল সেই আত্ম-প্রসাদ। সত্যসনাতনধর্ম্ম কল্পতরুর পরম সুধাময় ফলের নামই আত্ম-তুষ্টি বা আত্ম-প্রসাদ। যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবার নিমিত্ত কত শত শত মুনি, ঋষি, যোগী, মহাজন এবং মহাযোগিগণ গিরি-গহ্বরে, বিজনবনে, শ্মশানে, মশানে, কখন উদ্ধপদে, কখন হেট্ মস্তকে, ফলাশনে, জলাশনে, বাতাশনে, অনশনে থাকিয়া কোটি কল্পকাল কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াও কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, সেই এই সুদুর্লভ আত্ম-প্রসাদ একমাত্র সত্যসনাতন ধর্ম্ম পালন হইতেই করামলকবৎ প্রাপ্ত হইতে পারে। মানব মাত্রই স্ব স্ব বর্ণও আশ্রম ভেদে এই সনাতনধর্ম্মে অধিকারী হইয়া নিজ নিজ সদনুষ্ঠানের প্রভাবে যথাকথঞ্চিৎ আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে। কারণ—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন সকল জীবেরই আছে; কিন্তু মানবগণের এতদ্ব্যতীতও আর একটি বিশেষ আছে, যাহার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞান থাকিতে মানব মাত্রেরই উক্তরূপ সুদুর্লভ পরম আত্ম-প্রসাদ লাভ অবশ্যই হইতে পারে। এসম্বন্ধে আরও যদি কিছু প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মনু-প্রণীত মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনু স্মৃতিকেই এস্থলে প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু মানবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তর্ক বিতর্ক বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা মনু-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা যেরূপ হইবে, অন্যোন্য শাস্ত্র দ্বারা সেরূপ হইবে না। বিশেষতঃ মানব মাত্রই মনুকে একবাক্যে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥" ইতি মনুঃ—২।৯।

অর্থাৎ মানবগণ শ্রুতি, স্মৃতি-উপদিষ্ট ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহকালে কীর্ত্তি এবং পরকালে অনুত্তম স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা হইলে, মানবের ইহ এবং পর, উভয়

কালেরই সুখের কারণ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ব্যতীত সুখ হইতে পারে না। কেননা, বেদ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য কর্ম্ম করা হয়, পুণ্য কর্ম্ম হইতেই সুখভোগ অবশ্যম্ভাবী, ধর্ম্ম আচরণ অর্থে পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানকেই বুঝায়। ধর্ম্মের গতি স্বভাবতই উর্দ্ধগামিনী, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সত্বগুণ হইতে যে সাত্বিকী প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাও ধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বর্গফল পর্য্যন্ত দান করিতে পারে।

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥" ইতি মনুঃ—২।১০।

অর্থাৎ—শ্রুতিকে বেদ এবং স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া জানা যায়। কিন্তু সেই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিকূল তর্ক সমূহ দ্বারা সকল বিষয়ে মীমাংসার যোগ্য হয় না। (পরন্তু অনুকূল তর্ক দ্বারা সকল বিষয়েরই মীমাংসা শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পাওয়া যায়,) যেহেতু সেই শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। এই শ্রুতি স্মৃতির উপদেশ অবহেলাকারীকেও যেরূপ করা উচিত পরশ্লোকেই মনু তাহা বলিয়াছেন। যথা

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" ইতি মনুঃ—২।১১।

অর্থাৎ যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্রের বলে (যথা বেদবাক্য প্রমাণ নহে, যে হেতু উহা বাক্য, বিপ্রলম্ভক বাক্যের ন্যায়,) ধর্ম্মের মূল সেই শ্রুতিস্মৃতিকে অবমাননা করেন, তিনি সাধুগণ-কর্ত্তৃক দ্বিজাতির অধ্যয়নাদি কর্ম্ম হইতে নিঃসারিত হইবেন, যেহেতু বেদ নিন্দকই নাস্তিক। নাস্তিকের সংসর্গ হইতে যে অপকর্ম্মাদিজনিত পাপের প্রশ্রয় পায়, তাহাতে সকলেরই অনিষ্ট সাধন হইতে পারে।

অতএব বেশ উত্তমরূপে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত উপদেশসকল যথাবিধি পালন করিলেই ধর্ম্মরক্ষা হয়, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণও মনু যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ও শ্রুতিস্মৃতি আদি করিয়া ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ প্রমাণ নির্ণয় হইতে পারে, যথা—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥" ইতি মনুঃ—২।১২।

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং স্বীয় আত্মার তৃপ্তি, এই চারি প্রকার ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম লক্ষণ হইতেই জীবনের সার লক্ষ্য পরম সুখভোগ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মানবমাত্রেরই যখন সুখপ্রাপ্তি চরম লক্ষ্য এবং ধর্ম্মই সেই সুখপ্রাপ্তির প্রকৃত হেতু, তখন সকল মানবই যে স্বভাবতঃ শৈশব হইতে ধর্ম্ম-বিশ্বাসী বা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? তবে বর্ত্তমান এই জীবিকাসঙ্কট দিনে যে, প্রায় মানবই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া স্ব স্ব উদর-পরিপূর্ত্তির জন্য নানাবিধ অসৎকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইতেছে, ইহার কারণ, মানব ক্রমেই নানা দেশীয় নানারূপ শিক্ষায় নানাপ্রকারে শিক্ষিত হইয়া নানাদেশীয় ভোগবিলাসে মুগ্ধ হইয়া যথেচ্ছাচার নিবন্ধন মাত্র প্রবৃত্তিপরিচালন দ্বারা নিয়ত স্বার্থ অর্জ্জনেই সমস্ত কার্য্য করিতেছে। নিজের শিক্ষা, নিজের দীক্ষা, নিজের আচার, নিজের ব্যবহার সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবল

অকর্ত্তব্য কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া অধর্ম্মাচারণই করিতেছে। স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া কেহ কখনই দুঃখী হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, চোর যে চুরি করিয়া থাকে, তাহা চোরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, চোরও তাহা হইলে সুখী হউক, চোরের চুরি করায় পাপ না হউক্। ইহার উত্তরে—অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি না, কেন না, চুরি করা অন্যায় অনিষ্টকর কর্ম্ম, ইহা সকলেই জানে, চুরি করা কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে না, যদি চুরি করা কর্ত্তব্য হয়, তবে চুরি করা অপরাধ বলিয়া তাহার বিচার হয় কেন? চোরেরই বা দণ্ডবিধান হয় কেন? এই নিমিত্ত যে কর্ম্মে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, সেই কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সেই সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যেরূপ বিধানদ্বারা ভবিষ্যতে শুভ ফল ঘটিতে পারে, সেই সেই বিধান সকলই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুচারুরূপে কথিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হওয়া বিশেষ কিছু কঠিন নহে। মানবমাত্রেরই পরমপিতা পরমেশ্বর-প্রদত্ত যে বিবেক অর্থাৎ ভাল মন্দ জ্ঞান চিরসহচর স্বরূপ স্ব স্ব স্বভাবের মূলে সর্ব্বদা বুদ্ধিসহযোগে প্রতি কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণেই অন্তঃকরণমধ্যে উদয় হয়, সেই ঐশ্বরিকী বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রতি মানবই প্রতিকার্য্যে স্বীয় কর্ত্তব্য কিংবা অকর্ত্তব্য বিশেষরূপে স্থির করিতে পারে। এইরূপে কর্ত্তব্য স্থির হইলে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্তি আর অকর্ত্তব্য স্থির হইলে অধর্ম্ম পরিত্যাগে নিবৃত্তি আপনিই মানবগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ত্তব্যবুদ্ধিবলে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যতই বলবতী হইতে থাকিবে, ততই সদাচর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া যাইবে। পূর্ব্বেই যদি নির্ণীত হইল যে, "এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আমি সুখী হইব এবং এই কর্ম্ম করিতে আমি সমর্থ", তাহা হইলে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইবে। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক-গণ বলিয়া থাকেন যে,

"সুখন্তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখংস্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥ ১৪৫॥
নিত্যঃখত্বে সুখেচ্ছা তজ্জ্ঞানাদেব জায়তে।
ইচ্ছাতু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি॥ ১৪৬॥
চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারেচ্ছাচ যা ভবেৎ।
তদ্ধেতুঃ কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্ব মতির্ভবেৎ॥" ১৪৭॥ (ইতি ভাষা পরিচ্ছেদঃ)

অর্থাৎ সুখ জগতেরই কাম্য, ধর্ম্মদ্বারা সুখ জন্মে, অধর্ম্ম কেহই চায় না, যে হেতু অধর্ম্ম হইতে সকলেরই দুঃখ জন্মে। অতএব সুখ সকলেরই প্রার্থনীয় আর দুঃখ সকলেরই দ্বেষ্য বা বর্জ্জনীয়। অতঃপর বলিতেছেন যে, ইচ্ছা দুই প্রকার, ফলবিষয়িণী আর উপায়বিষয়িণী। ফল কিন্তু সুখ এবং দুঃখের অভাব। এস্থলে ফলেচ্ছার প্রতি উক্ত ফল জ্ঞানই কারণ, এই জন্যই পুরুষার্থের সম্ভব হইতেছে। আর উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতা জ্ঞানই কারণ, যে কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখ লাভ হয়, তাহাই উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম করিতে যে ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছা কর্ত্তার প্রযত্ন-সাধ্য ক্রিয়াবিষয়িণী হইয়া চিকীর্ষা নাম ধারণ করে; কিন্তু এই চিকীর্ষার প্রতিও কৃতিসাধ্যত্ব এবং ইষ্ট সাধনতা উভয় জ্ঞানই কারণ হইয়া

থাকে। এই ধর্ম্ম কর্ম্মে সুখ হয় এবং এই ধর্ম্ম কর্ম্ম আমি করিতে সমর্থ, এই দুই প্রকার জ্ঞান হইলেই ধর্ম্ম কর্ম্মে চিকীর্ষা বা করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, তাহা হইলে দার্শনিকগণের সেই প্রমাণ সূত্রটীও এক বার আবৃত্তি করিতে হয়, যথা—

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতি র্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥"

আত্ম-জন্য ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি বা প্রযত্ন হয়, প্রযত্ন হইতে চেষ্টা হয় এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল শ্রবণ করিলে হইবে না, মনন করা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছে, ধর্ম্ম হইতে সুখভোগ অবশ্যই হইবে এবং ধর্ম্ম পালন করিতে মানব মাত্রই সমর্থ, সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মই জীবনের চির-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রবৃত্তিকে বলবতী করিতে হইবে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে ধর্ম্ম পালনে শক্তি জন্মিবে। কেহ কেহ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে বলবতী করিবার জন্য কামনার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং নানাবিধ মাংস মদ্যাদিসেবনে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যিক ধর্ম্ম-বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ধর্ম্মের ভান করিয়া সাধারণকে নানাবিধ কল্পিত বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া থাকেন। অবশ্য হইতে পারে যে, একেবারে অধর্ম্ম করা অপেক্ষা ধর্ম্মের ভান করাও কথঞ্চিৎ ভাল। তাহা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের ভান করিয়া সাধারণকে প্রতারণা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করা ভাল নহে। ধর্ম্মের ভান করিলে যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহাতে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যদি ধর্ম্মের ভানে কাহারও অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা ভাল নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্মেও যদি কাহারও কোনরূপ অনিষ্টসাধন হয়, তাহা হইতেও পাপের অবশ্যম্ভাবিতা আছে। নিজে ধর্ম্মপালন বিন্দুমাত্রও করিব না, কেবল পরকে ধর্ম্মপালন করিতে উপদেশ দিব, আজকাল এইরূপ ধর্ম্ম-উপদেশক প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নিজের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যথার্থভাবে উল্লিখিত প্রকারে যাহার একবারও না উদয় হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মের কথা পরকে বুঝান দূরে থাক্, নিজে মনেও একটিবার স্মরণ করিতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংসারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একরূপ মহাযুদ্ধ প্রতিমুহূর্ত্তেই ঘোরতরভাবে চলিতেছে। ভারতে যে কুরুক্ষেত্র মহাসমর হইয়াছিল, আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-সমরও ঠিক্ সেইরূপ; বরঞ্চ সময়ে সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপেক্ষাও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির যুদ্ধ ভয়ানক বলিয়া জ্ঞান হয়। এই প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমহাযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই মানব প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া ইহলোকে কীর্ত্তিসুখসম্ভোগাদি ভোগপূর্ব্বক পরলোকে স্বর্গাদি পরম সুখ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। নতুবা কেবল কতকগুলি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা অজ্ঞান অবিবেকের সংসর্গে পতিত হইয়া হঠাৎ বৈরাগ্যের চূড়ামণি সাজিয়া নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে কোন ধর্ম্মই রক্ষা হয় না। হঠাৎ বৈরাগীদিগের বৈরাগ্য স্থির হইলে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবিতা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন না করিয়া একেবারে রাতারাতি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে পতনেরও সম্ভাবিতা আছে। শৈশব হইতে সৎসঙ্গে থাকিয়া সদাচার সদ্ব্যবহার পরায়ণ হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে ধর্ম্মপালনপূর্ব্বক বেদবিধির অনুমতি অনুসারে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম সমুদয় যথাবিধি এবং যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট

হইতে তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়, তখন তত্বজ্ঞানবলে যাদৃশ বিবেক বৈরাগ্যের অবস্থা অনুভব হইবে, তাহার স্থায়িত্বও অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা হইতে অভীষ্টসিদ্ধির পথও অতীব সহজ, ইহা বুঝা উচিত। কেহ কেহ আবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নিজের ইচ্ছাক্রমে কার্য্যবিশেষে স্বার্থ-নিবন্ধন সংযোগ বিয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে,—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ধর্ম্ম জানি, প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি, নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যে প্রকার নিয়োগ করিতেছ, আমি সেই প্রকারে নিযুক্ত হইয়া তাহাই করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা নিজে এইরূপ ঈশ্বর-নির্ভরতা অবলম্বন করিয়া কতক্ষণ থাকিতে পারেন, তাহা বলিতে পারিনা। সে যাহা হউক, উক্ত শ্লোকটি আজকাল ভারতবাসী প্রতিজনের মুখেই প্রায় শুনা যায়। শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে বা উহার অর্থ করিলেও কিছুই ফলোদয় হইতে পারেনা। উক্ত শ্লোকটী ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকটেই শোভাপায়, যে ধার্ম্মিক সংসারের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে প্রাণ মনঃ সমর্পণ করিতে পারিয়াছে এবং যে ধার্ম্মিক ক্ষুধায় কাতর হয় না, শোকে মুগ্ধ হয় না, রোগে দুঃখিত হয় না, সুখে উৎফুল্ল হয় না এবং দুঃখে বিষণ্ণ হয় না, সেই ধার্ম্মিকই বলিতে পারে যে, ভগবন্! তুমি আমাকে যাহা করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি, কর্ত্তা তুমিই একমাত্র আমার হৃদয়ে অন্তর্য্যামী বিরাজ করিতেছ। আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াও কোন প্রকার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হইতেছিনা, কারণ তুমি স্বয়ংই ধর্ম্মময় পরমাত্মা জগৎপিতা জগদীশ্বর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, কর্ত্তৃত্ব তোমারই, তুমি আমাকে যখন যে ভাবে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি, এইরূপ ঈশ্বর নির্ভরতা তাদৃশ ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্যের নিকট স্বপ্নেও কখন হইতে পারে না। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি অনেকেরই দেখাযায়, কিন্তু তদনু-সারে ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়াই তাদৃশ অত্যুত্তম আত্ম-প্রসাদ লাভ হয় না। আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে হইলে মাত্র ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলে কি হইবে? বেদবিধির অনুমত হইয়া সৎকর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে।

"বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥" ইতি মনুঃ—৪।১৪।

বেদোক্ত স্বাশ্রমোচিত কর্ম্ম অনলস হইয়া করিবে। যে হেতু বেদোক্ত কর্ম্ম যথাশক্তি করিতে করিতে পরমাগতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদোক্ত কর্ম্ম বলিতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মও বুঝিতে হয়। শ্রুতির অনুমোদিতই স্মৃতি শাস্ত্র। শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত কর্ম্ম পালন করিলে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানও হয়। নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠান হইতে পাপক্ষয় হয়। নিষ্পাপ অন্তঃকরণ হইলে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সেই প্রকার "মোক্ষধর্ম্মেও" উক্ত হইয়াছে।

যথা…

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তত্রাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥"

অর্থাৎ পুরুষদিগের পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন দর্পণতলবৎ নিষ্পাপ নির্ম্মল অন্তঃকরণে আত্মাকে দর্শন করা যায়। এক সত্যসনাতনধর্ম্ম পালন হইতে আত্ম-দর্শন পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এই নিমিত্তই সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ উপনয়নের পর হইতেই যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক বেদাভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিক শৈশব হইতে বিধিপূর্ব্বক বেদাভ্যাস হইলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কখনও হানি হইতে পারে না। যদিও মানবের সাধারণ প্রবৃত্তিই ধর্ম্মমুখী, তথাপি বেদাভ্যাস নিবন্ধন সেই ধর্ম্মমুখী প্রবৃত্তি যাহাতে চিরস্থায়িনী হইয়া পরম মঙ্গলের সহায় হয়, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং উপনয়নের পর হইতেই গুরু সন্নিধানে থাকিয়া যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত অভ্যাস করা দ্বিজ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন যে,—

"বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তংহ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥" ইতি মনুঃ—৪।১৪৭।

দ্বিজগণ উপনয়নের পর হইতে অনলস হইয়া নিত্যই বেদাভ্যাস করিবে। যেহেতু বেদই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, ইহা মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন। বেদ ভিন্ন ধর্ম্ম উপধর্ম্ম বা অপ-কৃষ্টধর্ম্ম। এমন কি বেদাভ্যাসাদি দ্বারা জাতিস্মরত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈবচ।
অদ্রোহেণচ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীং॥" ইতি মনুঃ—৪।১৪৮।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সতত বেদাভ্যাস, অন্তর্বাহ্য-শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা, এই সকল দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের জাতিকে স্মরণ করিতে পারেন। আর অধিক কি বলিব? অখিল বেদই ধর্ম্মের মূল, সমস্ত মহর্ষি একত্র হইয়া যখন ধর্ম্মবক্তা মনুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ও তত্তদ্বর্ণের সঙ্কীর্ণ জাতির এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমোচিত ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা মনু ধর্ম্মের মূল বেদ ও স্মৃতিকেই প্রমাণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। সমগ্র বেদে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং উপাসনা নামে যে তিনটি ভাগ আছে, তাহার মূলও একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। এইজন্যই ভগবান্ মনু প্রথমেই পরমোৎকৃষ্ট আত্ম-জ্ঞানরূপ ধর্ম্মজ্ঞানের নিমিত্ত বেদপ্রতিপাদ্য নিখিল জগতের কারণ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের নিম্নলিখিত রূপ সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত॥" ইতি মনুঃ—২।১।

অর্থাৎ হে মহর্ষিগণ! রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য বেদবিদ্ ধার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহ হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞাত যে ধর্ম্ম, তাহা জান!

ভবিষ্যপুরাণেও ধর্ম্মলক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃসমুদ্দিষ্টঃ শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণং।
স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ॥
অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গো মোক্ষশ্চ জায়তে।
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ॥" (ইতি ভবিষ্যপুরাণং)

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ সাধনকেই ধর্ম্ম বলে, অভ্যুদয়-লক্ষণের নাম শ্রেয়ঃ। সেই বেদমূল সনাতন ধর্ম্ম পঞ্চবিধ, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম এবং নিমিত্তধর্ম্ম, এই বেদমূলক সত্যসনাতন পঞ্চবিধ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে স্বর্গ এবং মোক্ষ জন্মিয়া থাকে। আর হে খগাধিপ! ইহলোকেও উক্ত ধর্ম্মবলে অতুল সুখৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মলক্ষণের নিম্নোক্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা—

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"। (ইতি পূর্ব্বমীমাংসা।)

অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং মোক্ষরূপ বিধিবাক্য প্রেরণার্থই ধর্ম্ম, সুতরাং অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধনকেই ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ এবং মোক্ষ উভয়ই লাভ হইতে পারে। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ দ্বারাও ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয়—ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা বা করণ। অর্থাৎ এই চরাচর নিখিল বিশ্ব যে ধারণ করে বা যাহা দ্বারা ধৃত হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম কহা যায়। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স সাধনের নাম যে ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ—যেমন বেদবিধিমতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার পূজার্হ অগ্নিদেব, অগ্নিদেব উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতিদানে আদিত্যদেব তুষ্ট হইলেই পৃথিবীর মঙ্গল সম্ভাবনা। কেননা সূর্য্য জগৎ-সবিতা, পরন্তু সূর্য্য হইতে মেঘ সঞ্চয় হইলে তাহা হইতে কালে সুবৃষ্টি হইলে শস্য উৎপন্ন ভাগরূপ হয়। এসম্বন্ধে বহুশাস্ত্রে বহুপ্রমাণই লক্ষিত হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, "পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ"। পর্য্যন্য অর্থে মেঘ। সেইরূপ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ সাধন ধর্ম্ম হইতে পরোক্ষভাবে অভ্যুদয় বা স্বর্গাদি সুখভোগও হইয়া থাকে। সনাতনধর্ম্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হইতে পারে। বিস্তারভয়ে সে সকল যুক্তি বা প্রমাণ অধিক সংগ্রহ করা হইল না। ফলকথা, একমাত্র সত্যসনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক বোধ করিলে, যে যথার্থই ধার্ম্মিক এবং শাস্ত্রে যাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া স্থির করিয়াছে, আর দশজনে একবাক্যে যাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া অদ্যাপি মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ কোন ধার্ম্মিক চরিত্রের কিয়দংশ সমালোচনা করিলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। কেহ মনে করিবেন না যে, উক্তরূপ বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সাধারণের পক্ষে পালন করা অসম্ভব। মানবের পক্ষে ধর্ম্মপালন কখনই অসম্ভব হইতে পারেনা। ধর্ম্মপালন মানবেই করিয়া থাকে, পশ্বাদি ইতর জন্তু ধর্ম্মের কোন তত্ত্বই রাখিতে সমর্থ নহে। যে মানব, সেই ধার্ম্মিক, যে মানব নহে, সে ধার্ম্মিকও নহে। যাহার ধর্ম্ম নাই, তাহাকে পশু বলিলে দোষ কি? বেদ অনন্ত স্বীকার করি! বেদের অর্থও অনন্ত স্বীকার করি! বেদানুসারিণী স্মৃতি ও প্রচার বহুল স্বীকার করি! ধর্ম্ম কর্ম্মও অনন্ত স্বীকার করি! কিন্তু যাহা ধর্ম্ম, তাহাতে সকলই বুঝিতে পারি!

যাহা করিলে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না, ইহা কে না জানে? নিজের

ভাল মন্দ যখন বুঝিতে পারি, তখন পরের ভালমন্দ বুঝাইতে বোধ হয় কাহারও আবশ্যক হয় না। ভাল মন্দ জ্ঞান সকলেরই যখন আজন্ম চিরসঙ্গ হইয়া রহিয়াছে, তখন সেই মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল কর্ম্ম করিলেই ধর্ম্মরক্ষা না হইবে কেন? যে প্রমাণে, যে যুক্তিতে কিংবা যে কোন প্রকারেই হউক্, ভাল ভিন্ন মন্দ কর্ম্ম কখনও করিব না, এইরূপ ধারণা যদি পূর্ব্বাপর বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে কখনই অধর্ম্মে মন যাইতেই পারে না। যদিও মন্দ পাপী অধার্ম্মিকের সংসর্গ হইতে কখনও কোনরূপ মন্দপাপ অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভব হয়। তথাপি ভাল প্রবৃত্তি দ্বারা একবারে না হয় দুই বারে, দুইবারে না হয় তিনবারে, সেই অধর্ম্ম পাপ প্রবৃত্তিকে অবশ্যই নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, বার বার চেষ্টা স্বত্বেও যাহার সংসর্গজনিত অধর্ম্ম প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না, পরিশেষে তাহাকে অবশ্যই মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জন্যই অধার্ম্মিকের সংসর্গ একেবারেই পরিহার্য্য। ধার্ম্মিক লোকের সংসর্গ হইতেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে, ধার্ম্মিক ধর্ম্মদ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বলিয়া তাঁহাকে অধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্পর্শও করিতে পারে না। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই রক্ষা করিয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকান্" অর্থাৎ ধর্ম্ম ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি বলা যায় যে, ধার্ম্মিকের আবার বিপদ আপদ বা দুঃখ কি হইতে পারে যে, তাহা হইতে ধর্ম্ম ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিবে? সত্য বটে, ধার্ম্মিকের কোন বিপদ আপদ বা দুঃখের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে ইহ জন্মে ধার্ম্মিক হইয়াও যদি কোনরূপ অনিবার্য্য কর্ম্মের ভোগ হেতু কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগও অনিবার্য্য, ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হয় না, তথাপি সত্য সনাতন ধর্ম্মপ্রভাবে সেই ভোগ অবসানেই পরম সুখভোগ ধার্ম্মিকের ভাগ্যে উপস্থিত হইতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অধার্ম্মিকের ভাগ্যে যে পর পর কেবলই দুঃখ দুর্ভোগ ঘটিতে থাকে। বিশ্বাস না হয়, বর্ত্তমান হিন্দু সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, একমাত্র সত্যসনাতন ধর্ম্মত্যাগ করিয়াই হিন্দুগণ বর্ত্তমানে কিরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখ দুর্দ্দশার ভীষণ তাড়নায় জর্জ্জরীভূত হইতেছেন। ধর্ম্মহীন হইয়াইতো এখনকার হিন্দুসকল বেদ-বিধি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্মবিহীন, সদাচারভ্রষ্ট, ধন, বল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য হারা হইয়া দু বেলা দুটী অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে শ্ব-বৃত্তি প্রসার করিতেছেন। তথাপি এখনও আশা আছে যে, আবার হিন্দুগণ পূর্ব্ববৎ ধার্ম্মিক হইবেন, পূর্ব্বের ন্যায় বেদবিধির অনুমত হইয়া সৎকর্ম্ম সদাচারাদি রক্ষা করিবেন, পুনর্ব্বার ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া হিন্দুগণ ভারতের চিরগৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ করিবেন। কারণ উত্থান পতন লইয়াই চিরকাল উন্নতি অবনতির পরিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে। দ্বাপরের শেষে এই কলিযুগের প্রথমে হিন্দুগণ সর্ব্বতোভাবেই সমুন্নত হইয়াছিলেন, সেই উন্নতির চরম হইতে যখন এই বর্ত্তমান অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই বর্ত্তমান অবনতির চরম হইতেই আবার হিন্দুগণের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর অবনতির চরম হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সেই সত্য সনাতন ধর্ম্মের সুবায়ু পুনরায় ভারতের দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর

ভয় নাই! "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।" সত্য সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে কোন প্রকার আশঙ্কা, কোনরূপ দুঃখদুর্দ্দৈব এবং দুর্দ্দশা দুর্ভোগাদি হইতেই পারে না। তাই একবার সর্ব্বসাধারণেরই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে যে, নিজ নিজকে আদর্শ না করিয়া যিনি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ এবং মহাজন তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া সত্যসনাতনধর্ম্মের উদ্‌যাপনে প্রাণমনঃ সমর্পণপূর্ব্বক আত্মোন্নতিরূপ অত্যুচ্চ হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণের প্রথম সোপান "সত্যব্রত" অবলম্বন করিতে হইবে। আর সর্ব্বদাই সকলের চিরস্মৃতিপটে সেই অভূতপূর্ব্ব মহাত্মা ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অলৌকিক ধর্ম্ম চরিত্র অঙ্কিত রাখিয়া প্রতি কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র প্রাণ, ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র চির অবলম্বন, সেই ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মাত্মজ ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের কথা ভারতের কে না অবগত আছে? কেনা জানে যে, একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কত শত অত্যাচার অবিচারাদি বিপক্ষ-দণ্ড অকুণ্ঠিত মনে সহ্য করিয়াছিলেন? ধর্ম্মাত্মা ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির কেবল একমাত্র সত্যসনাতন ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া, প্রবল অধর্ম্ম পক্ষকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধর্ম্ম পক্ষ কৌরবগণ পাণ্ডববিজয়মানসে কি কি পাপকর্ম্ম না আচরণ করিয়াছিল, দ্যূতক্রীড়া ছল করিয়া যে ভয়ঙ্কর মিথ্যাচাররূপ পাপের অভিনয়ে সভামধ্যে একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির একমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তাহাও সহ্য করিয়াছিলেন। আর জতুগৃহদাহ, গো-হরণ, অভিমন্যু বিনাশাদির কথা এখনও স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে! যখন পঞ্চপাণ্ডব প্রবল কৌরবগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নিবিড় নির্জ্জন কাম্যবনে বাস করিয়াছিলেন, তখন একদা যুধিষ্ঠির জল পিপাসায় কাতর হইয়া ভীমসেনকে পিপাসার জল আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ জল অন্বেষণে গমন পূর্ব্বক বহুস্থানে যাইয়াও জলপ্রাপ্ত হইলেন না, অবশেষে অরণ্যের প্রান্তে একটি সরোবর দেখিয়া তথায় জল আনয়নে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সরোবরের তীরে একটি বকপক্ষী উপবিষ্ট ছিল, যেমন ভীমসেন জলগ্রহণে ব্যগ্রহস্ত হইলেন; অমনি সেই বকপক্ষী কহিল, "তুমি যেই হও, আমার এই চারিটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়া জল গ্রহণ কর!"

"কাচ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥" (ইতি মহাভারতং।)

ভীমসেন বকপক্ষীর সেই প্রশ্নোত্তর না দিয়া যেমন জলগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মৃতবৎ সেই সরোবরসলিলে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রমেই পিপাসার্ত্ত হইতে লাগিলেন এবং ভীমসেনের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অর্জ্জুনকে জল আনয়নে প্রেরিত করিলেন। ধনঞ্জয় অর্জ্জুনও অনেকস্থানে জলের অনুসন্ধানপূর্ব্বক শেষে সেই সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যেমন সরোবর হইতে জলগ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন, অমনি সেই বকপক্ষী কহিল, "তুমি যেই হও, আমার এই প্রশ্ন চারিটির যথার্থ উত্তর দিয়া জল গ্রহণ কর!"

"কাচবার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥"

বীরাগ্রণী অর্জ্জুন বকপক্ষীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া যেমন জলগ্রহণে যত্নপর হইলেন, অমনি ভীমসেনের ন্যায় মৃতবৎ সেই সরসী-নীরে ভাসমান হইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির ভীম এবং অর্জ্জুনের আগমনে বিলম্ব জানিয়া নকুল সহদেবকেও জল আনয়নে প্রেরিত করিলেন। শ্রীমান্ নকুল এবং সহদেবও ভীমার্জ্জুনের মত মৃতবৎ হইয়া সেই সংরাবরের জলে ভাসিতে লাগিলেন। পরিশেষে পাণ্ডব সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীও জলানয়নে গমন করিয়া ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া সেই সরোবরের জলে ভাসমানা হইয়াছিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অনন্যো-পায় হইয়া তখন নিজেই ভ্রাতৃবর্গের ও দ্রৌপদীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। ভ্রাতৃগণের এবং দ্রৌপদীর বিলম্ব দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের জল পিপাসা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ হ্রাসই প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অনেক স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই তীরস্থ বকপক্ষী যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কহিল, "তুমি যেই হও, আমার কৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের যথাযথ উত্তর দান করিয়া জল গ্রহণ কর! নচেৎ তোমাকেও ইহাদের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমার প্রশ্ন চারিটি কি? বক কহিল—

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাং শ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

অর্থ—সংসারের সংবাদ কি? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য কি? পথ কাহাকে বলে এবং জগতে সুখী কে? আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর কহিয়া জল পান কর। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিলেন, যথা—

"মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"
(ইতি মহাভারতং।)

অর্থ—মাস ঋতু রূপ হাতা পরিবর্ত্তন দ্বারা সূর্য্যরূপ বহ্নি দ্বারা, দিনরাত্রিরূপ কাষ্ঠদ্বারা এই মহামোহময় সংসাররূপকটাহে কাল ভূতগণকে পাক করিতেছে—এই সংবাদ। অর্থাৎ সকলই কালবশে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং সংসারের কিছুই চির-স্থায়ী নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কহিলেন, যথা—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥" (ইতি মহাভারতং।)

অর্থ—দিন দিন প্রতিদিনই মানুষ সকল যমালয়ে গমন করিতেছে, অর্থাৎ সকলেই মরিতেছে, কিন্তু শেষ যাহারা থাকে, তাহারা "মরিবে না" ইহাই স্থির করিয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? সংসারের কিছুই নিত্য নহে, সকলই একবার মরিতেছে এবং একবার জন্মিতেছে, ইহা দেখিয়া ও জানিয়াও যাহারা মনে করে, "আমরা মরিব না", ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যথা—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
(ইতি মহাভারতম্।)

অর্থ—ভেদ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন এবং এমন মুনি নাই যে, তাঁহার মত ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য গুহাতে বুদ্ধিতে বা হৃদয়ে নিহিত আছে। অতএব ভেদজ্ঞানবিহীন মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেইই পথ। অভিন্ন জ্ঞানে সমস্ত বেদ ও সমস্ত স্মৃতি এবং সকল বেদস্মৃতিবিদ্ মুনিগণ সকলই এক তত্ত্বার্থ-দর্শী। ধর্ম্মের তত্ত্ব এক এবং সত্য সনাতন, ধর্ম্মতত্ত্বে কোনরূপ ভেদ জ্ঞান বা কোনপ্রকার বিরোধই অবকাশ পাইতে পারে না। অনন্তর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই বকপক্ষীকে কহিলেন যে,—

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥" (ইতি মহাভারতং।)

অর্থাৎ হে বারিচর বক! ঋণহীন এবং প্রবাসবর্জ্জিত হইয়া দিবার অষ্টম ভাগে বা শেষে যে ব্যক্তি মাত্র শাকান্ন দ্বারাও দিন অতিবাহিত করে, এই জগতে সেই সুখী। এই নশ্বর সংসারে সকলই অসার, সার কেবল একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। তখন বকপক্ষী কল্পিত বেশ ত্যাগ করিয়া নিজের ধর্ম্ম বেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, ধন্য! যুধিষ্ঠির! এই সংসারে তুমিই বাস্তবিক ধার্ম্মিক, আজ তুমি আমার নিকট যে সত্যধর্ম্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ইহার ফলে আমি তোমার দ্রৌপদীকে জীবিতা করিলাম, আর তোমার এই মৃত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যে দুই জনকে জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতঃ ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার শ্রীচরণপদ্মে কোটি কোটি প্রণিপাত করি। আপনি যথার্থই যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-দ্বয় নকুল সহদেবকে সজীব করুন! তৎশ্রবণে ধর্ম্মরাজ যম যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি তোমার বীরাগ্রণী পরমযোদ্ধা বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ এতাদৃশ শ্রীমান্ ভীমার্জ্জুন ভ্রাতৃ-দ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া নকুল সহদেবের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন? তদুত্তরে ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠির বলিলেন, সত্য বটে ভীমার্জ্জুন সদৃশ ভ্রাতা আমার আর নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি একাকী জীবিত থাকিলেই আমাদের মাতামহকুলের জলপিণ্ড লোপপ্রাপ্ত হইবে না। পরন্তু নকুল সহদেবের মাতামহকুলের জলপিণ্ড লুপ্ত হইতে পারে, এই জন্যই নকুলসহদেবের জীবন প্রার্থনাই আমার জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষা। তখন ধর্ম্মরূপী যম ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এতাদৃশ আত্ম-ত্যাগ দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে যথাভীষ্ট বরদান পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র সত্যসনাতন ধর্ম্ম যাঁহার চির জীবনের চির অবলম্বন স্বরূপ হয়, সেই ধর্ম্মাত্মা

ধার্ম্মিকের ভূত এবং বর্ত্তমান যতই দুঃখের হউক না কেন? ভবিষ্যতে যে তাঁহার চির-ভোগ-মহাসাধন সত্যধর্ম্মই পরমোপায়, এসম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম-দাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

ধর্ম্মই স্বাবলম্বন।

সত্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত হিন্দুর স্বাবলম্বন আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। হিন্দু বলিতে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং এই চতুর্ব্বর্ণের শঙ্কর জাতি মাত্রকেই বুঝায়। সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধান ব্যবস্থাদি এবং বেদবিদ্ ঋষি মুনি ব্রাহ্মণগণের সদাচার সদ্ব্যবহার প্রভৃতিকেই বুঝিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে ভোজনান্তে শয়ন পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৈধকর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া হিন্দু সন্তানগণের অবলম্বনীয়, তৎসমস্তই বেদ বিধির অনুমোদিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানান্তর্গত বলিয়া জানা যায়। প্রতি হিন্দুরই প্রাত্যহিক নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান নিতান্ত কর্ত্তব্য। দৈনিক আহার যেমন সকলেরই কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্ম পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তারপর নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও কৃতকর্ম্মে কোনরূপ পাপ থাকিলে, তাহার ধ্বংস হয় এবং শরীর সবল ও চিত্ত নির্ম্মল হয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম পুত্রাদি কামমূলক পুত্রেষ্টিযাগাদি। পাপক্ষয় মাত্রের সাধন কর্ম্মই প্রায়শ্চিত্ত। অনন্তবাসনাবাসিত অন্তঃকরণের স্বভাবতঃ অজ্ঞানতানিবন্ধন নানাবিধ অবৈধ কর্ম্ম দ্বারা বুদ্ধিতে ময়লা উৎপন্ন হওয়ায়, সেই সমল বুদ্ধিকে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখিবার জন্যই নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিতান্ত আবশ্যক। বেদবিধির অনুমোদিত শাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদবিধির বহির্ভূত শাস্ত্র কখনই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারেনা। বেদ অনন্ত অসীম হইলেও প্রধানতঃ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং উপাসনা ভেদে সমগ্র বেদ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতি ভাগের বিধি, মন্ত্র, নামধেয় বা নাম, নিষেধ এবং অর্থবাদ (ফলশ্রুতি কিংবা প্রশংসাবাদ) এই পঞ্চ স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। সমগ্র বেদের যে ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রভাগ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা উত্তমরূপে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাগ বিচার বিভাগ এবং মন্ত্রভাগ শাসন বিভাগ। অবশ্য আত্মতত্ত্ব মূলক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই সমান শক্তি সম্পন্ন কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাগের দ্বারা যেরূপ ধর্ম্মবিচার সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, মন্ত্রভাগের দ্বারাও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মশাসন হইতে পারে। এইজন্যই অতি প্রাচীনকালে বর্ত্তমানকালের মত সভাসমিতি করিয়া সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার প্রয়োজন হইত না, কারণ তখন সকলই একরূপ বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং সকলেরই জীবিকা নির্ব্বাহ বৈদিকীশিক্ষার প্রভাবে একমাত্র বেদমূলক সত্যসনাতন ধর্ম্ম হইতেই প্রচুর পরিমাণে সংসাধিত হইত। বাস্তবিক বুঝিতে হইলে বা সিদ্ধান্ত করিতে হইলে সত্য-সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে সংসারে কোনরূপ অভাব অভিযোগের তাড়নাই ভোগ করিতে

হয় না। হইতে পারে—অনিবার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য ইহজন্মে বা এই শরীরে যাহা অবশ্য ভোক্তব্য, তাহা নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী।

"অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈ র্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥" (ইতি পঞ্চদশী)

অর্থাৎ যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার যদি প্রতীকার হয়, তবে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী মহারাজাধিরাজ নিষধাধিপতি নল, অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এবং হস্তিনাধিপতি যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সত্যসনাতন ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াও তাদৃশ দুঃখ দুর্ভোগাদি ভোগ করিতেন না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ ব্যতীত শেষ হয় না, কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে সেই অনিবার্য্য প্রারব্ধও শীঘ্র শীঘ্র ভোগ শেষ প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। নল, রাম এবং যুধিষ্ঠিরাদি সত্যসনাতন ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই এই জন্মে এবং এই শরীরেই প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের ফল শেষ করিয়া এই জন্মে এবং এই শরীরেই পুনরায় পরম সুখে সুখী হইয়া ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। একমাত্র ধর্ম্মবলেই তাঁহারা দুর্দ্দম অজ্ঞাত শত্রুপক্ষীয় প্রবল বিপক্ষ দলকে সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের যাবতীয় অশান্তি দুঃখ দূর করিয়া পুনর্ব্বার সুখশান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সত্যসনাতনধর্ম্ম যাহার একবার মাত্রও আশ্রয় বলিয়া জীবনের অবলম্বনীয় হয়, তাহার জীবনে সুখশান্তি সৌভাগ্য ভোগ নিশ্চয়ই হইবে, ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। যে হিন্দু সন্তান, সে কখনই হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা বিশ্বাস হয়, কিন্তু যে হিন্দু সন্তান সে কখনই যে অধর্ম্মকে স্বাবলম্বন বা জীবিকা করিতে পারে না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? আজ কাল ভারতে যে এত অভাব অভি-যোগ, ইহার কারণই একমাত্র হিন্দুর অধর্ম্ম স্বাবলম্বন। হিন্দু যদি বাস্তবিকই ধর্ম্মকে স্বাবলম্বন স্থির রাখিতে পারিত, তাহা হইলে বর্ত্তমানে এতদূর দুঃখ দুর্ভোগ, জীবিকা সঙ্কট এবং অভাব অভিযোগ হিন্দুকে ভোগ করিতে হইত না। যে দিন হইতে হিন্দুগণ স্বাব-লম্বন স্বরূপ সত্যসনাতন ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মকে স্বাবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সেই দিন হইতেই হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দুধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সৎকর্ম্ম, সদ্‌বিধি এবং সদ্‌ব্যবস্থা লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতিরও অধঃপাতের সূত্রপাত হইয়াছে। এই যে, বর্ত্তমানে এত সমাজ-বিপ্লব, এত স্বেচ্ছা-চারিতা এবং এত অধর্ম্মাচরণ প্রতি কর্ম্মে লক্ষিত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ হিন্দুর জাতীয় স্বাবলম্বন পরিহার এবং বিজাতীয় স্বাবলম্বন গ্রহণ। এখন দেখা উচিত যে, হিন্দুগণ কেন এরূপ সুখশান্তিপূর্ণ স্বাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুখ শান্তিতো জগদ্বাসী সকলেরই প্রার্থনীয়। আত্ম-সুখ ত্যাগ করিয়া ক্ষণিক দুঃখও কেহ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। আপ-নার যাহাতে ভাল হয়, আপনি যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, ইহা কেনা বুঝে? "আপন বুঝ্ পাগলেও বুঝে।" তবে হিন্দুগণ কেন এরূপ স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর অবনত হইলেন? ইহার কারণ নির্ণয় হইলেই রোগের প্রকৃত নিদান জানা যাইবে, নচেৎ কেবল সভা সমিতি করিয়া, অনর্গল বক্তৃতা দিয়া ভূরি ভূরি চাঁদা সংগ্রহ করিলে কোন

ফলই ফলিবে না, পরন্তু স্বার্থের পথ মুক্ত হইয়া, বৃথা দলাদলি রোষারোষি বৃদ্ধি পাইবে। ভাল করিতে গিয়া মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে। তাই বলিতে হয়, বিজাতীয় শিক্ষা, বিজাতীয় দীক্ষা এবং বিদেশীয় আচার ব্যবহার বা বিদেশীয় আহার বিহারাদিই হিন্দুগণের এই সর্ব্বনাশের মূল কারণ আর প্রকৃত নিদান বিদেশীয় অনুকরণ। দেশের আদর্শ, দশের আদর্শ এবং সমাজের আদর্শ তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণপ্রিয়তা হইতেই হিন্দুগণ বর্ত্তমানে এইরূপ অবনত হইয়াছেন। এইক্ষণ এই রোগের উক্তরূপ নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিতে হইলে অকৃত্রিম স্বদেশজাত ভাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ এখন হইতে হিন্দুগণ আর যাহাতে বিদেশীয় অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইতে পারেন, তাহা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি যে দেশে এবং যেরূপ বীর্য্যে বা ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশব অবধি যে প্রকার আহারাদি পাইয়া যে ভাবে বর্দ্ধিতকলেবর হয়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই দেশের এবং সেইরূপ বীর্য্যও ক্ষেত্রের উপযুক্ত সেই প্রকার আহারাদি হইতেই সেই ভাবে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। যে যে দেশের লোক, তাহার পক্ষে সেই দেশের জলবায়ু যেমন স্বভাবতঃ হিতকর হয়, সেই দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, আচার, বিচার, ব্যবহার, আহার এবং বিহারও সেইরূপ মঙ্গলকর হইয়া থাকে। হিন্দুগণ কেবল বেশভূষা সম্বন্ধে বিদেশীয় অনুকরণ করিতেছেন না। আহার বিহারাদি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বিদেশীয় অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। টেবিলের পর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া, কাটা চামচার সাহায্যে চেয়ারে বসিয়া সপরিবারে এক সময়ে আহার করিতে হিন্দুগণ এখন ভাল বোধ করেন। আবার শিক্ষিত হিন্দুগণ এখন প্রায় এদেশের পাকপদ্ধতি অনুসারে পক্ক দ্রব্য রুচিকর বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহারা মৎস্যে ঘৃত সংযোগ করিয়া, দুগ্ধে লবণ যুক্ত করিয়া, ভোজন করিতে ভাল বাসেন। তাহারা নিমন্ত্রণ পাওয়াটা অসভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করেন, দেশের সমাজকে অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করেন এবং উপনয়নাদি সংস্কার কর্ম্ম, পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি বৈধ কর্ম্ম ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া উঠাইয়া দিতে চাহেন। আর এক প্রকার হিন্দু আছেন, তাহারা খাঁটী বিলাতী, খাশ বিলাতী দ্রব্য ব্যতীত এ দেশের কোন জিনিষ পছন্দ করেন না। ইহারা সকলেই বিদেশীয় অনুকরণে সর্ব্বদা সকলকর্ম্ম করিতে উদ্যত। এই সমস্ত হিন্দুগণের কথা ছাড়িয়া এই দেশবাসী অথচ বিপথগামী বিদেশীয় অনুকরণ পরায়ণ হিন্দুগণেরই সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহারা এদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইয়া শিক্ষিত হইয়া জাতিধর্ম্ম পাত করিয়া পুনরায় এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাহাদিগকে লইয়া হিন্দুগণের সংস্কার কখনই সম্ভবপর নহে।

বিপথগামী হিন্দুগণ যাহাতে আর কোনরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি-পরিচালিত না হয়েন, এখন হিন্দুসমাজের তাহাই প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। স্বস্বকর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া প্রত্যেক হিন্দুগণের সৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। ধর্ম্মাচরণই হিন্দুগণের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম হইতেই সুখ সম্পত্তি ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগ হইয়া থাকে। যে আজীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় বা স্বাবলম্বন করিয়া সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারে, এই সংসারে সেই সুখী, সেই ধার্ম্মিক এবং সদনুষ্ঠানকারী। বাস্তবপক্ষে এই অনিত্য সংসারে যদি কিছু সার থাকে, যদি কিছু

প্রার্থনীয় থাকে, তাহা সেই সত্যসনাতনধর্ম্ম। যদিও জগতে পুরুষ সকলের চতুর্ব্বিধ প্রার্থনীয় আছে, তথাপি সেই চারিপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম প্রার্থনীয়, অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ লাভ না হইলে অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ ভোগ করা যায় না। এই জন্যই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ প্রথম হইতেই সদাচার, সদ্ব্যবহার, সদালাপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সৎসঙ্গ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। শৈশব হইতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে পারিলে সংশিক্ষার অভাব হয়না, সঙ্গে সঙ্গে সচ্চরিত্রতা লাভ পূর্ব্বক সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া সকলের আদর্শ হওয়া যায়। সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্মই স্বাবলম্বন হওয়া উচিত।

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥" (ইতি সাঙ্খ্যদর্শনং)

অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা উর্দ্ধে গমন বা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি হয়, অধর্ম্ম দ্বারা অধলোক বা নরকে গমন করিতে হয়, জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধন বা বারবার এই জন্মমৃত্যুলক্ষণ সুখদুঃখপরিপূর্ণ সংসারে গমনাগমন করিতে হয়।

ধর্ম্মদাসানুদাস—
শ্রীভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী।

সমাজ শাসন।

সামাজিকতা আর সমানতা লইয়াই সমাজ গঠন হইয়া থাকে, যেস্থানে সামাজিকগণের পরস্পর সমানতা যত পরিমাণে বৃদ্ধিপায়, সেইখানেই সমাজ বন্ধন তত পরিমাণে সুদৃঢ় হইয়া কার্য্যকর হইয়া থাকে। মূলে সমানতা বা একতা কি সমপ্রাণতা না থাকিলে কেবল কতকগুলি লোকের মৌখিক বা ব্যবহারিক সমবায়ে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সমানতা বা একতা ভিত্তির পরে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-শক্তি সমবেত হইয়া সকল কার্য্যই করিতে স্বকীয় স্বভাবসুলভ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। হিন্দু সমাজের সমবায় শক্তি কেবল দলাদলি লইয়া নহে, সত্য সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই হিন্দু সমাজের বৈধ শাসন সমূহ ধার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃক সদ্‌ভাবে সুবিচারের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে প্রাচীন শাসন সমূহের মধ্যে "এক ঘ'রে" করা শাসনই সর্ব্বপ্রধান। সমাজের মধ্যে কেহ কোনরূপ অবৈধ কর্ম্ম করিলে সামাজিকগণের বিচারানুসারে দণ্ড ভোগ অবশ্যম্ভাবী। ন্যায়ধর্ম্মমতে অন্যায়কারী পাপী উপযুক্ত কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি সমাজশক্তির প্রভাবে অবশ্যই ভোগ করিতে বাধ্য। শাস্তি ভোগ ব্যতীত পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হওয়া অসম্ভব, এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপানুসারে দণ্ড ভোগের ব্যবস্থা আছে, হিন্দু সমাজেও সেইরূপ ধার্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুমোদিত বিচার দ্বারা সমাজদণ্ডের ব্যবস্থা ও হইয়া থাকে।

সুদৃঢ় সমাজ বন্ধন দ্বারা সামাজিকগণ ধর্ম্মরক্ষা হেতুই—সুশৃঙ্খল ভাবে দেশের এবং

দশের হিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের কর্ত্তা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ ছিলেন, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন. ইহাও জানা যায়, সমাজের কর্ত্তা বলিতে সেই সকল ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। এইরূপ সমাজ-সুশৃঙ্খলা জাতিভেদে পৃথক্ পৃথক হইয়া পৃথক্ পৃথক্ শাসন দণ্ড পরিচালন করিলে ও সত্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাসনে সকল জাতিই একভাবে এবং একমতে কার্য্য করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল। সমাজের মধ্যে সমাজের অমতে কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে, তাহার দণ্ডভোগ কেবল আহার ব্যবহারাদি বর্জ্জন দ্বারা হইত না, সমাজ-নায়কগণের ধর্ম্মোপদেশেও কতকটা সামাজিক দণ্ড হইত, এবং একত্র বসবাস, এক হুকায় তামাক সেবন, ও রজক নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া সমাজ শাসন দ্বারা অন্যায়মন্দকর্ম্মকারীকে শাসিত করা হইত। সমাজের দশ জনে একবাক্যে যাহা স্থির করিতেন, দণ্ডার্হ ব্যক্তি নিরাপত্তিতে তাহা স্বীকার করিতেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মে, বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে এবং পিতামাতার শ্রাদ্ধাদিতে ও সামাজিকগণের মতামত লইয়া সকলই কার্য্য করিতেন। ফল কথা প্রাচীন সমাজ পদ্ধতিগুণে সকলই এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ সকল কেবল কতকগুলি বাজে কার্য্য লইয়াই ব্যতিব্যস্ত! কি করিলে সমাজ সুশৃঙ্খলা হয়, কি উপায়ে সমাজ দশজনের হিতকর কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং কিরূপ উপদেশে দশজন একমত হইয়া ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে, এসকল বিষয় এখনকার সামাজিকগণ দিনান্তেও একটিবার ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হননা।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল স্বার্থ, এখনকার সামাজিকগণ কেবল স্ব স্ব প্রভুত্ব লইয়াই কিসে দুই পয়সা হস্তগত হয়, তাহার জন্যই কৃত্রিম কতকগুলি সমাজ উন্নতিকর বাক্য দ্বারা নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সমাজ নায়কের স্থান কলুষিত করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সমাজের বন্ধন শিথিল করিয়া সমাজস্থ নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে কেবল দলাদলির কূট চাল সকল শিক্ষা দিতেছেন, তাহার ফলে সমাজ গঠনের পরিবর্ত্তে কেবল সমাজ ভঙ্গই হইতেছে। দলাদলি না থাকিলে সমাজের শাসন যদ্যপি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারেনা, তথাপি কেবল কথায় কথায় দলাদলি, "একঘ'রে" ইত্যাদি শাসন পরিচালনা করিলে, তাহা দ্বারা দেশের অশান্তি অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যে সমাজের মূলে সমানতা বা একতা আছে, সে সমাজে অপরাধী ব্যক্তিকে শাসিত করিবার জন্য দলাদলি বা "একঘ'রে" করার বিশেষ আবশ্যক হয়না। সমাজনায়কগণের ধর্ম্ম উপদেশে এবং তিরস্কার দ্বারা সেই অপরাধীর সে অপরাধ কতকটা সংশোধিত হইতে পারে। কার্য্যতঃ কেবল সমাজগঠন করিয়া কতকগুলি সমবায় শক্তি একত্র হইলে কার্য্য হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শাসন অবশ্যই চাই। সুগঠিত সমাজের সুশাসন দ্বারা সকলই ধর্ম্মপথে থাকিয়া সর্ব্ববিধ বৈধকর্ম্ম করিতে পারে। সমাজভুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রবিগর্হিত অপকর্ম্ম করিলে, তাহাকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করায়ায় কিনা, এসম্বন্ধে আজ কাল বিশেষ একটা তর্কাতর্কি উপস্থিত হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি এরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছে—যহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ, ধর্ম্মের অননুমোদিত, লোক প্রবৃত্তির বহির্ভূত, এরূপ

মন্দকর্ম্মকারী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়া সমাজে মিশিতে পারে কিনা, এসম্বন্ধেও বিশেষ তুলস্থুল বিচার তর্ক আরম্ভ হইয়াছে।

ফলকথা শাস্ত্রের সাধারণ বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই পাপী পাপোন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক সমাজে মিশিয়া দশ জনের সহিত আহার ব্যবহারাদি করিতে পারে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থামত যেরূপ পাপকর্ম্মের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা অনুকল্প বিধান আছে। সেইরূপ পাপ মোচনার্থ সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। আজকাল অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক স্থলে অর্থলোভে অব্যবস্থা দান করিয়া অনেক পাপীকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ অব্যবস্থায় প্রকৃত পাপীও প্রায়শ্চিত্তাচরণ না করিয়া লোকের মধ্যে স্বীয় নিষ্পাপ ঘোষণাপূর্ব্বক সমাজে মিলিত হইতে পারিতেছে। সুতরাং পাপ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য গোপনে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের শরণ গ্রহণ না করাই ভাল। সাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য সভা আহ্বানপূর্ব্বক পাপীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাগ্রহণ করাই উচিত। যদিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বভাবসুলভ অর্থ লালসা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কোন প্রকার পাপকর্ম্মের বা অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে সাহসী। তথাপি পাপকর্ম্মকারীদিগের বুঝা উচিত যে, "আমাদিগের পাপকর্ম্ম যাহাতে পুণ্যকর্ম্ম এবং শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস হয়, তাহাই আপনি করুন। এইরূপ বাক্যদ্বারা প্রচুর অর্থ দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সন্তুষ্ট করিয়া আমরা যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিতেছি, ইহা বাস্তবিক সত্য নহে এবং আমরা আজ যে পাপকর্ম্ম সাধারণের মধ্যে আবৃত রাখিয়া নিজকে নিষ্পাপ বলিয়া সমাজে মিলিতে বা মিশিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, আমাদিগের এই পাপকর্ম্মের বিচারকর্ত্তা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিম্বা সামাজিকগণ নহে। ইহাদিগের উপরেও আর এক-জন বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী এবং সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আমাদিগের এই পাপকর্ম্মের কোনরূপ আবরণই থাকিতে পারিবেনা। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ এবং স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ, তিনি যখন বিচার করিবেন, তখন আমাদিগের এই প্রচুর অর্থ লব্ধ ব্যবস্থা কোন ফলেই আসিবে না।" তাই বলিতে হয়, মানুষ মানুষকেই ফাঁকি দিতে পারে, সত্যসনাতন ধর্ম্মকে কিংবা ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে পারে না, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মও সত্যও সনাতন। পাপীর প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তই স্বীয় পাপকর্ম্ম হেতু মনে অনুতাপ হওয়া। অনুতাপ ব্যতীত পাপকর্ম্মের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় না, এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে দান উৎসর্গাদির পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করার বিধান দিয়াছেন। মস্তক মুণ্ডনে সাধারণের মধ্যে বাস্তবিকই একটা ঘৃণামূলক উপহাস হইতে পাপীর ঘৃণার উদ্রেক হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অনুতাপে-রও সূচনা আরম্ভ হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজেও সেইরূপ অনুতাপ হওয়ার জন্য "একঘরে" করার ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার সমাজিক শাসনই প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত শাসন। এইরূপ ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত সমাজশাসন হইতেই প্রকৃত উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পাপী ধর্ম্মশাসন বা সমাজশাসন ভয়ে ভীত হইয়া নিজের পাপকর্ম্ম সামাজিকগণ নিকটে একেবারেই অস্বীকার করিয়া উচ্চকণ্ঠে অন্যের পাপানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এক পাপকর্ম্ম করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য অপর পাপকর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়? আবার সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ গুপ্তপাপী

অনেক আছে যে, যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে ও শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এইরূপ পাপিগণকে লইয়া একত্র হইয়া আহার ব্যবহারাদি কর্ম্মে পাপ জন্মে, এবং সেইরূপ পাপ সংসর্গ হইতে প্রকৃত নিষ্পাপ পুণ্যাত্মারও কতকটা অবনতি হওয়ার সম্ভব। অতএব সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ধর্ম্মসঙ্গত সমাজশাসন দণ্ডপরিচালনা করিতে পারিলে উক্ত সকল প্রকার পাপীকেই পুনশ্চ সৎ পথে আনয়ন করা যাইতে পারে। একজনের সমাজ-দণ্ড দর্শনে কালে আর একজনেরও যে সমাজদণ্ড হইতে ভয় না হইতে পারে তাহা নয়, এক পাপীর দণ্ড দেখিয়া অন্য পাপীরও সেই দণ্ড হইতে ভয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমাজের সামাজিকগণের সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা উচিত যে, 'কোন পাপকর্ম্মকারীও যেন বিনা সামাজিক দণ্ড ভোগে কাল অতিবাহিত করিতে না পারে'। পাপী যদি একবার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। তবেই পাপকর্ম্মের প্রসার পাইবে।

মহামণ্ডল-সংবাদ।

১৩১৮ সালের ২৫শে পৌষ রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহে শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রচারোপলক্ষ্যে একটি সভাধিবেশন হয়। বক্তা মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় মহাসভার প্রচার কার্য্যান্তে "ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাক্ষেত্রে প্রায় ৩০০ শত লোক সভ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা মহামণ্ডলের সম্বন্ধীভূতা, বক্তা সভ্যমহোদয়গণের সদ্ব্যবহারে পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন এবং সভ্যমহোদয়গণও শ্রীযুক্ত মহোপদেশক বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম, এ, বি, এল; অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল; কার্ত্তিক-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল; সতীশচন্দ্র রায় বি, এল; দীননাথ বাগচী বি, এল; সতীশকমল সেন বি, এল; কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল; নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,

(হেড্‌মাষ্টার, জাতীয় বিদ্যালয়)।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস; সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, দুর্গা-প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, কালীপ্রসন্ন সিয়ানবীশ ইত্যাদি।

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল। (ধুবড়ি)

ধুবড়ি হরি-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকীল মহাশয় 'শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল' এবং 'বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল' হইতে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়েরপ্রচারকার্য্যের সাহায্য করিতে অনুরুদ্ধ হন। এরূপ দুইটী মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া যেরূপ সাহায্য করা উচিত ছিল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ

রাখিয়াছিলেন। 'বিজনীহলে' বক্তৃতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিশনার সরলপ্রাণে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় মহামণ্ডলের প্রচারোপলক্ষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে নানাপ্রদেশে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া প্রচার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন, বিস্তারভয়ে সকল সভার বিষয় না লিখিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী সভার সংবাদ প্রকাশ করা হইল।

১৩১৬ সাল ৫ই মাঘ তারিখে রঙ্গপুর কাকিনা রাজ উচ্চ ইং বিদ্যালয়ে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, বক্তা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন, বক্তব্য বিষয়,—উপাসনা। সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য (রাজপুরোহিত), বসন্তকুমার রায়, প্যারীচরণ সরকার, জ্যোতিশ্চন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রমণীমোহন দাস, অনন্ত-কুমার নিয়োগী, রতীশচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার, নলিনীমোহন রায়, সুরেশচন্দ্র রায়, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্রকিশোর রায়।

১৩১৬ সাল ১৫ই মাঘ তারিখে আসাম—গৌরীপুর রাজভবনে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় এক সভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহার সুললিত বক্তৃতায় সভ্যগণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দ সমুপস্থিত ছিলেন।—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুনাথ ন্যায়ভূষণ, অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, সেক্রেটারী, নৃত্যগোপাল গোস্বামী বি, এ, হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ, বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত চৌধুরী এম্, এম, এস ; অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, বেণীলাল মুখোপাধ্যায় মুন্সী, রূপেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী, প্রিয়নাথ বসু নায়েব ইত্যাদি।

এতদতিরিক্ত প্রায় ২০০ শত সভ্য ছিলেন বাহুল্যনিবন্ধন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না।

১৩১৬ সালের ১২ই ফাল্গুন তারিখে জেলা ত্রিপুরা ভুবীশ্বর গ্রামে রামকুমার দেবের বাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হয়। বক্তা শ্রীযুক্ত সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় ভক্তিবিষয়ে ১।২॥ ঘন্টা-কাল বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সভ্যবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন।

সমুপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম দেওয়া হইল।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীচরণ বিদ্যারত্ন, রামনাথ বিদ্যারত্ন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রামহরি ন্যায়রত্ন, তারিণীচরণ বিদ্যাভূষণ, অন্নদাচরণ বেদান্তশাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্রী, দয়ালকৃষ্ণ তর্ক-তীর্থ, জগবন্ধু তর্কবাগীশ, করুণাময় স্মৃতিপঞ্চানন, করুণাময় ন্যায়সরস্বতী, নবীনচন্দ্র তর্কতীর্থ।

জেলা রঙ্গপুর সপ্তপুষ্করিণী হইতে স্বধর্ম্মবৎসল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্ট মহাশয় সংবাদ দিতে-ছেন যে, রঙ্গপুর সপ্ত পুষ্করিণীতে গত ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কলিযুগাদ্যা মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে

শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ একটি শাখা ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপ্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রাতঃসঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পাঠপূর্ব্বক ধর্ম্মসভাপ্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় অনেকানেক গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তি এবং পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে সভাপ্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হয়, তৎপর দিবস অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভা আহ্বান করিয়া সভার প্রারম্ভে এবং শেষে শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সভার উদ্দেশ্য সাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। এই সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভা শ্রীশ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এবং শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত নিয়মাবলী সংক্ষেপে পাঠ করা হয়।

ধর্ম্মসভার কার্য্যবিবরণী—

১। এই সভার নাম "কুণ্ডীধর্ম্মসভা" রক্ষা করা হইল।

২। "কুণ্ডীধর্ম্মসভা" শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্বন্ধযুক্ত করা হইল।

৩। সভার কার্য্যালয় আপাততঃ সত্ত্ব পুষ্করিণী পৌনে চারি আনি জমিদার মহাশয়-দিগের চণ্ডীমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

৪। প্রতি একাদশী তিথিতে এবং আবশ্যক বোধ হইলে বিশেষ পুণ্যতিথি ও পর্ব্বদিনে সভার অধিবেশন হইবে।

৫। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৬। সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুনারায়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। সহকারি সভাপতি শ্রীযুক্ত এককড়ি ভট্টাচার্য্য। কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী জমিদার। সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্ট। (স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

৭। আগামী অধিবেশনে সহকারি সভাপতি কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য করা হইল।

শ্রীযুক্ত গুরুনারায়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, এককড়ি ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র ভট্ট, নগেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, গোপালচন্দ্র গোস্বামী, বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র ভৌমিক, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রজনীকান্তরায় চৌধুরী, ললিতচন্দ্র দাস, যোগীন্দ্রচন্দ্র পাল, জলধর কুণ্ডু, শ্রীনাথ দত্ত, বিহারীলাল দাস।

আপাততঃ এই উনিশজনকে মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গেল। ক্রমশঃ সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে।

১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের ২৫।২৬ তারিখে শ্রীহট্ট দিনার পুর দত্তপাড়ায় দুইটী সভার অধিবেশন হয়, বক্তা মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় "পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে দুই দিবস দুইটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

সমুপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সভাপতি। (ইনি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামতারি ন্যায়রত্ন, তারিণীচরণ বিদ্যাভূষণ, মহোপদেশক হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, বৈকুণ্ঠনাথ চূড়ামণি, কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিজয়নাথ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণমোহন পুরকায়স্থ।

১৩১৬ সালের ২৮শে ফাল্গুন তারিখে শ্রীহট্ট কাশীপুর দীননাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫॥ পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় "ব্রাহ্মণসভার কর্ত্তব্য প্রতিপাদন এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন" বিষয় লইয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভাস্থ সভ্যগণ সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়ের সুললিত বক্তৃতায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সমুপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ (সভাপতি) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কুলচন্দ্র তর্করত্ন, মহোপদেশক হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন, চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য, রামগতি ভট্টাচার্য্য, জয়গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী, রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, হরনাথ চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র মিশ্র, বিরজামোহন মিশ্র, গৌরচন্দ্র পণ্ডিত, রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভৈরবচন্দ্র শর্ম্মা।

২৯শে ফাল্গুন তারিখে কালাজুরী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে "সামাজিক পরিবর্ত্তন" বিষয়ে উক্ত মহোপদেশক মহাশয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, নিম্ন লিখিত সভ্যগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবনায় শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্যের সমর্থনায় এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্যের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বৈকুণ্ঠচন্দ্র চৌধুরী, হরিশ্চন্দ্র রায় ভট্টাচার্য্য, রাধা গোবিন্দরায় ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্ররায় ভট্টাচার্য্য, গোলোক চন্দ্ররায় ভট্টাচার্য্য, রাসবিহারী গোস্বামী, সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য রজনীনাথ চৌধুরী, যামিনীচন্দ্র চৌধুরী, ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মথুরানাথ গোস্বামী, কৃষ্ণকিশোর কর, গোপাল রায় চৌধুরী, জয়গোবিন্দদেব, শম্ভুনাথ দে, নবীনচন্দ্র দে, হরগোবিন্দ ধর, সারদাচরণ দত্ত।

সত্যানুসন্ধান।

জাতি ও বর্ণভেদ, অশেষ অনর্থের হেতু, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন উভয় সম্প্রদায়েরই কোনরূপ উপদেশ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। উভয়েই সমান ভাবে বলিতেছেন, জাতি ও বর্ণভেদ ধর্ম্ম সঙ্গত নহে। কেবল মূর্খেরাই জাতি ও বর্ণভেদ আশ্রয়ে সমাজে অনৈক্য উৎপাদন করিয়া সমাজ রসাতলে দেয়। পণ্ডিতেরা সমদৃষ্টি অবলম্বনে জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উর্দ্ধগামী হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী থাকেন। এতদ্ সম্বন্ধে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি

এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শনে প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ কখনও জাতি ও বর্ণভেদ প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। অতএব বলিতেছিলাম এতদ্‌সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন উভয়েরই কোনরূপ উপদেশ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না।

উভয়ের উপদেশ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি উভয়ের মধ্যে অনুভূয়মান কর্ম্ম বৈষম্য কেন? এই চিন্তায় অবসন্ন চিত্তে নিদ্রাতুর হইয়া ইতঃপূর্ব্বে আমি শুইয়াছিলাম, ইহাও বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। শুইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু নিদ্রাদেবীর কৃপালাভে কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিলাম কি? কিছুতেই না, অবিরাম অন্তরে এই প্রশ্ন উঠিতেছিল যে, তবে কেন প্রাচীনে নবীনে জাতি ও বর্ণ ভেদ লইয়া এত বিরোধ? জাতি ও বর্ণ ভেদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই যখন প্রাচীন ঋষিগণেরও উপদেশ, তখন প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান্ প্রাচীন সমাজ তৎপরিত্যাগে কেন এত বিমুখ। শুধু বিমুখ হইলেও ত আমার তত কিছু ভাবিবার ছিল না, কিন্তু শুধু বিমুখ ত নহেন, ইহারা জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগ বিষয়ে পূর্ণ প্রতিবাদী। নবীনদের কেহ যদি কখনও জাতি ও বর্ণভেদ অবহেলা করিয়া কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা পান, প্রাচীনগণ অমনই তাঁহাদিগকে জাতি ও বর্ণচ্যুত করিয়া বিষম বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে যথাশক্তি প্রয়াসী হন্। প্রাচীনগণের এরূপ অপপ্রয়াস কেন? এই চিন্তা প্রবল হইয়া যেমন একদিকে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া নিদ্রাতুর করিয়াছিল, তেমনই অন্যদিকে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া চিত্তকে নানা কুকল্পনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। তখন আমি ভাবিতেছিলাম, ইহা প্রাচীনগণের একটা নিতান্ত অনুপেক্ষণীয় এবং অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও অপ্রকৃতিস্থতা। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ সত্যই ইহাদের স্বকপোল কল্পিত স্বার্থ সাধনার একটা অব্যর্থ সন্ধান। তবে স্বার্থ সাধন কি কিছু অন্যায়? তাহাও বলিতে পারি না, কেননা সমাজে তেমন সৎপুরুষের আবির্ভাব সাধারণ হওয়া অসম্ভব, যাঁহারা আপন স্বার্থ বলি দিয়া পরার্থ সাধনে তৎপর।

তেমন সৎপুরুষের আবির্ভাব সমাজে অসাধারণ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ তেমন কাপুরুষে পরিপূর্ণ দেখিতেও অভিলাষী নহি যে, যাহাদের স্বার্থ চিন্তা পরার্থের পক্ষে অন্ধ ও বধির এরূপ স্বার্থপরগণ সত্যানুসন্ধিৎসুর সম্পূর্ণ অনাদরণীয়। সত্যানুসন্ধিৎসুবর্গ এবম্বিধ কাপুরুষগণকে নিগ্রহ না করিয়া অনুগ্রহ করিলে মানবসমাজ পশুসমাজে পরিণত হয়। সুতরাং অন্তরে অন্তরে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, প্রাচীন গণের এরূপ ধৃষ্টতা যে প্রকারেই হউক্ দূরীভূত করিতেই হইবে। চিত্তে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম "প্রতোদপ্রয়োগে প্রাচীনগণকে প্রকৃতিস্থ করিব।" আপন স্বার্থ সংবর্দ্ধণ সংকল্পে যাঁহারা সমস্ত সমাজের স্বার্থ নাশ পূর্ব্বক শেষে নিজেও স্বার্থভ্রষ্ট হয়, তাহারা জগতের শত্রু সুতরাং জগৎপাতা জগদীশ্বরের ও শত্রু। এই শত্রুগণকে উপেক্ষা করিলে চলে না। তবে নিজে নিতান্ত হীনবল সুতরাং একাকী উহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা অসম্ভব। তাই ইতঃপূর্ব্বে আমি এতৎ প্রতিবিধান কল্পে প্রাচীনগণের কথিতরূপ অবিচার ও অত্যাচার বারণ জন্য সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। মহাশয়েরা কেহ আমার কথায় কর্ণপাত করিতে সাহসী হইবেন কি—"প্রতোদ প্রয়োগে প্রাচীনগণকে প্রকৃতিস্থ করিব।"

আমি এরূপ কল্পনায় অন্তর আকুল করিতেছি, আর অন্তরের কোন অলক্ষিত প্রদেশ হইতে হঠাৎ কে যেন নিতান্ত ভর্ৎসনাস্বরে আমাকে বলিতে লাগিল, ওরে এই কি তোর সত্যানুসন্ধান? ছিঃ ছিঃ ছিঃ সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কি এরূপ রাগদ্বেষাধীনতা শোভা পায়? কি অপরাধে তুই প্রাচীন সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এবম্বিধ কদর্য্য কল্পনায় চিত্ত কলুষিত করিতেছিস্? জানিত তুই "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"॥ এই ঋষিবাক্যে সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবান্, তবে কেন তুই নিতান্ত অন্ধবিশ্বাসীর মত কোন যুক্তি না দেখাইয়া কয়টী শাস্ত্রীয় শ্লোকমাত্র অবলম্বনে স্বীকার করিলি যে, জাতি ও বর্ণভেদে সমাজ রসাতলে যায়; প্রাচীনসমাজ জাতি ও বর্ণভেদ সমর্থনকারী, যদিও প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ তদ্বিপরীত—ইহা তাহাদের ধৃষ্টতা অপরাধ ও অপ্রকৃতিস্থতা ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি, জাতিভেদ বর্ণভেদ কি? তাহাতে সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হয়? প্রাচীনেরা জাতিভেদ ও বর্ণভেদ করেন কি না, অথবা জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগ করাই বা কি? নবীনেরা তাহা পরিত্যাগ করেন কি তাহাই করেন, এ সব বিষয়ে এজীবনে দুই এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়াছিস্ কি? না পাশ্চাত্য দেশ হইতে দুই একটী মানববিশেষ আসিয়া বলিলেন, তোরা জাতি ও বর্ণভেদ করিস্, ইহাই তোদের উন্নতিলাভের অন্তরায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তোরাও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলি—পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলি যে, জাতিভেদে ও বর্ণভেদে আমাদের একতা নাই, সুতরাং আমরা দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছি। জিজ্ঞাসা করি, কেহ বলিল, ওরে তোর কাণ চিলে নিয়া গেল, আর অমনই তুই চিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলি না এক আধবার কাণে হাত দিয়া দেখিয়াছিলি কাণ আছে কিনা। যদি না দেখিয়া থাকিস্, তবেত তুই ঘোর অন্ধ বিশ্বাসী, তোদের দ্বারা সত্যের অনুসন্ধান হইবে না। পরের কথায় ঘরে আগুন দেওয়া যাহার অভ্যাস, তাহা দ্বারা ঘর রক্ষা না হইয়া ঘর দগ্ধ হয় মাত্র ইহা স্থির জানিবি। আমি বলি-জাতি ও বর্ণ ভেদই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র প্রধান উপকরণ। যদি এই উপকরণ তিনি না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। সন্দেহই বা বলি কেন স্রষ্টা সৃষ্টিকার্য্যে অসমর্থই হইতেন, ইহা নিশ্চয়।

[ক্রমশঃ]

অদ্বৈত বাদ।

অদ্বৈত বাদ কি ভাবে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সেই উপন্যাসটী সাধারণের অবগতির জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপি-বদ্ধ করিলাম। পূর্ব্ব-কালে ভারতের রাজধানী মগধে ছিল ঐ মগধাধিপতি পূর্ব্বাপর শ্রুতি অনুসারে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, পরে বৌদ্ধ পণ্ডিত

উপস্থিত হইয়া বলেন যে, বঞ্চক কৃত বেদ পুরাণাদি, তখন মহারাজা তাহার দ্বারে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন, ষড়দর্শনের পণ্ডিত একীভূত হইয়া বিচার আরম্ভ হয়, রাজা স্বয়ং মধ্যস্থ ছিলেন। দার্শনিকেরা কেহই শ্রমণকাকে পরাভূত করিতে পারিলেন না, তখন মগধ সম্রাট বৌদ্ধ মত যুক্তি যুক্ত স্থির করিয়া বৌদ্ধ নিয়মে দীক্ষিত হন্। সম্রাট্ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্থানে স্থানে প্রচারক নিযুক্ত করেন, ও নানা কৌশলে আর্য্য ধর্ম্মানুগত শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম কাণ্ড ও অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তক জ্বালাইয়া দেন, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও তদনুসারে সিংহল শ্যাম ব্রহ্ম জাবা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ও চীন জাপান প্রভৃতি স্থানীয় সমস্ত লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্ম, কি স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকলেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বহু চেষ্টায় শ্রুত্যুক্ত মুক্তিবাদ উপনিষদ্ অরণ্য মধ্যে এক জন যোগীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহার পাঠের প্রতিভা দেখিয়া গুরু তাঁহাকে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে ও উপনিষদ্ সমূহের বার্ত্তিক সূত্র অর্থাৎ ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করেন, পূর্ব্বে কোন ভাষ্য বা টীকা ছিল না গুরু প্রসাদে বেদার্থবিৎ হইতে হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবিত হওয়ায় আর্য্য ধর্ম্মের নামও ছিল না। শঙ্করাচার্য্য তখন ভাবিত হইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি গুরু প্রসাদে ষড়্দর্শনের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, বেদান্ত দর্শনদ্বারা ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে পারা যাইবে না বুঝিয়া উপনিষদ্ প্রমাণে প্রকৃতি স্থির করিয়া লইয়া ঐ প্রকৃতি মায়াময় জাতীয় বস্তুর প্রসূতি ও ঐ জড় পদার্থে ঈশ্বর অনুপ্রবেশ করিয়া জীবরূপে উদ্ভাসিত হওয়া সাব্যস্ত করেন। সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণাশ্রিতা প্রকৃতি; তন্মধ্যে পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে ঈশ্বর শরীর হয়, সত্ত্বাধিক্যে রজোগুণ যুক্ত দেব শরীর এবং সত্ত্ব রজ তম গুণাশ্রিত মানবশরীর। সত্ত্বগুণের ক্রমশঃ হীনতায় পশু পক্ষী পতঙ্গাদি জন্মিয়াছিল, তাহাতে চৈতন্যরূপে ঈশ্বর অনুপ্রবেশ করিয়া কর্ম্মানুবন্ধতাহেতু জগদাকারে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং বিচারে আত্মাই পরমবস্তু তাহা কার্য্যতায় প্রত্যক্ষ স্থির হওয়ায়, বৌদ্ধ এই প্রত্যক্ষবাদের বিপরীত শূন্যকে আত্মা সাব্যস্ত করিতে অক্ষম হইয়া নিরস্ত হওয়াতে তদবধি পুনরায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচার হয়। নিম্নে শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন, কি কৌশলে ব্রহ্ম নিরূপণ হইয়াছে ও ঐ এক ব্রহ্ম বস্তু ব্যতীত সমস্তই অবস্তু, জড়পদার্থ অর্থাৎ জনন মরণরূপ ধর্ম্মাশ্রিত প্রকৃতি ঐ জড় পদার্থে উপাদান কারণ, চৈতন্যরূপ ঈশ্বর জড়পদার্থে প্রবেশ করাতে, ঐ জড়পদার্থ সজীব হওয়াতে জীবরূপে অহং শব্দের বাচ্য হইয়া থাকেন। দ্বৈত মতগ্রাহীদের মতানুযায়ী জড়জগতের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কাল দিক্ ও আকাশাদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ, গুণের অর্থাৎ তত্তদ্ধর্ম্মের অর্থাৎ পরমাণুর নিত্যতা মানিয়া লইয়া দাঁড়াইতে হয়, কিন্তু জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিভেদে জ্ঞানের বিকারে সুষুপ্তি জ্ঞানে তদ্গুণাদির অনুভব হয় না। কিন্তু নিজের অস্তিত্বের বিলোপ হয় না, সুতরাং সুষুপ্তিভঙ্গে স্মরণ হয়, আমি নিদ্রিত ছিলাম, তদবস্থায় সুষুপ্তি ভ্রমাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। ঐ সুষুপ্তিতে দিগাকাশ ইত্যাদি কিছুই অনুভব হয় না,

সুতরাং তাহা জড় ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। এইরূপে সোহহং নির্দ্দেশে শঙ্কর প্রবর্ত্তিত আর্য্যধর্ম্ম ভারতে বিস্তার হয়। যে যে স্থানে শঙ্কর যান নাই, তথায় অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে। ঐ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী অদ্বৈত ব্রহ্ম, নিম্নে (উপনিষৎ) শ্রুতি প্রমাণ সহ সাধারণের অবগতির জন্য আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রুতি প্রমাণ যথা—

একমেবাদ্বিতীয়ং নান্যৎ কিঞ্চদাসীৎ একমেবাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি॥ স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ রহিত ঈশ্বর একমাত্র বস্তু, তদ্‌ভিন্ন সমস্ত অবস্তু; অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। একমাত্র বস্তু ঈশ্বর ছিলেন। হে সোম্য এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ঈশ্বরের সত্তাই ছিল এখনও তিনি একমাত্র বস্তু আছেন। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ সূক্তে দেখাইতেছেন, যথা—"ত্রিপাদূর্দ্ধে উদৈৎ পুরুষঃ, পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎস্যাশনানশনে অতি"। ত্রিপাদ পুরুষ উর্দ্ধে সমুদিত, তাহার এক পাদ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে, যে এক পাদ প্রকাশিত হইতেছে তদূর্দ্ধে যে তুই পাদস্থিত তাহাতে বিকার সম্পর্ক যুক্ত না হওয়ায় তাহা স্বরূপ লক্ষণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে কিছুই ছিলনা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিছুই যে ছিলনা তাহার আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যথা—বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের অংশে "নৈবেহকিঞ্চিন্নাগ্র আসীৎ। মৃত্যু নৈবেদমাবৃতমাসীৎ" এই জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, মৃত্যু কর্ত্তৃক সমস্ত বিশ্ব আবৃত ছিল, অর্থাৎ মৃত্যু জড়জগতের অভাব বোধক বিশেষ করিয়া মৃত্যুরূপ ঈশ্বরের সত্তা মাত্র স্থির রাখিয়া উপনিষৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহাতে দ্বৈতবাদের কোন কথা আসিতেছেনা। ঐ উপনিষৎ চতুর্থ ব্রাহ্মণে, "আত্মৈ বেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবিক্ষনান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহর ও ততোঽহন্নামা ভবৎ"।

পূর্ব্বে কেবল পুরুষরূপী আত্মাই ছিলেন, তিনি অন্য কাহাকেও না দেখিয়া "সোহমস্মি" অর্থাৎ সেই আমি এই অনুভব করিলেন। ইহা হইতেই পরমাত্মার নাম অহং হইল। উপ-রোক্ত পাদৈক ভাগ যখন "অহমস্মি" অনুভবে ক্ষুব্ধ হন; তখনই ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়া যুক্ত হন। তথাহি শ্রুতিঃ "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং, যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ"॥ ব্রহ্ম বাদীরা ধ্যান তৎপর হইয়া পরমাত্মার শক্তি দর্শন করিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় দেবতা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের শক্তি অন্যের অলক্ষ্য ও সর্ব্বদা স্বীয়গুণে আচ্ছাদিত। ঐ শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি আশ্রয় হওয়া মাত্র সেই ঈশ্বর যে ভাবে সৃষ্ট বস্তুতে অণু প্রবেশ করেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লী ষষ্ঠ অনুবাক্; "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, সতপোঽতপ্যত, সতপোস্তপ্ত্যাং ইদং সর্ব্ব মসৃজত, যদীদং কিঞ্চ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ" তিনি কামনা করিয়া-ছিলেন আমি প্রজারূপে বহু হই; তিনি বিশ্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন; এবং আলোচনা করা মাত্র প্রকৃতি সহায়ে অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার সৃজিত বিশ্বে আত্মরূপে

প্রবেশ করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে প্রকৃতি সত্ব রজ এবং তমোগুণ বিস্তার করিয়া জড় জগৎ উদ্ভাসিত করেন। চৈতন্যরূপী ঈশ্বর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ব্রহ্মই বহুত্বে জগদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন; তাহা বিশেষ করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিতেছেন যথা "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং উতামৃতত্ব স্যেশানো। যদন্নে নাতি রোহতি॥ এই দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্ব ভূত কালে উৎপন্ন জগৎ এবং ভবিষ্যৎ কালে যাহা উৎপন্ন হইবে; সমস্তই সেই একমাত্র পরম পুরুষের অবয়ব, তিনি প্রাণিগণকে অমর করিয়া থাকেন। যে হেতু তিনি প্রাণী মাত্রের ভোগের জন্য স্বীয় কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থা অর্থাৎ জগৎ রূপতা স্বীকার করিয়াছেন। জগদ্রূপ কর চরণাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রে বলিতেছেন। বিশ্বত চক্ষুরুত: বিশ্বতোমুখোবিশ্বতেবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। স বাহুভ্যাম্ ধমতি সম্পত্ত ত্রৈর্দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব একঃ।" সর্ব্বত্র যাহার চক্ষু সর্ব্বত্র যাহার মুখ সর্ব্বত্র যাহার বাহু এবং সর্ব্বত্র যাহার পদ, যিনি মনুষ্যাদিতে বাহু এবং পক্ষ্যাদিতে পক্ষ সংযোগ করেন; সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মের পাদৈক ভাগ নির্ব্বিকার অবস্থায় পরিণত হওয়া কালে, স্বীয়-গুণে আবৃত হইয়া প্রকৃতি স্বীয়গুণ নিজের মধ্যগত করিয়া অদৃশ্য সুষুপ্তিবৎ সেই ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন। জড় শরীর প্রকৃতি হইতে প্রকাশ পাওয়া মাত্র চৈতন্য রূপে ঈশ্বর অনুপ্রবেশ করাতে সেই জড় শরীরে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য অহং শব্দের বাচ্য হইয়া জীব উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রকৃত জীব ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে; এজন্য জীবকে ব্রহ্মভাবে চিন্তা করার উপদেশ শ্রুতি যে ভাবে দিতেছেন তাহা পাঠ করুন্॥

"শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ য আত্মাঽপহত পাপ্মাসোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত আত্মান মেব লোক উপাসীত, অরে আত্মা দ্রষ্টব্য পাতক শূন্য যে আত্মা সেই অন্বেষিতব্য সেই জিজ্ঞাসিতব্য বিষয়। এখানে আত্মা অর্থে শরীর গত আত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অণুবাকে তৎ সৃষ্ট্বা তদেবাণুপ্রাবিশৎ। তিনি সৃষ্ট বিশ্বে আত্মা রূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয় উক্তির ঐক্যে জীব ব্রহ্ম এক। উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসারে জীব ও ব্রহ্ম দুই নহে, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারে সকলপ্রাণীতে ও সকল বস্তুতে অনুপ্রবেশ করায়, শ্রুতি বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। চৈতন্যের অধিষ্ঠানে সমস্তই পূর্ণ, কিন্তু পূর্ণ যখন স্বীয় পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন, তখন মায়া উপাধি শরীর নাশ প্রাপ্ত হয়। যথা দিশোপনিষদ "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

কারণ স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী এবং নাম রূপাত্মক কার্য্য সেই পরমাত্মার দ্বারায় পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই কার্য্য সকল সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই পূর্ণ কার্য্য হইতে পূর্ণ স্বরূপ কারণকে পৃথক করিয়া লইলে কার্য্যের অসদ্ভাবহেতু কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট হয়েন। ভৌতিক সৃষ্ট বস্তুর উপাদান কারণ প্রকৃতি। ঈশ্বর ঐ ভৌতিক পদার্থে অধিষ্ঠান হেতু তাহা চৈতন্যযুক্ত হওয়াতে নিমিত্ত কারণ

হইয়াছেন। ঈশ্বরাতিরিক্ত জীব পৃথক্ স্বীকার করিলে, কোন কালেই জীবের মুক্তির সম্ভাবনা থাকেনা। ক্ষণস্থায়ী এইজড় জগতের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয় ও ঈশ্বর অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, কেন না ঈশ্বরকে জানিবার বা ধারণা করিবার আর উপায় থাকেনা এবং শ্রুতি স্মৃতি নিষ্ফল হয়। কাযেই তাহার ফল নাস্তিকতা ভিন্ন আর কি বলিব? ভারতীয় আর্য্যগুরু শঙ্করাচার্য্য পরমাণুবাদ যেরূপে করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বক্তব্য বিষয় হইয়াছে; নচেৎ অদ্বৈত বাদের বিরুদ্ধে পরমাণুর নিত্যতা প্রতিবন্ধক হয়, যথা "সংযোগশ্চানোরণ্বন্তরেণ, সর্ব্বাত্মনা বাস্যাদেক দেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তে রেণুমাত্রত্ব প্রসঙ্গোদৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ" 'অণুবাদ' দুই অণুর পরস্পর সংযোগে সর্ব্বাত্মভাবে যদি সংযোগ হয় তবে উপচয় অসম্ভব প্রযুক্ত সংযোগ ও অণুমাত্রত্ব দৃষ্টবিপর্য্যয় ভাবে থাকিবে, কেন না কোন প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের অন্য প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল, অণুর এক দেশ ভাবে সংযোগ হয়, তাহা হইলে অণুর সাবয়বত্ব উপপন্ন হইল. সুতরাং পরমাণু নিত্য নহে। কাযেই পৃথিব্যাদি ভৌতিক পদার্থ অনিত্য সাব্যস্ত হইতেছে। তাহার উপাদান প্রকৃতি হইতে উদ্ভব হওয়া সিদ্ধান্ত অকাট্য। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ পৃথক রাখিয়া পাদৈক মাত্র যাহা জগতের নিমিত্ত কারণ তাহা তটস্থ লক্ষণে নিবিষ্ট হওয়াতেই মুমুক্ষু পুরুষ যিনি বিদেহ হইয়াছেন, অর্থাৎ শরীর বর্ত্তমানে শরীরের অভিমান শূন্য যিনি হইয়াছেন, ঐ মুক্ত পুরুষ তটস্থ লক্ষণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বরূপ ভাব প্রাপ্তে নির্ব্বিকার হন, অর্থাৎ স্বরূপে মিলিত হইয়া যান। তখন অদৃষ্ট শূন্য হওয়ায় তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটেনা। তটস্থ লক্ষণ যুক্ত আত্মা প্রকৃতির অধীনত্ব জন্য অদৃষ্ট-ক্ষয়ে সমর্থ হয়েন না; সুতরাং সদনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গাদি সম্ভোগ করিয়া অদৃষ্টক্ষয়ে তাহাকে আবার সংসারী হইতে হয়, এই পথের নাম * পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দুষ্কর্ম্মের ফলে নরকাদি ভোগ-হয়, নারকীর জন্য ঐ উভয় পথ রুদ্ধ, যে ভাবে জীবত্বের শেষ হয় ও স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয়, তাহা দেখাইলাম। দ্বৈতবাদে মুক্তিবাদ বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে। অতএব ভারতীয় আর্য্যগুরু শঙ্করাচার্য্যকে অবমাননা করা আর্য্য পুত্রগণের কখনও শ্রেয় নহে।

শ্রীবিনোদলাল দেবশর্ম্ম পাকড়াশী,
গণেশমহল্লা—১৯ নম্বর ৮ কাশীধাম।

কলিকাতা ডেপুটেশনের রিপোর্ট।

(হিন্দী হইতে অনুবাদিত)

শ্রীস্বামিজী মহারাজের আদেশে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নামে প্রেরিত।

* উপরোক্ত শ্রুতি মহাভারত এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির সহিত বিরোধে-যদি যুক্তি সঙ্গত দ্বৈতমত কোন দ্বৈতবাদী প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। (লেখক)

ইতি পূর্ব্বে বোম্বাই ডেপুটেশনের রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে, ঐরিপোর্টে যে যে কারণ বলা হইয়াছে, উহাতে বোম্বাইয়ের কার্য্য বন্ধ হইবার পর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় গমনানন্তর কলিকাতায় অধিকপরিমাণে কার্য্য হইয়াছে, এজন্য এই ডেপুটেশনের নাম কলিকাতা ডেপুটেশন দেওয়া যায়।

(১) তারিখ ৮ই এপ্রিল ১৯০৯ সাল। শ্রীস্বামিজী মহারাজের কর্ত্তৃত্বে বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া ডেপুটেশন পুনায় পৌছে। যাওয়ার সময় পথে সমর্থ বিদ্যালয়ের পরিদর্শন এবং ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর অনুশীলনও করা হইয়াছিল। সমর্থ বিদ্যালয়ে যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে যত্ন করা হইয়াছিল। পুনা নগরে অত্যল্প সময়ে অধিক কার্য্য হইয়াছে। ওঙ্কার নাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে শাখা ধর্ম্ম সভা স্থাপিত করা হইয়াছে এবং ওঙ্কার নাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও ঐ মন্দিরে স্থাপিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটি পোষক সভা মহামণ্ডলের সম্বন্ধ যুক্ত করা হইয়াছে।

(২) ডেপুটেশন পুনা হইতে আহম্মদাবাদে পৌছিয়াছিল। আহম্মদাবাদে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সহিত মিলন হয়, এবং তথায় প্রথমেই কার্য্য হইবার কথা ছিল; কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধ ও ধর্ম্মকার্য্যের সুবিধা হওয়ায় শ্রীস্বামিজী মহারাজের হরিদ্বার তীর্থে যাওয়ার আবশ্যকতা হয়। ভবিষ্যতে আহম্মদাবাদে যাইলে বিশেষ কার্য্য হইবে। যাহার সূত্রপাত ডেপুটেশন করিয়া আসিয়াছে।

(৩) হরিদ্বারে এবং হৃষীকেশে বিশ পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত ডেপুটেশনের স্থিতি হয়. এই অবসরে হরিদ্বার-ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের উন্নতি এবং সুব্যবস্থাজন্য বিশেষ সৎপরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে হিন্দুকুল-গৌরব রবি উদয়পুরের মহারাণা বাহাদুর হরিদ্বার তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত মহারাণার নিকট হইতে "হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রম" কে দশ সহস্র টাকা সাহায্য দেওয়ান হইয়াছে। উক্ত সাহায্যে ঐ আশ্রমের দৃঢ়তা সম্পাদন হইয়াছে। উক্ত মহারাজের দ্বারা হরিদ্বারের বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দিগেরও বিশেষ সৎকার করান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নৃপবরকে এই প্রকার সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে শ্রীযুক্ত নৃপবরের ঐ তীর্থযাত্রা অন্যোন্য রাজা মহারাজের আদর্শ তীর্থ যাত্রা হয়।

(৪) শ্রীমহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত দুর্গাদত্ত পন্থ কূর্ম্মাচল ভূষণ, ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রমের সভাপতি দেরাদূনের প্রসিদ্ধ ধনী পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণ মহাশয়. উক্ত আশ্রমের প্রধান অধ্যাপক ব্যাকরণাচার্য্যাদি উপাধিধারী পণ্ডিত গিরিবর লালজী শাস্ত্রী এবং হরিদ্বারবাসী মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত জীয়ালালজী আদি মহাশয়দিগকে সঙ্গে করিয়া হৃষীকেশ তীর্থে যাওয়া হয়। ঐস্থানে বহুশাস্ত্র ব্যাখ্যানাদি হইয়াছিল এবং অত্যন্ত সফলতার সহিত একটি সাধুপাঠশালা স্থাপিত করা হইয়াছে। যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের নিকট মহামণ্ডলের ডেপুটেশন কলিকাতায় উপস্থিত হয়, ঐ সময়ে শ্রীমহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে উন্নতি নিমিত্ত দ্বার ভাঙ্গা মহারাজের প্রাসাদে মহামণ্ডলের সমাগত সভ্যগণের কয়েকটি অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে

একটি অধিবেশনে নিশ্চয় হইয়াছিল যে, হৃষীকেশ এবং হরিদ্বারের সাধুবৃন্দের সুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্নসত্রগুলির সাহায্যে একটি সাধুপাঠশালা স্থাপন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কয়েকজন মেম্বরের যত্ন স্বত্বেও ঐকার্য্য এপর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এইক্ষণ অত্যন্ত সফলতার সহিত ডেপুটেশনের উদ্যোগে উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। রাউল পিণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধনী শিখ ধর্ম্মরত্ন রায় বাহাদুর সর্দ্দার বুটা সিংজী সাহেবের দুইশত টাকা মাসিক সাহায্যে সাধুপাঠশালার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই দুইশত টাকা কেবল পাঠশালার পণ্ডিত দিগের বৃত্তি আদিতে খরচ হইবে এবং শিক্ষার্থী সাধুদিগের অন্নবস্ত্রাদি অন্নসত্র হইতে দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যদি ওখানকার কমিটী উত্তম বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই ধর্ম্মকার্য্য ভবিষ্যতে ক্রমশঃ উন্নত হইবে, সন্দেহ নাই।

(৫) হরিদ্বার হইতে ৺কাশীধামে আসিবার সময় শ্রীস্বামিজী মহারাজ লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাদুর প্রয়াগ নারয়ণ সাহেবের আতিথ্যে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উক্ত মহাশয় দ্বারা শ্রীমহামণ্ডল "সেণ্ট্রাল ফণ্ডে"র জন্য ১০০০৲ এক সহস্র টাকা ও শ্রীমহামণ্ডলের কাশী বিল্ডীং ফণ্ডের জন্য ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা স্বীকার করাইয়া কাশীতে গিয়াছিলেন। কাশীধামে অনেক আবশ্যকীয় কার্য্যে সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

(৬) শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যে যাহা কিছু শিথিলতা ছিল, উহা দূর করিয়া অনেক উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, এবং কলিকাতা মাড়ওয়ারী সমাজের প্রধান রত্ন শ্রীযুক্ত বাবু ধন্নূলাল আগরালা বি, এ, এই সকল ব্যক্তিদিগকে নূতন নূতন পদে স্থায়ী করিয়া কার্য্যের উন্নতি করা হইয়াছে। কলিকাতা প্রধান মহাকালী পাঠশালা মহামণ্ডলের সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত পাঠশালার গৃহে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয় স্থাপিত করান হইয়াছে।

(৭) কলিকাতার সুকিয়াষ্ট্রীটের "মহাকালী পাঠশালার" নাম উত্তর ভারতের শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন, ঐ পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী মহারাষ্ট্রদেশীয়া পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাজী গঙ্গাদেবী তপস্বিনী মহারাণীর ৺কাশীলাভের পর উক্ত পাঠশালার ব্যবস্থা সেরূপ উত্তমরূপে চলিতে ছিল না, ডেপুটেশনের সাহায্যে উক্ত মাতাজীর স্থানে মহারাষ্ট্রদেশীয়া তাঁহারই এক আত্মীয়া সুযোগ্যবিদুষী মাতাজী আসিয়াছেন এবং শ্রীমহামণ্ডলের পরম সহায়ক এবং বঙ্গের সমুজ্জ্বল রত্ন কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয়কে প্রধান মহাকালী পাঠশালার সেক্রেটরী কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকার নূতন উদ্যমের সহিত উক্ত আদর্শ পাঠশালার উন্নতি কার্য্য করা হইয়াছে। ঐ পাঠশালার অধীনে একটি বাড়ী আছে; কিন্তু পাঠশালার কার্য্যের মত স্থানের সঙ্কুলান ঐ বাড়ীতে না হওয়ায়, ঐ বাড়ীতে আবশ্যকীয় স্থানাদি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে যথা-যোগ্য অর্থাদি সংগ্রহের জন্য বব্যাস্থা করান হইয়াছে।

(৮) সমস্ত ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষার অভাব। যে মহাকালীশিক্ষাপদ্ধতি কলিকাতায় প্রধান মহাকালী পাঠশালাতে আরম্ভ হইয়াছে, উহাই ধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি, এখন ঐ শিক্ষাপদ্ধতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার

অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান যোগ্য ব্যক্তিগণের সম্মতি অনুসারে উক্ত শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি করা হইয়াছে। মহাকালী স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভারতে বিস্তার করিবার জন্য শ্রীভারত-দুহিতৃ-শিক্ষা পরিষদ্ নামে একটি পরিষদ্ মহামণ্ডলের শাখারূপে স্থাপন করিয়া, উহা রেজেষ্ট্রী করান হইয়াছে। প্রধান মহাকালী পাঠশালা এবং উহার শাখাগুলিকে এই পরিষদের অধীন করা হইয়াছে। বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যালয় আর এই পরিষদ্ কার্য্যালয় এবং প্রধান মহাকালী পাঠশালার কার্য্যালয় উক্তবাড়ীতেই থাকিবে। এই পরিষদ্ হিন্দুধর্ম্মানুকূল বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ইউনিভার্সিটীর কার্য্য করিবে এবং ভারত বর্ষের স্থানে স্থানে যে সকল বালিকাবিদ্যালয় আছে, ঐগুলিকে নিজের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া মহাকালী শিক্ষা পদ্ধতির প্রচার করিবে। বঙ্গের ও ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই পরিষদের প্রধান সম্পাদকের পদে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ ও বঙ্গের সমুজ্জ্বলরত্ন শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয়, অন্যতম সম্পাদকের পদে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৯) সনাতন ধর্ম্মাবলম্বন পক্ষ সমর্থনার্থ এবং সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতবর্ষে কোন যোগ্য ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র নাই। ভারতের এই অভাব দূর করিবার জন্য লিমিটেড্ কোম্পানীর নিয়মানুসারে দি ডেস্ নিউজ্ লিমিটেড্ নামক এক কোম্পানী কলিকাতায় স্থাপন করান হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক উক্ত কোম্পানীর ডাইরেক্টরের পদ স্বীকার করিয়াছেন এবং ভারতের প্রধান প্রধান সুলেখক ঐ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিবেন। উক্ত কোম্পানীর মূল ধন ১০০০০০্ একলক্ষ টাকা স্থির করা হইয়াছে। এই কোম্পানী হইতে যে ইংরাজী দৈনিক পত্র বাহির হইবে, ঐ পত্র সনাতন ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিবে এবং শ্রীমহামণ্ডলের মুখ্যপত্র স্বরূপে কার্য্য করিবে। বোম্বাইয়ের মিলের স্বত্বাধিকারীর মত এবং কলিকাতার নারায়ণ কোম্পানীর মত এই কোম্পানীও যথারীতি মহামণ্ডলকে নিয়মিত ধর্ম্মবৃত্তি দ্বারা সাহায্য করিবে।

(১০) কাশীর মহামণ্ডলের শাখাসভা আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার আমানতি ১২০০০্ বার হাজার টাকা কলিকাতা নিবাসী একজন সভ্যের নিকট ছিল এবং ঐ টাকা কিছু গোলযোগে ছিল। অধুনা ঐ টাকা সমুদয় অসুবিধা হইতে বাহির করিয়া কলিকাতার এক বিশ্বাসী ব্যাঙ্কে জমা করান হইয়াছে। উক্ত টাকা দ্বারা ৺কাশীধামে বেদশিক্ষা প্রচার কার্য্যে সহায়তা হইবে।

(১১) কাশী প্রধানকার্য্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বাড়ীর জন্য শ্রীযুক্ত বাবু ধন্নূলাল আগরালা মহাশয়ের সাহায্যে কলিকাতার বড়বাজারের মাড়ওয়ারী সমাজে চাঁদার প্রারম্ভ করা হইয়াছে এবং অনেকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তির স্বাক্ষর করান হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় মহামণ্ডলের শ্রীযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি স্বকীয় উদ্যোগে পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন। আশা করা যায়, কলিকাতা হইতে আরও অধিক টাকা বাড়ী প্রস্তুত জন্য সংগ্রহ হইতে পারিবে।

এই যাত্রায় উপরি লিখিত কার্য্যের অতিরিক্ত কলিকাতা মহানগরীতে আরও কতকগুলি কার্য্য হইয়াছে। রিপোর্টের বিস্তারভয়ে লেখা হইলনা এবং ঐ সকলের ফল পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। বোম্বাই প্রান্তীয় মণ্ডলের জন্য যে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটী মাসিক পত্র বরোদায় ছাপা হইতেছিল, উক্ত কার্য্যে অসুবিধা হওয়ায় একজন সাধু এবং একজন পণ্ডিতকে বরোদায় পাঠাইয়া উহার ব্যবস্থা করান হইয়াছে। কলিকাতায় ধর্ম্ম কার্য্য হইতেছিল, এই সময়ে বরোদাতেও মাসিক পত্রের কার্য্য হইতেছিল।

এই ডেপুটেশনের বিস্তারিত হিসাব এবং ভাউচর্ আদি যথার্থ রীতিতে প্রধান কার্য্যালয়ে স্বতন্ত্র ভাবে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্র প্রসাদ শর্ম্মা
ডেপুটেশন ক্লার্ক।

প্রচার সংবাদ।

২৫ শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ন ৩॥ টা হইতে রাত্রি ৬ টা পর্য্যন্ত রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহে মহাসভার প্রচারোপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল সভার সম্বন্ধীভূত রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা; সুতরাং এখানকার সভ্য মহোদয়গণ সভার অভ্যুদয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল,
„ সতীশ চন্দ্ররায় বি, এল,
„ দীননাথ বাগ্‌চি বি, এল,
„ সতীশ কমল সেন বি, এল,
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এল,
„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল,
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,
„ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জমিদার—
„ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম, এ, বি, এল,
„ দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—
„ কালীনাথ চক্রবর্ত্তী—বি, এল, ইত্যাদি প্রায় ২০০ শতজন সভ্য সভা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। "ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয় অবলোকন পূর্ব্বক বক্তা মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন।

১৩১৬ সনের ৭ই ভাদ্র সোমবার রাত্রি ৭॥টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সম্বন্ধীভূত সভা, কালীঘাট সর্ব্বার্থসাধিনীর বিশেষাধিবেশনে বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নাতিশয়ে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় সদাচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যে এবং সদাচার পরিপালন না হওয়াতে নানা প্রকার দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইয়াছে, ইহাই বক্তাদের বিশেষ অভিপ্রায় ছিল, সভার আচার্য পণ্ডিত প্রবর খগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপক্ষ সমর্থন করিয়া আচার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ হালদার মহাশয় এবং ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় ৺সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাস পতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির আগ্রহাতিশয়ে সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল হালদার প্রভৃতি অনেক সজ্জনের বিদ্যোৎসাহিতা এবং গুণগ্রাহিতার কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিগত ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত তত্রত্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মহাসভার প্রচারোপলক্ষ্যে একটী সভা আহুত হয়। স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মুন্সী মহাশয়ের রুগ্নাবস্থা থাকাতে তৎপিতা স্বর্গীয় রামজয় মুন্সী মহাশয়ের নাম সম্পাদিত রামজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং তিন আনীর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল নাথ তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহাসভার উদ্দেশ্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে সমস্ত প্রান্তীয়মণ্ডলের কর্ত্তব্য বিষয়ের বিশদভাবে বিজ্ঞাপন করা হয়। আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় জন্য কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে এবং কিভাবে সতর্ক হইয়া সমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজ চলিলে, অচিরে উন্নতির আশা তদ্বিষয়ে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে অনেক দৃষ্টান্ত ও আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছিল। সমুপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশনারায়ণ মুন্সী, শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র চূড়ামণি, পুলিশ সব ইঃ শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুহ প্রভৃতি প্রধানতম সভ্যগণ মহাসভার অভ্যুদয়ে বিশেষ যত্নপর দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর তরফদার জমিদার, শ্রীযুক্ত গোলোকেশ্বর অধিকারী শিক্ষক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর শর্ম্ম তরপদার জমিদার মহাশয় প্রভৃতি অনেক সভ্য সাধারণ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন্। শ্রীযুক্ত মুকুন্দমোহন সান্যাল, বিজয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নবগোপাল দেবশর্ম্মা, শশিমোহন দাস, হেমচন্দ্র আচার্য্য, ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্র মোহন মৈত্রেয়, অর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুন্সী, প্রফুল্ল চন্দ্র তরফদার, কার্ত্তিক চন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি অনেক সজ্জন সভ্যরূপে সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য সম্পাদনে যত্নপর ছিলেন, দিন দিন আমরা শেরপুরের নানাবিধ সমুন্নতি পরিদর্শন করিতে পারিলে সুখী হইব।